NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৮ পাক ম্যাচের আগে শক্তি বাড়ল ইন্ডিয়ার, দলে ফিরলেন বুমরা

ফের মেসির অবিশ্বাস্য গোলে জয় ৮

কলকাতা ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ২২ ভাদ্র ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ৯০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 9.9.2023, Vol.17, Issue No.90, 8 Pages, Price 3.00

ধূপগুড়িতে জিতল তৃণমূল, ঘাসফুলের দাপটে ম্লান পদ্ম

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের গণনার শুরুতে পোস্টাল ব্যালটে বিজেপি আশার আলো দেখলেও এরপর ধীরে ধীরে বিজেপি প্রার্থী তাপসী রায়কে পিছনে ফেলতে থাকেন তৃণমূল প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায়। তখনই বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে নির্মলবাবুকে বলতে শোনা গিয়েছিল 'মর্নিং শোস দ্য ডে। বিজেপির কোনও কৌশল কাজ করবে না।' বাস্তবে হলও তাই। ১০ রাউন্ডের শেষে বিজেপি প্রার্থী মিতালি রায়কে ৪৪২৬ ভোটে হারালেন তৃণমূলের নির্মলচন্দ্র। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, তৃণমূল প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায়ের প্রাপ্ত মোট ভোট ৯৬,৯৬১। অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থী তাপসী রায়ের প্রাপ্ত মোট ভোট ৯২,৬৪৮। সিপিএম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী ইশ্বর চন্দ্র রায় পেয়েছেন মোট ১৩,৬৬৬ ভোট।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে শেষবার তৃণমূল জিতেছিল এই কেন্দ্রে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে অবশ্য এই এলাকায় এগিয়ে যায় তৃণমূল।

এদিন চতুর্থ রাউন্ড পর্যন্ত ভালো লড়াই হচ্ছিল বিজেপি-তৃণমূল দুই প্রার্থীর মধ্যেই। তবে পঞ্চম রাউন্ড থেকে অনেকটাই এগিয়ে যেতে থাকেন তৃণমূল প্রার্থী। এরপর অষ্টম রাউন্ডের শেষে প্রায় চার হাজার ভোট পিছিয়ে যান বিজেপি প্রার্থী। এরপর শেষ হাসি তৃণমূল প্রার্থীর মুখেই। ফল ঘোষণার পর বিজেপি প্রার্থী মিতালি রায় জানান, জনগণকে যাঁকে মনে করেছেন তাঁকে জিতিয়েছেন। আমরা জনগণের রায় মাথা পেতে নিলাম।

এখানে বলে রাখা শ্রেয়, বিষ্ণুপদ রায়ের মৃত্যুর কারণেই এই উপনির্বাচন। পরিসংখ্যান বলছে, ধূপগুড়ি বিধানসভার ২৬০ টি বুথে মোট ভোট পড়েছে ৭৮.১৯ শতাংশ। ভোটের হারের বিচারে তা ২০১৬ এবং ২০২১- এর বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় অনেকটাই কম। ২০১৬ ভোট পড়েছিল ৮৮ শতাংশ। আবার ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ৮৭ শতাংশ। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জয়ী হয়েছিল। ৪৩৫৫ ভোটে জয় পায় বিজেপি। ১ লক্ষ ৩৩৩ ভোট পেয়েছিল তৃণমূল। বিজেপি পেয়েছিল ১,০৪,৬৮৮ ভোট। তবে উপনির্বাচনে আর সেই জয়ের ধারা ধরে রাখতে পারল না বিজেপি।

এদিকে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে এই উপনির্বাচন বাংলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচন থেকে আঁচ করা যাবে বিজেপির জনপ্রিয়তা। সেই কারণেই বাংলার রাজনৈতিক মহল তাকিয়ে ছিল নির্বাচনের ফলাফলের দিকে। কারণ, পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর এবং লোকসভা নির্বাচনের আগে এই একটা উপনির্বাচনই কার্যত শাসক-বিজেপি উভয়ের কাছেই অগ্নিপরীক্ষার সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দু'পক্ষরই বড় বড় নেতারা প্রচারে এসেছিলেন। তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়ে পড়ে থেকেছেন ধূপগুড়িতে। তেমনই মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে বঙ্গ বিজেপির সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদারকেও। চা বলয় চষে বেরিয়েছিলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। প্রেস্টিজ ফাইট বলে কথা! কিন্তু এরই মধ্যে বিরাট টুইস্ট হয়। একদা তৃণমূল বিধায়ক মিতালি রায় অভিষেকের সভামঞ্চে থেকে নামার ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে হাতে তুলে নেন পদ্ম পতাকা। নিঃসন্দেহে বড় চমক। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা হয়েছিল, এই দলবদল উপ নির্বাচনের আগে খেলা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো যথেষ্ট বড় ফ্যাক্টর। তবে ফলাফল বলছে এই ফ্যাক্টর গেল বিজেপির বিরুদ্ধে। ফলাফল দেখে শুনে অনেকেই বলছেন, অনন্ত মহারাজ, মিতালি রায়ের যোগদান বিজেপিকে রাজবংশী ভোটের প্রশ্নে বাড়তি সুবিধা তো দিলই না বরং এক রকম ডুবিয়েই দিল।

'ঐতিহাসিক' জয় বলে আখ্যা মমতা, মানুষকে অভিনন্দন অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে তৃণমূলের জয়কে 'ঐতিহাসিক' বলে আখ্যা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার দিল্লি যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বলেন, 'এটা উত্তরবঙ্গে বড় জয়। ধূপগুড়ির মা-মাটি-মানুষকে ধন্যবাদ। ওটা বিজেপির আসন ছিল। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় ঐতিহাসিক।' ধূপগুড়ির জয়ের সঙ্গে 'ইন্ডিয়া'-কেও জুড়ে নিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'দেশে সাতটি উপনির্বাচনের চারটিতে বিজেপি হেরেছে। এটা সম্ভব হয়েছে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র জন্যই।'

ধূপগুড়ি জয়ের পর সেখানকার মানুষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন 'তৃণমূলের সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, ধর্মান্ধতার রাজনীতিকে হারিয়ে উন্নয়নের রাজনীতিকে বেছে নেওয়ার জন্য ধূপগুড়িকে অভিনন্দন। প্রতিটি তৃণমূলের কর্মীকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন অভিষেক। যাঁরা এলাকার মানুষের সঙ্গে আগাগোড়া সংযোগ রক্ষা করে গিয়েছেন। পরিশেষে বলেছেন, ধূপগুড়ির সার্বিক উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাবেন। রাজনীতিতে সাধারণ ধারণা হল, উপনির্বাচন হলে শাসকদলই জেতে। কিন্তু বাংলায় সাগরগিঘির ভোট সেই ধারণা ভেঙে দিয়েছিল। সেই কারণেই সাগরদিঘির পরে ধূপগুড়ির উপনির্বাচন শাসক তৃণমূলের কাছে বড়সড় চ্যালেঞ্জ ছিল। 'সংগঠক' অভিষেকের কাছেও ধূপগুড়ি তাই 'তাৎপর্যপূর্ণ' ছিল বিবিধ কারণে।

জি২০-তে যোগ দিতে দিল্লি পৌঁছলেন জো বাইডেন, রাতে মোদির সঙ্গে নৈশভোজ বৈঠক করেন। শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে তাঁর 'এয়ারফোর্স ওয়ান'। বাইডেনকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন, অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ভিকে সিং।

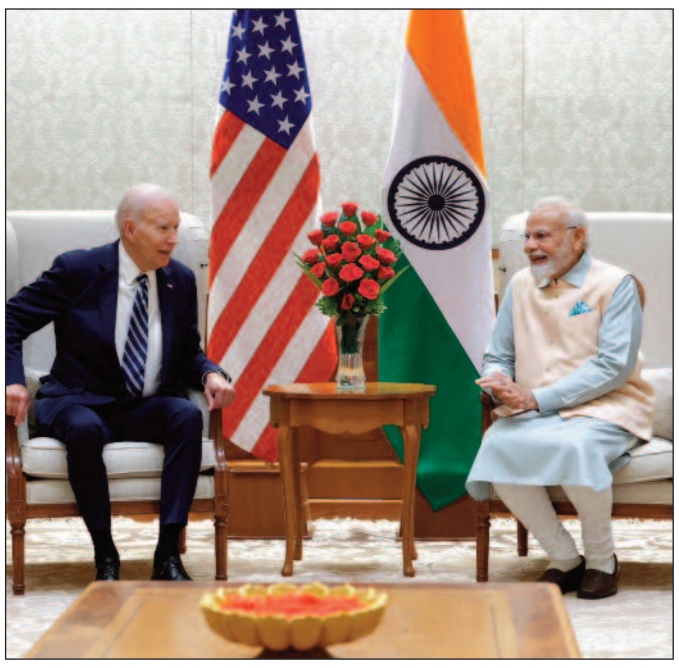

দিল্লির লোককল্যাণ মার্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদি।

রাজ্যপালকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিলেন শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী ধৈর্য্য দেখাচ্ছেন কিন্তু ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। এবার রাজ্যপালকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিচ্ছে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা,পরিকাঠামো, আর্থিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে শিক্ষামন্ত্রী শুক্রবার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারদের সঙ্গে বৈঠক করেন। রাজ্যপালের তরফে রেজিস্ট্রারদের বৈঠকে যেতে নিষেধ করা হয়। ফলে বৈঠক নিয়ে বিশেষ জল্পনা তৈরি হয়েছিল। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, ৩০ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের বৈঠকে ডাকা হলেও ২৪ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকটিকে রুটিন বৈঠক বলে দাবি করলেও শিক্ষামন্ত্রী অনুপস্থিত রেজিস্ট্রারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

রাজ্যপালকে হুঁশিয়ারি তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী ধৈর্য্য দেখাচ্ছেন কিন্তু ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। সরকার শীর্ষ আদালতের রায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। সেখানে সদর্থক রায় না পেলে অন্য পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে বলে শিক্ষামন্ত্রী

জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার এক ভিডিও বার্তায় যেভাবে রাজ্যপাল রাজ্য নিযুক্ত উপাচার্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অযোগ্যতার অভিযোগ এনেছেন তারও তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। রাজ্যপালের পক্ষে এধরনের ভিডিও বার্তা দেওয়া সমীচীন কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ব্রাত্য বলেন, ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন রাজ্যপাল। উনিই বিচারক এবং উনিই ফাঁসুড়ে। সম্মানীয় উপাচার্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে পণ্ডিত মানুষদের সম্মানহানি করছেন। রাজ্যপাল শিক্ষকতার সঙ্গে একেবারে যুক্ত নন এমন লোককেও উপাচার্য হিসেবে কাজ করার অধিকার দিচ্ছেন। ইউজিসি-র নির্দেশিকাতেও এটা নেই। রাজ্য সরকার, মুখ্যমন্ত্রীকে অগ্রাহ্য করার পাশাপাশি ইউজিসি, আদালতকেও অপমান করছেন রাজ্যপাল। আইন গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি। একই অঙ্গে দুই রূপ রাজ্যপালের। সংবিধান বহির্ভূত কাজ করেছেন রাজ্যপাল। উনি ইচ্ছামতো লোকজনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে বসালেন। যাঁদেরকে উনি বসালেন তাঁরা কি সন্দেহের ঊর্ধ্বে? পড়ানোর সঙ্গে একেবারে যুক্ত নন এমন লোককেও উনি উপাচার্য হিসেবে কাজ করার অধিকার দিচ্ছেন। ইউজিসি-র নির্দেশিকাতেও এটা নেই। অন্তর্বতী উপাচার্যের কোনও সুযোগ নেই। রাজ্য সরকার, মুখ্যমন্ত্রীকে অগ্রাহ্য করার পাশাপাশি ইউজিসি, আদালতকেও অপমান করছেন রাজ্যপাল। আইন গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি। পুতুল খেলা খেলছেন রাজ্যপাল।'

রাজভবনের সামনে ধর্নায় উপাচার্যদের একাংশ ১৯ জন রেজিস্ট্রারকে শো-কজের সিদ্ধান্ত শিক্ষা দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতে এবার নয়া মোড়। ১৯ জন রেজিস্ট্রারকে শো-কজের সিদ্ধান্ত শিক্ষা দপ্তরের। এদিন বিকাশভবনের ডাকা বৈঠকে যাঁরা অনুপস্থিত ছিলেন তাঁরাই পড়তে চলেছেন শোকজের মুখে। প্রসঙ্গত, ব্রাত্য বৈঠক ডাকলেও সেখানে রেজিস্ট্রাররা যাবেন কি না তা নিয়ে চাপানউতোর চলছিলই। এরইমধ্যে শোনা যায় উপাচার্যদের কাছে গিয়েছে রাজভবনের চিঠি। সেখানে রেজিস্ট্রাররা যাতে বিকাশভবনে না যান সে বিষয়টি দেখতে বলা হয়। যা নিয়ে বিতর্ক চলছিলই। এরইমধ্যে শুক্রবার বিকাশভবনে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সভাপতিত্বে হয় বৈঠকে। কিন্তু, গরহাজির ছিলেন অনেক রেজিস্ট্রারই। এরইমধ্যে বিকাশভবনের শো-কজ নিয়ে শুরু নয়া চর্চা।

এদিকে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি মেনেই রাজভবনের সামনে ধর্নায় বসেন উপাচার্যদের একাংশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার দাবি ও উপাচার্য নিয়ে স্থায়ী সমাধান চেয়ে রাজভবনের নর্থগেটের উল্টোদিকে ধর্নায় বসেন সরকারপন্থী উপাচার্যরা। এই ধর্নায় যোগ দেন প্রাক্তন উপাচার্য, শিক্ষাবিদরাও। তাঁদের অভিযোগ, শিক্ষাব্যবস্থায় অস্থিরতা তৈরি করছেন রাজ্যপাল।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত হন ওমপ্রকাশ মিশ্র, সুবোধ সরকার, শিবাজীপ্রতিম বসু, উদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম পাল, অভীক মজুমদাররা। এদিনের কর্মসূচি নিয়ে ওমপ্রকাশ মিশ্র বলেন, 'আমরা আগেই ঘোষণা করেছিলাম রাজ্যের ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি আচার্য তাঁকে খোলা চিঠি দেবো। বাংলার কৃতী শিক্ষাবিদরা এখানে এসেছেন। আমরা কোনও মাইকের ব্যবহার করছি না, কোনও ধর্না নয়। আমাদের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, চিঠি এখানে তুলে ধরতে এসেছি।'

এদিন জমায়েত করা শিক্ষাবিদদের বক্তব্য, আচার্য কোনও কথার গুরুত্ব দেননি। তাই বাধ্য হয়ে পথে নামতে হল। না হলে পথে নামার দরকার হতো না। অন্যদিকে, রাজ্য রাজ্যপাল সংঘাতে জাঁতাকলে পড়ে যান রেজিস্ট্রাররাও।

বাকি উপনির্বাচনে ইন্ডিয়া-৪, এনডিএ-৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাতটি বিধানসভা আসনের মধ্যে বিজেপির দখলে ছিল তিনটি। উপনির্বাচনেও তিনটি আসনেই জিতেছে। তবে বাংলার ধূপগুড়ি খুইয়েছে কেন্দ্রের শাসকদল। দখল করেছে ত্রিপুরায় বামেদের জেতা বক্সনগর। ধূপগুড়িতে জয়ের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'এটা ইন্ডিয়ার জয়।' যা ধূপগুড়ি ছাড়িয়ে সারা দেশের পক্ষেও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, ছ'রাজ্যের সাতটি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে এনডিএ তথা বিজেপিকে পিছনে ফেলেছে 'ইন্ডিয়া'। তা-ও আবার 'পূর্ণ ঐক্য' ছাড়াই। সাতটির মধ্যে চারটি কেন্দ্রে জিতেছে 'ইন্ডিয়া'র চার শরিক; কংগ্রেস, তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টি এবং ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম)। তিনটি পেয়েছে বিজেপি। বাংলার ধূপগুড়ির জেতা আসন তৃণমূলের কাছে খোয়ালেও ত্রিপুরায় বামেদের জেতা একটি আসন ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপি।

যাদবপুর কাণ্ডে ১২ জনের বিরুদ্ধে যোগ হল পকসো ধারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শেষ পর্যন্ত যাদবপুরকাণ্ডে ১২ জনের বিরুদ্ধে হওয়া মামলায় যোগ হল পকসো সেকশন। গত ৯ অগস্ট যে ঘটনার জেরে যাদবপুরের প্রথম বর্ষের ছাত্রের মৃত্যু হয় সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পকসো সেকশন যোগ করা হয়নি প্রথমে। তবে তদন্ত এগোতেই জানা যায়, যাদবপুরের প্রথমবর্ষের ওই পড়ুয়ার বয়স ছিল ১৮ বছরের কম। নদিয়ায় ওই ছাত্রের বাড়ি গিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে বয়সের বিষয়টি তুলে এনেছিল মহিলা কমিশন। এরপরই এই কেসে ধৃতদের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু হয় সে বিষয়ে পুলিশকেও দেখতে বলা হয়। প্রসঙ্গত, পকসো ধারা সংযুক্ত করার শুক্রবার আবেদন জানানো হয় আলিপুর আদালতে। সেই আবেদন মঞ্জুর করে আদালত। আদালত সূত্রে এও খবর, আগামী ১১ সেপ্টেম্বর সকলকে পকসো কোর্টে তোলা হবে।

সূত্রে খবর, গত ১০ অগস্ট যাদবপুরের প্রথম বর্ষের ওই ছাত্রের মৃত্যু হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, ঘটনার দিন পড়ুয়াকে বিবস্ত্র করা ও যৌনতা নিয়ে কটাক্ষ করার তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এই কড়া ধারা যোগ করা হয়েছে। অন্যদিকে, শুরু থেকেই যাদবপুর থানার সঙ্গে তদন্তের ওপর নজর রাখতে যাদবপুর যেতে দেখা গিয়েছে লালবাজারের গোয়েন্দা দপ্তরের আধিকারিকদেরও। সূত্রের খবর, এখন থেকে যাদবপুরকাণ্ডের তদন্ত করবে কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড শাখা। ইতিমধ্যেই যাদবপুর থানার থেকে তদন্তভার নিয়ে নিয়েছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ।পাশাপাশি লালবাজার সূত্রে খবর, এই ঘটনার তদন্তের জন্য তৈরি করা হবে স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেশন টিম। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন মৃত ছাত্রের বাবা-মা। সূত্রের খবর, তাঁদের সামনেই নগরপালকে দেখে ঘটনার যথাযথ তদন্তের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে দোষীরা যে কড়া শাস্তি পাবে সে বিষয়ে পরিবারকে আশ্বস্ত করেন মমতা। অন্যদিকে, পুলিশের পাশাপাশি এ ঘটনায় ইতিমধ্যেই নিজস্ব তদন্ত প্রক্রিয়া চালাচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সেখানেও উঠে এসেছে র‍্যাগিংয়ের তত্ত্ব।

জি২০ সম্মেলনের ফাঁকে ১৫ রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে পার্শ্ববৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর: নয়াদিল্লিতে জি২০ শীর্ষ সম্মেলন-পর্বে মোট ১৫ জন রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে পার্শ্ববৈঠক করবেন নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী সচিবালয় সূত্রে এ খবর জানানো হয়েছে।

শনিবার সকালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা, জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ স্কোলজ এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন মোদি। দুপুরে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকরেঁর সঙ্গে হবে মধ্যাহ্নভোজ বৈঠক। জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিচেপ তাইপ এর্ডোগান, ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লেয়েনের সঙ্গেও বৈঠক করার কথা

প্রধানমন্ত্রীর। এ ছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, দক্ষিণ কোরিয়া, নাইজিরিয়া, ব্রাজিলের রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গেও বৈঠকের কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। সরকারি সূত্রের খবর, শুক্রবার বাইডেন এবং হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মোদির বৈঠক হবে। তার আগে ৭ লোককল্যাণ মার্গে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হাসিনার সঙ্গে। প্রসঙ্গত, ৯ এবং ১০ সেপ্টেম্বর (শনি ও রবিবার) জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের আসর বসতে চলেছে নয়াদিল্লিতে। ওই সম্মেলনে এ বার সভাপতিত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। জি২০-র সদস্য না হলেও দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দেশ হিসাবে বাংলাদেশ দু'দিনের এই শীর্ষ সম্মেলনে আমন্ত্রণ পেয়েছে। যা দুই দেশের সম্পর্ক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছনোর দৃষ্টান্ত বলেই ধরছে কূটনৈতিক মহল। পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে দিল্লিতে হাজির থাকবেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী হাসিনা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ৩০/০৮/২৩ S.D.E.M., চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৫০৬০ নং এফিডেভিট বলে আমি Chanchal Santra ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Animesh Santra ও A. Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০১/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৫৩৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Bijoy Kumar Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Biswambhar Chandra Das ও B. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৭৯৩ নং এফিডেভিট বলে Abhijit Mallik S/o. Madan Mallik ও Abhijit Mallick S/o. M. Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৯/২০২৩ S.D.E.M. সদর, হুগলী, কোর্টে ৯২ নং এফিডেভিট বলে আমি Rupasi Rajak D/o. Suresh Rajak নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Rupasi Bibi নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৮/২০২৩ S.D.E.M. সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Hira Singh D/o. Late Matilal Singh নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sabina Khatun নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৭৯৫ নং এফিডেভিট বলে Ashis Nandy S/o. Tarapada Nandy ও Ashis Kr. Nandy S/o. T. P. Nandy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৭৯৪ নং এফিডেভিট বলে Babita Devi ও Babita Kumari Sha W/o. Nathu Ram সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পরিবর্তন

আমি, ADITYA SHAH, পিতা Sushil Kumar Shah, ঠিকানা - A.C 25, Salt Lake, Sec.-I, Bidhannagar, CC Block, Kolkata-700064, West Bengal। গত ১৭.০২.২০২৩ তারিখে the Ld. Court of Judicial Magistrate at Alipore, Kolkata -র এফিডেভিট বলে আমার কন্যা MAYAANSHI SHAH নামে সর্বত্র পরিচিত হইল। MAYAANSHI SHAH and MAYANSHI SHAH এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, ADITYA SHAH, পিতা Sushil Kumar Shah, ঠিকানা - A.C 25, Salt Lake, Sec.-I, Bidhannagar, CC Block, Kolkata-700064, West Bengal। গত ২৯.০৫.২০২৩ তারিখে the Ld. Court of Judicial Magistrate at Alipore, Kolkata -র এফিডেভিট বলে আমার পুত্র DIVYAMH SHAH নামে সর্বত্র পরিচিত হইল। DIVYAMH SHAH and ATHARV SHAH এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Amoy Manna S/O Satrughna Manna, born on 12/11/1970 residing at Howrah, West Bengal , have changed my name to Amay Manna vide affidavit dated 05/09/2023 at Howrah Court.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলীর সদর মহকুমার ডেলিগেট আদালত চুঁচুড়া সদর

এ্যাক্ট- ৩৯ কেস নং- ৬৮ / ২০২২

১) শ্রী সুব্রত পাল
২) শ্রী সুপ্রিয় পাল ... দরখাস্তকারীগণ

এতদ্বারা সর্ব সাধারন এর অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে- দরখাস্তকারীগণ অধুনা মৃত রাজলক্ষ্মী পাল, স্বামী- মলয় কুমার পাল, সাং- ১৪৯ ষন্ডেশ্বরতলা রোড, ওয়ার্ড নং- ২৬ (হুগলী চুঁচুড়া পৌরসভার অধীন) থানা ও পোঃ চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২১০১ কর্তৃক ইং- ১৯/০৯/২০২১ তারিখে সম্পাদিত উইলের একজিকিউটার হইবার কারনে উইলের প্রবেট পাইবার জন্য আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমাতে যদি কেহ কোনরূপ সম্মতি অথবা আপত্তি দাখিল করিতে চাহেন তাহা হইলে অত্র নোটিশ প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিয়োজিত আইনজীবী মারফৎ আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি / সম্মতি দাখিল করিবেন। নতুবা মোকর্দ্দমা একতরফা বিচারের নিস্পত্তি হইবে ।

তপশীল

জেলা-হুগলী, থানা-চুঁচুড়া, সাবরেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী, মৌজা-চুঁচুড়া, জে. এল. নং- ২০, সাবেক খতিয়ান নং- ৪২৫১, এল.আর খতিয়ান নং- ৭১৮৭ আর. এস. দাগ নং- ৯১১৬/১০০৬৬, এল. আর. দাগ নং- ১১৩৮৬, আর. এস. দাগ নং - ৯১১৫/১০০৬৬ এল. আর দাগ নং- ১১৩৮৭ হোল্ডিং নং- ৭০/২৭৮/২৫৩ ষন্ডেশ্বরতলা। মহল্ল্যা, প্রেমিসেস নং-১৪৯ ষন্ডেশ্বরতলা রোড, পোঃ অফিস- চুঁচুড়া, হুগলী- চুঁচুড়া পৌরসভার ২৬ নং ওয়ার্ড ভুক্ত ইহাতে অবস্থিত ত্রিতল গৃহের দ্বিতলে ৭৯৪ বর্গফুট এবং ত্রিতলে ৮৮ বর্গফুটে নির্মিত গৃহাদি এবং তৎসন্নিহিত উক্ত গৃহে অবস্থিত যৌথ ব্যবহারের জায়গা উইলে উল্লিখিত প্রদত্ত সম্পত্তি।

দরখাস্তকারীর আইনজীবী,
শ্রী পবন কুমার সাধু,
এ্যাডভোকেট
চুঁচুড়া আদালত, হুগলী ।

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
মহকুমা ডেলিগেট আদালত, হুগলী
সদর চুঁচুড়া।

CHANGE OF NAME

As per affidavit and Aadhar Card- 572670491260 Protima Ray is my original name which is wrongly recorded in my son's (Prantik Ray, XB) School record as Pratima Ray. Hence Protima Ray and Pratima Ray is the same and one identical person.

E-Tender

E- tender are invited by the Prodhan, Rahamatpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Goas, Nadia. **NIT NO- RGP/ 1043/ GWM(1)/2023-24, RGP/1044/ 15th FC(6)/2023-24,** visit **www.wbtenders.gov.in** Last date of submission **13.09.23 up to 4p.m.** For details please contact to the office.

**Sd/- Prodhan,
Rahamatpur Gram
Panchayat**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৯ ই সেপ্টেম্বর । ২২ শে ভাদ্র । শনিবার। দশমী তিথী। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা। বিংশোত্তরি রাহুর মহাদশা কাল, মৃতে এক পাদ দোষ।

মেষ রাশি : দুশ্চিন্তা মুক্ত সময়। পরিবার স্বজনের সাথে সম্পর্ক শুভ হবে। শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা শুভ যোগাযোগ। জমি বাড়ি বাস্তু বিষয় শুভ। যারা লেখালেখি করেন সাংবাদিকতা করেন, তাদের কাছে আজ কিছু সুযোগ বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন গৃহবধূদের শুভ যোগ প্রেমিক যুগল আনন্দ প্রাপ্তির দিন। সন্তানের সাথে যে মতভেদ ছিল তা মিটে যাওয়ার দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে করি দান করুন দেবতার উদ্দেশ্যে।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে। যারা রাজ্যের বাইরে বা রাষ্ট্রের বাইরে কাজ করেন, তাদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। বাণিজ্য বৃদ্ধির দিন। সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যার যট খুলবে। প্রেমিক যুগল বিবাহের দিন নির্ধারণ করতে পারেন। পরিবারের সহযোগিতা পাবেন। প্রবীণ নাগরিক, যারা অসুস্থ ছিলেন, তাদের সুস্থতা লক্ষণ প্রকাশ পাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কর্পূর দ্বারা অতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : অবুঝের মত তর্ক করলে সমাজের চোখে সম্মানহানি হবে। বান্ধব প্রতিবেশী দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি কাজটি না করার জন্য অশান্তির কালো মেঘ। জল ভ্রমণে বিপদ। দূর ভ্রমণে বিপদ। বিবাদ বিতর্ক বিশৃঙ্খলা থাকবে। এক তৃতীয় ব্যক্তি কে নিয়ে পারিবারিক অশান্তি চরমে পৌঁছবে। সতর্ক থাকা উচিত বাড়ির গৃহ মন্দিরে আজ তিনটি প্রদীপ জ্বালুন এবং কর্পূর দ্বারা সমস্ত দেবদেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ মনে হবে কেউ কথা রাখেনি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে বিবাদে না গিয়ে, বুদ্ধির দ্বারা কৌশলী হয়ে চেষ্টা করলে সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে শ্বশুরবাড়ির একজন সদস্য দ্বারা কিছু শুভ হবে। অর্থ আসবে ব্যায় হবে দ্বিগুণ। এক প্রতিবেশীর কু নজর আপনার প্রতি আছে। শান্তির উদ্দেশ্যে বাড়ির গৃহ মন্দিরে প্রদীপ প্রজনন করুন এবং শঙ্খ বাজান নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক দাম্পত্য জীবনে শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কোন বান্ধবীর বুদ্ধির দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। যে পরিবারকে আপনি মাঝে মাঝে উপদেশ দেন, আজ সেই পরিবার আপনার পাশে থেকেই দাঁড়াবে। আপনি আনন্দ পাবেন। খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসা হোটেল রেস্তোরাঁ ব্যবসা যারা করেন, তাদের অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। এক পুরাতন প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় অর্থবৃদ্ধি সম্ভব। পরিবারের গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দুর্গা প্রদান করুন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ সকাল থেকেই দোকান বাজার বিষয়কে কেন্দ্র করে, পরিবারে তর্ক-বিতর্ক দানা বাঁধবে। সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। পরিবারের বয়স্ক সদস্যের শরীর খারাপের জন্য দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারের স্কুলে যাতায়াত করে এমন বিদ্যার্থীর জন্য তর্ক-বিতর্ক। বেতনভুক কর্মী যারা, তাদের কিছু সমস্যা তৈরি হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর আপনার দিকে থাকবে। তর্ক-বিতর্ক না করে ধৈর্য ধরা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন এবং নমো শিবায় কথাটি বলুন উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : শশুর বাড়ির স্বজনের বুদ্ধির দ্বারা, গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের দ্বারা, অশুভ অবস্থান। পারিবারিক বিষয় প্রতিবেশীর অশুভ নজর, আপনার দিকে থাকার কারণে, নানা বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। কোন রাজনৈতিক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। যিনি বলেছিলেন কাজটি করে দেব ,কাজটি না হওয়ার জন্য মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি হবে। যানবাহন বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা। কোন ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স জিনিস খারাপ হয়ে পড়তে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন

বৃশ্চিক রাশি : ছোট ভ্রমণের দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। অবিবাহিত জাতক জাতিকাদের প্রেম আসবে। বিবাহের সম্ভাবনা আসবে।যারা বেতনভুক কর্মচারী, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর সহযোগিতায় আজ বড় কোন কাজ হয়ে পড়বে। ব্যবসা-বাণিজ্যে বৃদ্ধি। গৃহবধূদের শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ভগবান গনেশের চরণে হলুদ নিবেদন করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, আজ তা সমস্যা মুক্তির দিন। কোর্ট কাছারিতে যে মামলা ছিল, আজ আইন আপনার পক্ষে রায় দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থিতি। কিছু নতুন যোগাযোগের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। বাস্তুভূমি গৃহ জমি বিষয়ে শুভ। কোন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ পাওয়ার সম্ভাবনা, প্রেমিক যুগল শুভ গৃহবধূদের শুভ। আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে চন্দন দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ শুভ দিন ছাত্র-ছাত্রী দের লক্ষ্যে পৌঁছানোর সময়। যারা রাষ্ট্রের বাইরে কাজ করেন তাদেরও বহু সুযোগ আসবে। আজ শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে শ্বশুরবাড়ির একজন সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। কোন বান্ধব দারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সম্ভাবনাময় দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, ভগবান গণেশের উদ্দেশ্য দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে

কুম্ভ রাশি : আজ নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে চলুন। বিবাদ বিতর্ক থাকবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। সকালবেলায় প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ। বিতর্ক থাকবে। ইনকাম ট্যাক্স সেল ট্যাক্স এর ফাইল দেখে নিয়ম অনুযায়ী চলুন। নয়তো গভর্মেন্টের কোন চিঠি আপনার উদ্দেশ্যে আসতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্যে দুশ্চিন্তা। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা। গৃহবধূদেরও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান ভোলেনাথের উদ্দেশ্যে নারিকেল প্রদান করুন বিপদনাশ হবে।

মীন রাশি : পুরাতন এক বান্ধবীর সঙ্গে হঠাৎ যোগাযোগের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারের শুভ। যারা শিক্ষকতা করেন, যারা অধ্যাপনা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ডিভোর্সের মামলা যাদের চলছে তাদের ধৈর্য ধরা উচিত, নিশ্চয়ই শুভ হবে। শিল্পী কলাকুশলী যারা-- বিশেষত ক্যামেরাম্যান যারা তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। শুভ যোগাযোগ হবে। ধৈর্য রাখলে সফলতা নিশ্চিত। আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান ভোলেনাথ তার উদ্দেশ্যে সাদা মিষ্টান্ন প্রদান করুন শুভ হবে।

(আজ শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের তিরোধান দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে

রবিবার রাজ্যে আসছেন নির্বাচন কমিশনের দুই ডেপুটি কমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের আগে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে রবিবার রাজ্যে আসছেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দু'জন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার। নীতেশ ভ্যাস এবং ধর্মেন্দ্র শর্মা। ভোটার তালিকায় নাম সংযুক্তিকরণ ও পরিমার্জন ও প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আসছেন ওই দুই সদস্য। আগামী সোমবার সকাল থেকে বৈঠকে বসবেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক- সহ নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য আধিকারিকেরা। বিভিন্ন জেলাশাসকদের এই বৈঠকে ডাকা হয়েছে। জেলাগুলির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংক্রান্ত রিপোর্ট খতিয়ে দেখা হবে। ভোটার তালিকা থেকে ভোটার পরিচয় পত্র, ইভিএম সব বিষয় নিয়েই বৈঠকে আলোচনা হবে। বৈঠকের আগে এদিন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব সব জেলার জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

এদিকে ২০২৪ এর লোকসভা ভোটে ইভিএমের বদলে ব্যালট ফিরিয়ে আনার দাবিতে বিরোধীদের আন্দোলনের প্রস্তুতির মধ্যেই বৈদ্যুতীন ভোটযন্ত্র নিয়ে তৎপরতা শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন। সারা দেশের সঙ্গে এরাজ্যেও ১ অগস্ট থেকে ইভিএম এর ফাস্ট লেভেল চেকিং -এর কাজ শুরু হয়েছে। যা চলবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। বর্তমানে রাজ্যে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ইভিএম রয়েছে। এগুলির কার্যকারিতা খতিয়ে দেখতেই এই প্রক্রিয়া চলছে। একই সঙ্গে আগামী লোকসভা ভোটের জন্য ৩০ হাজার নতুন ইভিএম হায়দরাবাদ থেকে নিয়ে আসার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে।

নতুন ইভিএমের অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্ট করা হবে। তারপরেই এই ইভিএম গুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

ইভিএম এর যান্ত্রিক ত্রুটি নিয়ে এর আগে ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে সরব হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সেক্ষেত্রে ইভিএম হ্যাকের বিষয়টিকে সামনে রেখে ব্যালট পেপারে ভোটের দাবিতে এবার সুর চড়াবে ইন্ডিয়া শিবির।

পুজোর আগে বাজি শ্রমিকদের কর্মহীন হতে দেবে না রাজ্য

জেলায় জেলায় খোলা জায়গায় হবে বাজি বিক্রি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বে-আইনি বাজি কারখানায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করা শ্রমিকরা আচমকাই যাতে পুজোর আগে কর্মহীন হয়ে না পড়েন, সেকারণে তাঁদের বাজি তৈরি এবং বিক্রির একমাসের সাময়িক লাইসেন্স দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। ঠিক হয়েছে, এই এক মাসের জন্য জেলায় জেলায় একটা বড় খোলা জায়গা ঠিক করে দেওয়া হবে। সেখানে গিয়ে এই শ্রমিকরা বাজি তৈরি এবং বিক্রি করতে পারবেন। পাশাপাশি কোনও ব্যবসায়ী নিজের জমিতে আতসবাজির ক্লাস্টার তৈরি করতে চাইলে তাঁকে আর্থিক সাহায্য করবে রাজ্য সরকার।

শুক্রবার নবান্নে রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর সঙ্গে বৈঠক করে সারা বাংলা আতসবাজি উন্নয়ন সমিতি। সেখান থেকে বেড়িয়ে সংগঠনের চেয়ারম্যান বাবলা রায় বলেন, 'রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে, জমি থাকা কোনও ব্যবসায়ী যদি ক্লাস্টার তৈরি করতে চান, তবে তাঁর খরচের ৯০ শতাংশই রাজ্য সরকার দেবে। পাশাপাশি বেআইনি বাজি কারখানায় কাজ করা শ্রমিকদের মূলস্রোতে ফেরাতে কালীপুজোর আগে বাজি বানানো এবং বিক্রি করতে একমাসের জন্য সাময়িক লাইসেন্স দেওয়ার বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

সংগঠনের তরফে বিভিন্ন ব্লকে পড়ে থাকা কর্মতীর্থগুলোতে আতসবাজি হাব তৈরির আবেদনও জানানো হয়েছে এদিন। সেবিষয়টি অবশ্য সরকারের তরফে ভেবে দেখা হবে বলে জানানো হয়েছে।

বিদুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। ব্যারাকপুর মোহনপুর থানার জাফরপুর কালীতলার পূর্বাশা এলাকার বৃহস্পতিবারের ঘটনা। মৃতের নাম রঞ্জিত শিকারি (৩৭)। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য অরিজিৎ দাস জানান, জামা-কাপড় শুকোনোর জন্য ওই যুবক বেলার দিকে নির্মীয়মাণ বাড়ির দ্বিতলে রডের সঙ্গে বাঁশ বাঁধছিলেন। বেখেয়ালবশত বাঁশটি বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক তারে ঠেকে যায়। তখনই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ওই যুবক সটান নিচে পড়ে যান। ওকে উদ্ধার করে ব্যারাকপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

রাজ্যের উদ্যোগে বই প্রেমীদের জন্য গ্লোবাল সদস্যপদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বই প্রেমীদের জন্য সুখবর। এবার রাজ্যের যে কোনও সরকারি গ্রন্থাগারের সদস্য হলে সাড়া রাজ্যে মিলবে বই পড়ার সুযোগ। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সরকারি গ্রন্থাগারের পাঠকদের জন্য 'গ্লোবাল' সদস্যপদ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। ওই সচিত্র পরিচয়পত্রে মাধ্যমে রাজ্যজুড়ে যে কোনও পাঠাগারে সবরকম সুবিধা মিলবে। রাজ্যের গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা প্রসার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী জানিয়েছেন, গ্রন্থাগারের চার ধরনের সদস্যপদ চালু করা হচ্ছে -শিশু থেকে ১৮ বছর। প্রাপ্ত বয়স্ক থেকে ৬০ বছর। ৬০ বছরের উর্দ্ধে প্রবীণ শ্রেণি। এর পাশাপাশি নেওয়া হবে গ্লোবাল সদস্য। যারা রাজ্যের যোকোনও গ্রন্থাগারে সদস্য হিসাবে সুযোগ সুবিধা পাবেন। এই বিভাগে পাঁচ লক্ষ নতুন সদস্য পদের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

সাংসদ, বিধায়ক, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অধ্যাপক, লেখক, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদদের গ্রন্থাগারের 'গ্লোবাল মেম্বারশিপ কার্ড' দেওয়া হবে। ওই কার্ড ব্যবহার করে রাজ্যে যে কোনও জায়গায় সরকারি গ্রন্থাগার থেকে বই নিতে পারবেন তাঁরা। তাদের সকলের জন্য সুদৃশ্য পরিচয় পত্র দেওয়া হবে।

জনশিক্ষার প্রসারে সাধারণের মধ্যে বই পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে রাজ্য সরকার চলতি অর্থ বছরে দশটি ডিজিটাল গ্রন্থাগার চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী বলেন, ইতিমধ্যেই অনেক দুর্মূল্য বই ডিজিটালিভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই দুষ্প্রাপ্য ৩৫ হাজার বইয়ের ডিজিটাইজেশন এর কাজ শেষ হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সদস্যপদ গ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। চলতি অর্থবছরে এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন বেসরকারি গ্রন্থাগারকে এক কোটি ৮১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বই কেনার জন্য ৩ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। এই মুহূর্তে রাজ্যের ৭৩৮টি গ্রন্থগারিকের শূন্য পদে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। মোট ৯,২৩৯ জন ঐ পদে আবেদন করেছে। তিনি আরও বলেন, জেলাস্তরে এমন দরকার প্রয়োজন হলে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের কাজ করতে সচেষ্ট হবে রাজ্য সরকার। বেসরকারি স্তরেও এ বিষয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত রাজ্য গ্রন্থাগার দপ্তর।

বিধাননগর বইমেলা উদ্যানে বাংলা তাঁতের হাটের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা, মানস ভুঁইয়া-সহ অন্যান্যেরা।
ছবি-অদিতি সাহা

প্রেসম্যান অ্যাডভারটাইজিংয়ের সঙ্গে সাইনপোস্ট ইন্ডিয়া লিমিটেডের একত্রীকরণের পরিকল্পনার অনুমোদন এনসিএলটির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ন্যাশনাল কোম্পানি ল কোম্পানি ট্রাইবুন্যাল (এনসিএলটি)-এর কলকাতা ও মুম্বইয়ের বেঞ্চগুলি প্রেসম্যান অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেডের সঙ্গে সাইনপোস্ট ইন্ডিয়া লিমিটেডের একত্রীকরণের পরিকল্পনা অনুমোদিত করেছে। প্রেসম্যান অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেডের নিবন্ধিত অফিস কলকাতায় ও সাইনপোস্ট ইন্ডিয়া লিমিটেডের অফিস মুম্বইতে, তাই কলকাতা ও মুম্বই উভয় ক্ষেত্রেই এনসিএলটিকে দিয়ে এই পরিকল্পনা করা প্রয়োজন।

২০২৩-এর ১ সেপ্টেম্বর এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চের আদেশানুসারে পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হয়েছে। এর আগে ২০২৩-এর ২২ জুন এনসিএলটি, মুম্বই বেঞ্চের আদেশানুসারে পরিকল্পনাটি অনুমোদন পেয়েছিল। পরিকল্পনাটিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে প্রেসম্যান অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেডের শেয়ারহোল্ডারগণকে সাইনপোস্ট ইন্ডিয়া লিমিটেড যে অনুপাতে শেয়ার বরাদ্দ করবে তা হল, প্রেসম্যান অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেডের ২ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতিটি শেয়ারের জন্য সাইনপোস্ট ইন্ডিয়া লিমিটেডের একটি ইক্যুইটি শেয়ার যার অভিহিত মূল্য ২ টাকা।

একত্রীকরণের জন্য সমস্ত নিয়ন্ত্রক অনুমোদনগুলি দেখানো হয়েছে ও প্রেসম্যান অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড ও সাইনপোস্ট ইন্ডিয়া লিমিটেড প্রয়োজনীয় যে পদক্ষেপগুলি করবে, তার মধ্যে রয়েছে, প্রেসম্যান অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেডের শেয়ারহোল্ডারগণকে সাইনপোস্ট ইন্ডিয়া লিমিটেডের শেয়ার বরাদ্দের নিবন্ধিত তারিখ নির্ধারণ করা এবং মুম্বই ও ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে সাইনপোস্ট ইন্ডিয়া লিমিটেডের ইক্যুইটি শেয়ারের তালিকা করা।

শুক্রবার ফুরফুরা শরিফের একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। একাংশ পুলিশ প্রশাসনের তরফে পীরসাহেবরা আক্রান্ত হয়েছেন এবং লাগাতার পুলিশ হয়রানির বিরুদ্ধে মিছিল শুরু হয় পীর মারুফ সিদ্দিকীর বাড়ি থেকে, শেষ হয় তালতলা হাট পর্যন্ত। দাদা হুজুরের ভক্তদের ডাকা এই মিছিলে শরিক ছিলেন পীর ইব্রাহিম সিদ্দিকী, পীরজাদা এসহাক সিদ্দিকী, পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকী ও পীরজাদা নাজমুস সিদ্দিকী সহ পীরজাদা সাউদ সিদ্দিকী ছাড়াও অনেকেই।

হাওড়ায় উদ্ধার ৬৫ বস্তার নিষিদ্ধ বাজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়াতে নিষিদ্ধ বাজি নিয়ে যাওয়ার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ল। শুক্রবার সন্ধ্যায় কোনা এক্সপ্রেসওয়ের গরফা মোড়ে উদ্ধার হয় ৬৫ বস্তার বেশি নিষিদ্ধ বাজি। পুলিশ সূত্রে খবর, কলকাতা থেকে বিহারগামী একটি বাসের ছাদে রাখা ছিল বস্তা ভর্তি নিষিদ্ধ বাজি। বাসের ছাদে অতিরিক্ত উচ্চতায় পণ্য বোঝাই করে নিয়ে যাওয়ার সময় সাঁতরাগাছির কাছে গরফা ব্রিজ পেরোনোর সময় অধিক উচ্চতার জন্য ধাক্কা লেগে পড়ে যায় ওই নিষিদ্ধ বাজি বোঝাই বস্তা। এরপরই ঘটনার খবর পায় সাঁতরাগাছি ট্রাফিকে কর্তব্যরত আধিকারিকরা। ঘটনাস্থলে এসে কর্তব্যরত কোনা ট্রাফিক পুলিশ ওই নিষিদ্ধ বাজির বস্তাগুলি উদ্ধার করে। পাশাপাশি ওই বাসটিকে আটক করা হয়েছে। এছাড়াও গোটা বাস তন্নতন্ন করে তল্লাশি করে উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকরা। সূত্রের খবর ওই বাস থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩০ বস্তা ভর্তি বাজি। আটক করা হয় ওই বাসের চালক ও খালাসিকেও। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কোথা থেকে এই নিষিদ্ধ বাজি এসেছে বা কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তা জানার চেষ্টা করছেন পুলিশ আধিকারিকরা। যদিও এখনও এই বিষয় নিয়ে মুখ খুলতে চায়নি পুলিশ আধিকারিকরা। বিহারগামী ওই বাসের যাত্রীরাও সমস্যাতে পড়েন এই ঘটনাতে। তাদেরকেও রাস্তাতেই অপেক্ষা করতে হয় তাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছনোর জন্য। বাসের যাত্রীদের তল্লাশি নেয় পুলিশ। উল্লেখ্য, ২৭ অগস্ট উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরে বেআইনি বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়। ওই ঘটনাতে মৃত্যু হয় ৯ জনের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন বেআইনি বাজি কারখানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। যদিও সেই নির্দেশ পাওয়ার পর রাজ্য থেকে জেলা প্রশাসনের কর্তারা কতটা উদ্যোগী হয়েছে তাই নিয়েই প্রশ্ন চিহ্ন উঠছে শুক্রবারের এই অবৈধ বাজি উদ্ধারকে কেন্দ্র করে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৯ সেপ্টেম্বর ২২ ভাদ্র, ১৪৩০, শনিবার

খাস কলকাতায় দৃষ্টিহীন ছাত্রীদের ওপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ, গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিদেবপুর: খাস কলকাতায় সামনে এল দৃষ্টিহীন ছাত্রীদের উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ। যে পড়ুয়াদের আলাদাভাবে দেখাশোনা করা প্রয়োজন, তাঁদেরকেই নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে স্কুলে। দৃষ্টিহীন শিশুদের স্কুলের ভিতরে চলত অবাধ যৌন নির্যাতন। ধর্ষণ, যৌন হেনস্তা হয়ে উঠেছিল নিত্যদিনের বিভীষিকা। প্রতিবাদ করতে গেলে জুটত মার, ঠাঁই হত অন্ধকার ঘরে, বন্ধ হয়ে যেত খাবার। এমনই অভিযোগ উঠছে হরিদেবপুরের ব্লাইন্ড স্কুলের বিরুদ্ধে।

শিশু সুরক্ষা কমিশনের করা এই অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আর তারপর সামনে এসেছে আরও একগুচ্ছ অভিযোগ। দৃষ্টিহীন পড়ুয়াদের বিশেষ যত্ন নেওয়া তো দূরের কথা, দিনের পর দিন তাঁরা অবহেলার শিকার হত বলেও অভিযোগ উঠেছে কলকাতার হরিদেবপুরের ওই স্কুলের বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রে খবর, হোমের মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। গ্রেপ্তার করা হয়েছে, স্কুলের অধ্যক্ষা, মালিক ও রান্নার লোককে। পাশাপাশি পুলিশের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ওই স্কুলের তিন ছাত্রীকে নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। তাদের মধ্যে দুই ছাত্রীকে ধর্ষণও করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনা জানার পরই রাজ্যের শিশু সুরক্ষা কমিশনের তরফ থেকে লালবাজারে এই অভিযোগ দায়ের করা হয়। পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে। এরপরই হোমে যায় কলকাতা পুলিশের একটি তদন্তকারী দল। তদন্তে হোমের মালিক জীবেশ দত্ত ও রান্নার লোক বাবলু কুণ্ডুকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর হোমের ৪০ জন আবাসিককে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অন্যত্র।

শিশু সুরক্ষা কমিশনের তরফে উপদেষ্টা অনন্যা চক্রবর্তী এই ঘটনা প্রসঙ্গে জানান, সম্প্রতি কমিশনের তরফে এক মহিলা কোনও পরিষেবা সংক্রান্ত কাজে ওই হোমে গিয়েছিলেন। এরপরই নাকি ওই স্কুলের আবাসিক পড়ুয়ারা মহিলাকে সামনে পেয়ে বলতে থাকে, ‘আমাদের বাঁচান।’ অভিযোগ শুনে আর দেরি করেননি ওই মহিলা। এরপর শিশু সুরক্ষা কমিশনের কাছে যায় খবর। বিষয়টা খুবই স্পর্শকাতর বলে অনুমান করেই কমিশন খবর দেয় লালবাজারে।

এরই পাশাপাশি অনন্যা চক্রবর্তী এও জানান, এটি একটি বেসরকারি স্কুল। সরকারি কোনও আর্থিক সাহায্যও পায় না। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে ভিতরে কী হতে পারে। তিনি জানিয়েছেন, স্কুলের পড়ুয়ারা প্রথমটায় মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছিল। পরে বিস্ফোরক সব অভিযোগ সামনে আসতে থাকে। নিয়মিত যৌন নির্যাতনের কথা তারা পুলিশ ও কমিশনকে জানায়। এক পড়ুয়া জানিয়েছেন, ১০ বছর বয়স থেকে তার ওপর চলছে নির্যাতন। মূলত বয়ঃসন্ধির পর থেকেই ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতন করা হত বলে অভিযোগ। প্রতিবাদ করলে অন্ধকার ঘরে রেখে দেওয়া হত তাদের! কখনও কখনও একদিন অন্তর খেতে দেওয়া হত বলেও অভিযোগ উঠেছে।

শুধু তাই নয়, অভিযোগ উঠেছে এক ছাত্রী যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে অন্তঃস্বত্ত্বা হয়ে পড়েছিল। তড়িঘড়ি তাঁর গর্ভপাতও করানো হয়! কোথা থেকে এই গর্ভপাত করানো হয়েছে, তা পুলিশকে খুঁজে বের করতে বলেছে শিশু সুরক্ষা কমিশন। কারণ যার সঙ্গে ওই ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ, সেও এক নাবালিকা। তার গর্ভপাত কীভাবে করা হল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এই ঘটনায় কমিশন জানিয়েছে, পড়ুয়াদের বয়ান অনুযায়ী একবার দুই জন শিক্ষিকার কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। তাঁরা প্রতিবাদ করলে তাঁদের চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ওই স্কুলের অধ্যক্ষা সব জানতেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। কমিশন জানিয়েছে, পড়ুয়াদের মধ্যে অনেকেই চোখে দেখতে পায় না। অনেকেরই বাবা, মা নেই। অসহায় অবস্থা।

এদিকে আবাসিকদের অনেকেই জানাচ্ছেন, এই স্কুলে তথা হোমে শিশুদের অবহেলার চোখে দেখা হত। কিছুদিন আগে এই হোমের আবাসিক এক শিশুর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও একজন তিন তলার ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়। হোমের কর্মীদের এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, জানা যায়, মেয়েদের বিভাগে যাঁরা কাজ করতেন, তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই কাজ ছেড়ে দিয়েছেন, এসেছেন নতুন লোক। অন্যদিকে একাংশের অভিযোগ, এই হোমের বিল্ডিং-এ বিয়েবাড়ি পর্যন্ত ভাড়া দেওয়া হত। ফলে বাইরের লোকের অবাধ যাতায়াত ছিল সেখানে। আদৌ কারও কোনও নজরদারি ছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

একের পর এক কর্মকাণ্ডে মুখ পুড়ছে কলকাতা পুলিশের

ভর্ৎসনা আদালতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুলিশের কর্মকাণ্ডে যেন বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না। একের পর এক ঘটনায় কলকাতা পুলিশর সম্ভ্রম যেন ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছেন এক শ্রেণির পুলিশ আধিকারিক। এক গণধর্ষণের তদন্তে নির্যাতিতার বাড়িতে পুলিশকে যেতেই হবে বলে দুই পুরুষ পুলিশকর্মী গেলেন রাত দুটোর সময়! এমন ঘটনা নজরে আসতেই কলকাতা হাইকোর্টের প্রবল ক্ষোভের মুখে পড়ল রাজ্যের দুই থানা এবং তার ওসি-রা। কারণ, ‘তদন্তের স্বার্থে’ গভীর রাতে পুলিশের হোয়াটসঅ্যাপ কল করা বা দেখা করতে যাওয়া একজন নির্যাতিতার সম্ভ্রম ও গোপনীয়তা রক্ষার মতো মৌলিক অধিকার হরণ করার সামিল বলে মনে করে হাইকোর্ট। আর সেই কারণেই এই মামলায় কলকাতার লেক থানা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর থানাকে তীব্র ভর্ৎসনা করে আদালত স্পষ্ট জানায়, এ ধরনের পদক্ষেপ কখনওই কাউকে সুবিচার পাওয়ানোর সঠিক পদ্ধতি হতে পারে না। এরপর, পুলিশের এমন আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে আদালতের নির্দেশে প্রায় বেনজির ভাবে ওই দুই থানার অফিসার-ইন-চার্জদের নিজেদের পকেট থেকে পাঁচ হাজার টাকা করে নির্যাতিতাকে প্রতীকী ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে লিখিত আকারে চাইতে হবে ক্ষমাও। এই মামলার সূত্র ধরে আদালতের তরফ থেকে এ নির্দেশও দেওয়া হয় যে, আগামী দিনে কোনও নির্যাতিতার নিরাপত্তা বা প্রাণরক্ষার মতো জরুরি ক্ষেত্র ছাড়া কোনও পুলিশকর্মী বা অফিসার তাঁকে রাতে ফোন করা বা তাঁর বাড়িতে যাওয়া থেকে বিরত থাকবেন। যদি তেমন কিছু ঘটে, তা হলে তাকে নির্যাতিতার গোপনীয়তা ও সম্ভ্রম রক্ষার পথে অন্তরায় হিসেবেই ধরা হবে। একইসঙ্গে তা ভারতীয় সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থী বলেও গণ্য করা হবে।

প্রসঙ্গত, গত বছর নভেম্বরে বেদিক ভিলেজে একটি জন্মদিনের পার্টিতে পরিচিতদের সঙ্গে গিয়েছিলেন ওই তরুণী। অভিযোগ, সেখানেই গণধর্ষণের শিকার হন তিনি। মামলা দায়ের হয় বারাসত কোর্টে। ওই আদালতের নির্দেশে অভিযুক্ত চার জন এখন রয়েছেন জেল হেপাজতে। তাঁদের তিন জন জামিনের আবেদন করেন হাইকোর্টে। এই আবেদনের শুনানিতে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ মামলার নথিপত্র ঘেঁটে দুই থানার আচরণে যারপরনাই বিস্মিত। বিশেষ করে লেক থানার ওসি এবং তদন্তকারী অফিসার যে ভাবে নিম্ন আদালতের নির্দেশ উড়িয়ে নিজেরাই আইনের ব্যাখ্যা করে এক অভিযুক্তকে ছেড়ে দিয়েছেন। পুলিশের এই ঘটনাকে পুলিশের ‘দাম্ভিক’ আচরণ হিসেবে দেখেছে আদালত। আদালতের সংশয়, পুলিশের এমন কাণ্ডে প্রশাসনের উপরে মানুষের ভরসা টলে যেতে পারে।

ঘটনার এখানেই শেষ নয়, এরপর গত ৫ জুলাই নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি নেয় নিম্ন আদালত। সেই তারিখ ওই তরুণীকে জানাতে গত ২৯ জুন নরেন্দ্রপুর থানায় ই-মেল পাঠায় লেক থানা। কিন্তু ৪ তারিখ সন্ধে পর্যন্ত কোনও তথ্যই জানানো হয়নি নির্যাতিতাকে। সেদিন সন্ধেয় লেক থানার তরফে ফের যোগাযোগ করা হলে টনক নড়ে নরেন্দ্রপুর থানার। অতঃপর রাতে একজন অফিসার তরুণীকে হোয়াটসঅ্যাপে কল করে গোপন জবানবন্দির খবর জানানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু যোগাযোগ করতে পারেননি। এরপর দুই পুলিশকর্মী ওই তরুণীর বাড়ি যান খবর দিতে। তখন ঘড়িতে তখন রাত দুটো! এখানেই আদালতের প্রশ্ন, যেখানে লেক থানার কাছে তরুণীর মোবাইল নম্বর-সহ যোগাযোগের সবরকম পথ খোলা ছিল, সে ক্ষেত্রে তারাই বা কেন সরাসরি যোগাযোগ করল না? এই ঘুরপথ নেওয়ার কারণ কী? এরপর জামিনের শুনানিতে এর আগে আরও চমকে দেওয়ার মতো তথ্য আদালতের সামনে তুলে ধরেন নির্যাতিতার আইনজীবী ঝুমা সেন। যাবতীয় নথি দিয়ে তিনি জানান, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে নির্যাতিতা যোধপুর পার্কে একটি প্রদর্শনীতে গেলে এক ব্যক্তি সেখানে তাঁকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দেন। এই ঘটনায় লেক থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তরুণী। এর পরে বারাসত আদালতে ট্রায়ালের সময়ে কোর্ট চত্বরে যোধপুর পার্কের সেই ব্যক্তিকে দেখতে পান তরুণী। সঙ্গে সঙ্গে তা জানান বিচারককে। জানা যায়, ওই ব্যক্তির নাম বিশাল পেরিওয়াল। হাইকোর্টে জামিনের শুনানিতে সেই প্রসঙ্গও এসেছে। ডিভিশন বেঞ্চ তার রায়ে লিখেছে, তরুণীর অভিযোগ পেয়েই নিম্ন আদালতের বিচারক বিশালকে লেক থানার হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তাঁর বিরুদ্ধে নিম্ন আদালত ফৌজদারি মামলা দায়ের করে পদক্ষেপের নির্দেশ দিলেও, তাঁকে ৪১-এ নোটিসে ডেকে জামিনে ছেড়ে দেয় লেক থানা। হাইকোর্টের মন্তব্য, ‘কী কারণে এমনটা করা হলো, সেটা পুলিশই ভালো জানে।’

এর পরেই বিশাল পেরিওয়ালকে মামলায় যুক্ত করে হাইকোর্ট। কেন তাঁর জামিন বাতিল হবে না, তার কৈফিয়ত তলব করা হয় লেক থানার কাছে। লেক ও নরেন্দ্রপুর থানার দুই ওসি এবং লেক থানার আইও-কে ডাকে আদালত। তাঁদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, নিম্ন আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কোন যুক্তিতে তাঁরা ওই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না-করে শুধু নোটিস দিয়ে ছেড়ে দিলেন? দুই ওসি এ ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়কে হাতিয়ার করে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন।

কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চের স্পষ্ট বক্তব্য, ‘যেখানে নির্যাতিতাকে কোর্টে দাঁড়িয়ে অভিযুক্ত মামলা তুলে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন, সেখানে ওই নির্যাতিতার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে নিজেদের মতো ব্যাখ্যা করে কী ভাবে পুলিশ অফিসাররা তরুণীর নিরাপত্তার বিষয়টি উড়িয়ে দিলেন!’ বেঞ্চের প্রশ্ন, ‘এটা কি আদালতের নির্দেশ অবমাননার সামিল নয়?’ এদিকে তরুণীকে গোপন জবানবন্দির দিন সম্পর্কে জানাতে দেরির কারণ হিসেবে নরেন্দ্রপুর থানা কাঠগড়ায় তুলেছে কম্পিউটার অপারেটরকে।

খুনের ঘটনার ভিডিও মোবাইল থেকে ডিলিট পুলিশের, তদন্তের ভার এসপিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ্যে সাংবাদিক বৈঠক করছেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি। আর এই সাংবাদিক বৈঠক পুলিশের নিরাপত্তাতেই করা হচ্ছে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। এছাড়াও পুলিশের বিরুদ্ধে এও অভিযোগ, খুনের মামলায় মোবাইলের ছবি ডিলিট করে দেয় পুলিশ। এদিকে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার ঘটনা নিয়ে মামলা হয় হাইকোর্টে। অভিযোগ উঠেছে, খুনের অভিযোগ ওঠার পর থেকে হুমকির শিকার হচ্ছেন মামলাকারী। আতঙ্কে ঘরে পর্যন্ত ঢুকতে পারছেন না বলে দাবি করে মামলা করা হয়। শুক্রবার সেই মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত বলেন, ‘নিশ্চয়ই ব্লক সভাপতি গ্রেপ্তার হননি। আবার তিনি পলাতকও নন। তিনি নাকি এর মধ্যে প্রেস কনফারেন্স করেছেন। সেটাও নিশ্চয়ই পুলিশের নিরাপত্তায়।’

এরপরই সুতি থানার বদলে মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপারকে মামলার তদন্তভার দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, পারিবারিক ইট ভাটার দখলকে কেন্দ্র করে খুনের ঘটনা ঘটে। বড় ভাইয়ের ছেলে নিশীথ দাসকে প্রকাশ্যে বাজারের মধ্যে পিটিয়ে গুলি করে দুষ্কৃতীরা খুন করে বলে অভিযোগ। উপস্থিত অনেকেই মোবাইলে সেই ঘটনার ছবি তুলেছিলেন। স্থানীয় একজন সাংবাদিকের ক্যামেরাতেও ছিল তেমন কিছু ছবি। স্থানীয় চ্যানেলে ওই সাংবাদিক খবরও প্রকাশ করেন। অভিযোগ, তারপর থেকে তিনি ও মৃতের এক আত্মীয় হুমকির জেরে বাড়িতে ঢুকতে পারছেন না। পুলিশ সেই সব মোবাইলের ছবি ডিলিট করে মোবাইল ফরম্যাট করে ফেরত দেয় বলেও অভিযোগ। এ ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ সুতি থানার পুলিশের বিরুদ্ধে। মৃতের ভাগ্নে সঞ্জু দাস ও ওই সাংবাদিক রাজু শেখ এই ঘটনায় মামলা করেন।

এরপরই হাইকোর্টের নির্দেশ, সুতি থানার ওসিকে শুনানিতে ব্যক্তিগতভাবে হাজির থাকতে হবে আদালতে। মামলাকারীদের সুতি থানার ওসি নিজে নিরাপত্তা দিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেবেন বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালতের কড়া নির্দেশ, তদন্তকারী অফিসার যাতে এই ঘটনায় আর এক পাও না এগোন। দ্রুত কেস ডায়েরি সহ যাবতীয় নথি এসপিকে পাঠাতে হবে। তদন্তের অগ্রগতির বিষয়ে আদালতে জানাবেন পুলিশ সুপার।

গ্রাফিক কন্টেন্ট স্পষ্ট না হওয়ায় মামলাকারীর সামনে ভিডিও দেখতে চান বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পর্ষদের তরফ থেকে অ্যাপ্টিটিউড টেস্টের যে ভিডিও দেওয়া হয়েছে তার গ্রাফিক কন্টেন্ট স্পষ্ট নয়। তাই মামলাকারীর সামনে ফের ভিডিও দেখতে চায় আদালত। আদালত সূত্রে খবর, আমনা পারভিনের দায়ের করা মামলায় শুক্রবার পেন ড্রাইভ জমা দেয় পর্ষদ। এরপর সেই ভিডিও চালিয়ে দেখেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ভিডিও দেখার পর বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, প্রচুর শব্দের কারণে প্রশ্ন কী বা উত্তর কোনটা তা বোঝা সম্ভব হচ্ছে না। প্রশ্ন যা দেওয়া হয়েছে কেন সেগুলি দেওয়া হয়েছে সেটাও স্পষ্ট নয়। মামলাকারী কী লিখলেন সেটাও অস্পষ্ট। এরপরই মামলাকারীকে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর দুপুর ২টোয় আদালতে আসতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কারণ, তাঁর সামনেই দেখা হবে ওই ভিডিও। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের টেট প্রার্থী ছিলেন আমনা পারভিন। টেটে পাশ করেননি তিনি। এরপরই আরটিআই করেন। পরে জানতে পারেন, তিনি যে বছর পরীক্ষা দিয়েছিলেন তাতে ৬টি প্রশ্ন ভুল ছিল। এদিকে ভুল প্রশ্নের জন্য পর্ষদ সকলকে নম্বর দেওয়ায় আমনার পাশ নম্বর উঠে যায়। ফলে টেট উত্তীর্ণ হিসাবেই পরিগণিত হন এরপর। আমনার প্রাপ্ত নম্বর ৮২ হয়। তবে টেট পাশ করেও চাকরি না পেয়ে হাইকোর্টে যান তিনি। এরপরই আদালতের তরফ থেকে বলা হয়, ২০২০ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ার আওতায় এনে আমনা পারভিনের ইন্টারভিউ নিতে হবে পর্ষদকে। সঙ্গে অ্যাপ্টিটিউড টেস্টও। গত ১৭ জুলাই এই নির্দেশ দেয় কোর্ট। সেখানেই গোটা প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফিরও কথা বলা হয় আদালতের তরফে। এরপরও পর্ষদ আদালতে জানায়, ইন্টারভিউ ও অ্যাপ্টিটিউড টেস্টে আমনা কৃতকার্য হননি। ফের আদালতে আসে গোটা বিষয়টি। ভিডিওগ্রাফির ফুটেজ দেখতে চান বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

ব্যারাকপুরে দাঁড়ালে ১৯৫৬-র জবাব দেওয়া হবে শুভেন্দুকে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে ১৯৫৬ ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য জুড়ে ১৯৫৬ ভোটে পরাজিত করার ঢাক বাজিয়ে চলেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। গত ২ সেপ্টেম্বর নৈহাটির মীরার বাগান ময়দানে নৈহাটির পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায় ও নৈহাটির বিধায়ক তথা রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিককে আক্রমণ করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার বিকেলে বিজেপির পাল্টা সভায় শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি ফের শুভেন্দুকে লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ জানালেন লড়াকু সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি শুভেন্দু নিশানা করে বলেন, ব্যারাকপুর মঙ্গল পান্ডের জায়গা। আন্দোলনের মাটি। ব্যারাকপুরে দাঁড়ালে শুভেন্দুকে ১৯৫৬-এর জবাব দেওয়া হবে। নৈহাটির সভা থেকে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পুরপ্রধানদের গ্রেপ্তারির হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন শুভেন্দুর জবাবে সাংসদ অর্জুন সিং পাল্টা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, তাঁর নিজের সংসদীয় ক্ষেত্রের আটজন পুরপ্রধানের মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করে দেখাক। সাংসদের দাবি, ওনি দিল্লির কতিপয় ইডি-সিবিআই অফিসারদের কাজে লাগিয়ে বাংলাকে অস্থির করে ক্ষমতায় আসতে চাইছেন। কিন্তু উনি মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। এদিনের সভায় জমায়েত নিয়ে সাংসদ দাবি করলেন, নৈহাটিতে ট্রেলার দেখানো হল। আগামীদিনে এই ট্রেলারের পিকচার দেখানো হবে। এদিনের সভায় হাজির হয়ে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, ধূপগুড়ির উপ-নির্বাচনে তৃণমূলের জয় প্রমাণ করে দিল বাংলার মানুষ এখনও তৃণমূলের সঙ্গে আছে। কারণ দলের নেত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আর সেনাপতির নাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অপরদিকে রাজ্যের সেচমন্ত্রী তথা নৈহাটির বিধায়ক পার্থ ভৌমিক বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে খাটো করার জন্য সিবিআই-ইডিকে লাগানো হচ্ছে। কিন্তু মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে গেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের সভায় হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর-দমদম জেলার সভাপতি তাপস রায়, বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ, আমডাঙার বিধায়ক রফিকুর রহমান-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

৫ নভেম্বর থেকে শুরু কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন ২১ নভেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিনেপ্রেমীদের জন্য সুখবর। আগামী ৫ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। এবার ডিসেম্বর মাসের পরিবর্তে কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হতে চলেছে নভেম্বর মাসে। আগামী ৫ নভেম্বর থেকে শুরু করে চলবে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত। এদিকে আবার এই কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই শুরু হবে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। নবান্ন সূত্রে খবর, এই বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন নিউটাউনে শুরু হবে আগামী ২১ নভেম্বর থেকে। চলবে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত। তবে ২০২৩-এর পাঁচদিন ব্যাপী কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এবার থাকছে নানা চমক। প্রতিবারের মতো এবারেও দেখা যাবে দেশ-বিদেশের বিখ্যাত ছবি। উল্লেখ্য, কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল মানেই চাঁদের হাট। বাংলা সিনে ইন্ডাস্ট্রি তো বটেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুম্বইয়ের তারকাদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক খ্যাত নামা সম্পন্ন বিনোদন জগতের একাধিক ব্যক্তিত্বকে আমন্ত্রণ করা হয়। আর তাই প্রতিবছরই নজর থাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত তারকাদের উপর।

গত ৩০ অগস্ট রাখিপূর্ণিমার দিন মুম্বইয়ে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দিতে যান। ওইদিন বিকেলে জলসায় গিয়ে অমিতাভ বচ্চনকে রাখি পরিয়ে দুর্গাপুজো, চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলেন। আর বচ্চনদের বাড়ি থেকে বেরিয়েই ২৯তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলে। এবছর ফিল্মোৎসব উপলক্ষে শহরে একসঙ্গে পা রাখছেন শাহরুখ, সলমনও। সূত্রে খবর, মমতার আমন্ত্রণে ইতিমধ্যেই সবুজ সংকেত দিয়েছেন অনিল কাপুরও।

প্রসঙ্গত, মুম্বইয়ের সাংবাদিক বৈঠকে মমতা জানিয়েছিলেন, এবারের কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে শাহরুখের পাশাপাশি সলমন খানও থাকতে পারেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলিউডের দুই মহারথীকে পাওয়া যে বাংলার দর্শক-অনুরাগীদের জন্য দারুণ হবে, তা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

এবার পাচারের তালিকায় নাম উঠল হাতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পাচারের তালিকায় নাম ছিল সোনা, বিদেশি মুদ্রা, মাদক, কয়লা, বালি, পাথর, গোরুর মতো অনেক কিছুই। পাচার হয়েছে মানুষও। তবে এবার বিরাটাকার হাতির নামও জড়ালো এই পাচারের তালিকায়। কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলায় উঠে এসেছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। অভিযোগ, রাজ্যের প্রায় ২৬ থেকে ২৮ টি হাতি পাচার হয়ে গিয়েছে অন্য দেশে অথবা অন্য রাজ্যে। এদিকে আইন বলছে, হাতি রাজ্য সরকারের সম্পত্তি। হাইকোর্টে হওয়া ওই মামলায় এমন তিনটি হাতিকে ফেরত চেয়েছে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। তাদের বক্তব্য হাতি বিক্রি করা যায় না। এমনকী উপহারও দেওয়া যায় না। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে এই হাতি কিনছেন কারা তা নিয়ে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দাবি, সার্কাস কোম্পানি ‘নটরাজ’ তাদের তিনটি হাতি বিক্রি করে দিয়েছিল। পরে তাদের বিহারে এক আশ্রম থেকে পাওয়া যায়। ওই আশ্রম কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তারা হাতিগুলি উপহার হিসেবে পেয়েছে। আশ্রমে তাদের যত্নেই রাখা হয়েছে। মামলাকারীর আইনজীবীর দাবি, হাতি কিনে তাদের দিয়ে নানা রকমের কাজ করানো হয়। এ ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের উদাসীনতাও রয়েছে বলে অভিযোগ। এদিকে আবার বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন অনুযায়ী, কোনও হাতিকে কেনা বা বিক্রি করা যায় না। আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে হাতিকে কারও হাতে তুলেও দেওয়া যায় না। বন্য প্রাণী সুরক্ষা আইনে, সব বন্য হাতিকেই সরকারের সম্পদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সাদা হাতিকে দেওয়া হয় বিশেষ মর্যাদা। এই ঘটনায় বিশেষজ্ঞদের ধারনা, এ রাজ্যে একের পর এক সার্কাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে সার্কাসে যে হাতিগুলি থাকত, সেগুলিকে বিক্রি করে দেওয়া হয়ে যাচ্ছে। হাতি যে রাজ্যের হয়ে নথিবদ্ধ থাকে তাকে আর অন্য রাজ্যে বিক্রি করা যায় না। অর্থাৎ হাতি রাজ্যের সম্পত্তি। কিন্তু সে সব আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হাতি পাচার হয়ে যাচ্ছে ভিনরাজ্যে।

সম্পাদকীয়

ধর্মনিরপেক্ষতা এখন এক ধূসর পাণ্ডুলিপি!

আজ অধিকাংশ মানুষই বোধ হয় বিস্মৃত হয়েছেন যে, ধর্ম ছাড়াও বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকা যায়। ধর্মকে নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে যেমন সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়বাদ বা চার্বাকবাদের সূত্রপাত হয়েছে, এর বিপ্রতীপে ধর্মনিরপেক্ষতাকেও সংশয়ের গণ্ডির মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। এ সম্পর্কে মাননীয় অমর্ত্য সেন রচিত ‘সেকুলারিজম এবং সে সম্পর্কে বিবিধ আপত্তি’ শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রণিধানযোগ্য। উনি সরাসরি ব্যাখ্যা করেছেন যে, ‘ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্দেশে করা আক্রমণের অধিকাংশ এসেছে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী কর্মীদের তরফ থেকে...। তবুও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি যে মননশীল সংশয় রয়েছে, তা কেবলমাত্র সক্রিয় রাজনীতিকদের মধ্যেই সীমায়িত থাকেনি। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিদগ্ধ তাত্ত্বিক আলোচনায় এই সংশয়ের সাবলীল প্রকাশ ঘটেছে।... যদি আজ বহুধর্মী ভারতবর্ষের ভাবাদর্শের মূলভিত্তি স্বরূপ ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিবর্ণ এবং ক্লান্ত ও নিঃশেষিত বলে মনে হয়, তা হলে এই নির্ধারণকে ভুল বোঝা হবে ও গুরুত্বহীন করে দেওয়া হবে...। ধর্মনিরপেক্ষতার যাজক প্রদত্ত অর্থ না নিয়ে যদি রাজনৈতিক অর্থ গ্রহণ করা হয়, সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে যে-কোনও বিশেষ একটি ধর্মপ্রবৃত্তি থেকে পৃথক রাখতে হবে। এর ফলে রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে কোনও একটি বিশেষ ধর্মকে সুবিধাজনক স্থান দেওয়া স্বীকৃত হবে না। এটা স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, সুবিধাজনক স্থান না দেওয়া বলতে কী অর্থ বহন করে, আর কী করে না। এর জন্য যে রাষ্ট্রকে সমস্ত প্রকার ধর্মীয় প্রসঙ্গের সংস্রব বাঁচিয়ে চলতে হবে, তা আবশ্যক নয়। বরং রাষ্ট্রকে যতক্ষণ অবধি বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়, তা যেন মূলত সমদর্শী ব্যবহারের ভিত্তিতে হয়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে।’ এখানে ‘সমদর্শী ব্যবহারের ভিত্তি’ কথাটি বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্র স্বয়ং যখন জনগণের প্রতি সম-দর্শন থেকে বিচ্যুত হয়, তখন তা সাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক বার্তা বহন করে বইকি। আসলে এটা সেই বহুচর্চিত কথা যে, মানুষ ধর্ম ছাড়া বেঁচেবর্তে থাকতে পারবে, কিন্তু রাষ্ট্র পারবে না। আধুনিক ভারতীয় রাজনীতি বারংবার প্রমাণ করছে যে, ধর্মই তার বেঁচে থাকার অক্সিজেন। ভারতে বর্তমানে সেকুলারিজম মানে এক সোনার পাথরবাটির মতো ধারণা। অথচ, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী যুগে ভারতীয় রাজনীতির মূল ভিত্তিভূমিই ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। আজ ক্রমশ যে ধর্মনিরপেক্ষতা এক ধূসর পাণ্ডুলিপিতে পরিণত হচ্ছে। এটা অত্যন্ত দুঃখের।

জন্মদিন

আজকের দিন

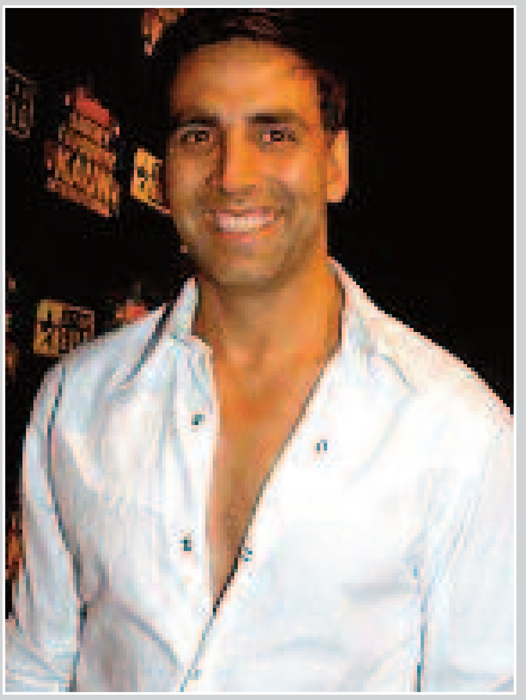

অক্ষয়কুমার

১৮৭২ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী সরলা দেবী চৌধুরানীর জন্মদিন।*
১৯৬৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অক্ষয়কুমারের জন্মদিন।*
১৯৬৫ *বিশিষ্ট শিল্পপতি গৌতম সিংহানিয়ার জন্মদিন।*

ভারতের অনন্য মেধা ভাণ্ডার: এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার অগ্রদূত

ধর্মেন্দ্র প্রধান
কেন্দ্রীয় শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রী

ভারত : একটি জ্ঞান-সমৃদ্ধ সভ্যতা

জ্ঞান-সমৃদ্ধ সভ্যতা হিসেবে ভারতের ডিএনএ-তে রয়েছে মেধার প্রাকৃতিক ভাণ্ডার। ভারতের ইতিহাসের গোটা পর্বে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ওষুধ, দর্শন এবং সাহিত্য সহ জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা লেখা রয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞদের বেশ কিছু তথ্য ও গাণিতিক বিশ্লেষণ রয়েছে, যা আধুনিক গবেষণাকেও প্রভাবিত করে চলেছে। ভারতের ইতিহাস, সমসাময়িক শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে প্রভাবিত করে চলেছে এবং এই দেশ বিশ্বের কল্যাণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে।

বিশ্বের কল্যাণের জন্য জি২০

ভারতের জি২০ সভাপতিত্বকালে বিভিন্ন কর্মীগোষ্ঠী হোক বা মন্ত্রিপর্যায়ের সভা হোক- সব ধরনের আলোচনাতেই বিশ্বের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। জি২০-র মূল মন্ত্র তএক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎদ, যা আমাদের প্রাচীন মূল্যবোধ ক্ষ্মবসুধৈব কুটুম্বকমক্ষ্ম-এর মধ্যে নিহিত রয়েছে, যা শুধুমাত্র ভারতের মানুষের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, বিশ্বের মঙ্গলসাধনও করছে, যাকে আমরা বলি তবিশ্ব কল্যাণদ- অর্থাৎ গোটা বিশ্বের কল্যাণ সাধন।

ভারতের অর্থনীতির ওপর বিশ্বের আস্থা

গোটা বিশ্ব আজ ভারতের অর্থনীতির সহজাত শক্তি এবং নমনীয়তাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ভারতকে বিশ্ব অর্থনীতির তউজ্জ্বল বিন্দুদ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ভারতের ম্যাক্রো বা অতিক্ষুদ্র অর্থ ব্যবস্থার মূল কাঠামো অত্যন্ত শক্তিশালী। গোটা বিশ্বে অস্থিরতা সত্ত্বেও ভারত দুনিয়ার দ্রুততম আর্থিক বিকাশশীল দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভারত বিশ্বের পঞ্চম অর্থনীতির দেশ হিসেবে উঠে এসেছে এবং এখন তৃতীয় স্থানে উঠে আসার পথে।

শিক্ষার আঁতুড়ঘর

জ্ঞান এবং দক্ষতার মাধ্যমে মানুষের মূলধনই ভারতের অগ্রগতির সম্ভাবনার মূল চাবিকাঠি। শিক্ষাই হল তআঁতুড়ঘরদ, যা অগ্রগতির চাকাকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং বাঁচিয়ে রাখে। শিক্ষাই হল মূল শক্তি, যা নাগরিকদের ক্ষমতায়ন ঘটায়।

নতুন শিক্ষানীতি (এনইপি) : মূল নথি

ভারতের শিক্ষাকে সর্বাত্মক ও বাস্তবসম্মত এবং সেইসঙ্গে গভীর ও ভবিষ্যৎমুখী করার লক্ষ্যে একটি সর্বাত্মক জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ তৈরি করা হয়েছে এবং আমরা আরও সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। জাতীয় শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষায় শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যা শেখার ভিতকে মজবুত করে। মাতৃভাষায় শিক্ষা যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষাগুলিকে দূরে সরিয়ে দেবে না, বরং সেগুলির পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। এটি পড়ুয়াদের শিক্ষার পথ তৈরি করে দেবে। সেইসঙ্গে যাদের জ্ঞানের ভিত মজবুত নয়, তাদেরও শিক্ষার পথকে মসৃণ এবং সমস্যামুক্ত করে তুলবে।

এই শিক্ষানীতিতে শিক্ষার আন্তর্জাতিকীকরণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ভারতকে শিক্ষার প্রধান গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলতে নতুন শিক্ষানীতিতে ফ্যাকাল্টি/পড়ুয়া বিনিময়, গবেষণা ও শিক্ষার অংশীদারিত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। আইআইটি মাদ্রাজ জুনজিবার-তানজানিয়ায় এবং আইআইটি দিল্লি সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আবুধাবিতে তাদের ক্যাম্পাস গড়ে তুলেছে।

গবেষণা ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নতুন শিক্ষানীতিতে শিল্পের সঙ্গে শিক্ষার সমন্বয়সাধন ঘটানো হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে গবেষণার বীজ বপন, অগ্রগতি এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন তৈরি করা হচ্ছে। এর মূল লক্ষ্য হল, ভারতকে গবেষণা ও উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র সহজে ব্যবসা করার পথই সুগম করছে না, সেইসঙ্গে সহজে গবেষণা করার পথও প্রশস্ত করছে।

এছাড়া, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ইউরোপ সহ বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলির সঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারত অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে। এই দেশগুলি ভারতের মেধা ভাণ্ডারকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং ভারতের ওপর নজর রেখে চলেছে। ক্রিটিক্যাল অ্যান্ড এমার্জিং টেকনোলজিস (আইসিইটি)-র উদ্যোগ এবং কোয়াড বৃত্তি তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি করেছে।

শিক্ষার মানদণ্ড উন্নত হলে, আন্তর্জাতিক শিক্ষার সঙ্গে ভারতীয় শিক্ষার মেলবন্ধন ঘটানো সহজ হবে। নতুন শিক্ষানীতির মাধ্যমে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অভিন্ন জাতীয় পাঠক্রমের কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, যেখানে শিক্ষাদান, এর বিষয়বস্তু এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

দক্ষতা ও শিল্পোদ্যোগ

ভারতে ১৮-৩৫ বছর বয়সী ৬০০ মিলিয়নের বেশি মানুষের বসবাস, যার মধ্যে ৬৫ শতাংশের বয়স ৩৫ বছরের কম। এই বিপুল জনসংখ্যাকে কাজে লাগাতে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা প্রশিক্ষণের কথা ভাবা হচ্ছে, যাতে ভবিষ্যতের উপযোগী তরুণ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা যায়।

দক্ষতা এবং শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে ভারত পথ দেখাচ্ছে। স্টার্টআপের ক্ষেত্রে তৃতীয় বৃহত্তম দেশ হয়ে উঠেছে ভারত এবং দেশে রয়েছে ১০০র বেশি ইউনিকর্ন। শুধুমাত্র মেট্রো শহরগুলি নয়, ভারতের উদ্ভাবন এবং স্টার্টআপ দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের শহরগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ছে।

স্কুলে দক্ষতা

বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে ষষ্ঠ শ্রেণীর পর থেকে দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সিঙ্গাপুরের আদলে বিদ্যালয় স্তরে দক্ষতা প্রশিক্ষণের কাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে, যাতে শিল্পের জন্য প্রযুক্তি নির্ভর কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা যায়।

ভারত ও নতুন ব্যবস্থা

নতুন ব্যবস্থা আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে ভারত দেশের মানুষের ভূমিকাকে স্বীকার করে। আজকের জ্ঞান নির্ভর অর্থনীতিতে শিক্ষিত এবং দক্ষ কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। জ্ঞানের প্রসার ও আর্থিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি উদ্ভাবন ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে তাঁরা একাই দেশ গড়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেন। বিশ্ব কল্যাণের একটি বিশাল পরীক্ষাগার হল ভারত। ২১ শতক হল জ্ঞানের শতক। নতুন ব্যবস্থায় অগ্রদূত হয়ে উঠবে নতুন প্রযুক্তি এবং এই নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সামনের সারিতে থাকবে ভারতের বিপুল মেধা ভাণ্ডার।

প্রতিশোধ বা প্রতিষ্ঠা, বলাৎকার এক মহান অস্ত্র!

ড. গৌতম সরকার

কদিন আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা ভিডিও ঘুরে বেড়াচ্ছিল, যেখানে দেখা যাচ্ছিল দুজন নগ্ন মহিলাকে রাস্তা দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে একদল যুবক। এক আদিবাসী সংগঠনের দাবি, মণিপুরে ঘটা ওই ঘটনায় কুকি সম্প্রদায়ভুক্ত দুই মহিলা কেঁদে কেঁদে প্রাণভিক্ষা চাইলেও যুবকেরা কর্ণপাত করেনি। শুধু তাই নয়, ওই দুই মহিলা গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে।

‘ধর্ষণ’ হল একটি ‘যৌন সন্ত্রাস’ যা সভ্যতার ইতিহাসে যুগযুগান্তর ধরে চলে আসছে। সময়কালের বিবর্তনের সাথে মানুষ আধুনিক হয়েছে, সাথে সাথে ‘যৌন সন্ত্রাসের’ ধরণে ভিন্নতা এসেছে। নারীকে অপমান ও অত্যাচারের জন্য পুরুষতন্ত্র নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার করেছে, আর প্রাচীন যুগ পেরিয়ে মধ্যযুগ, মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগে পৌঁছেও সমাজে নারীদের অবস্হান যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে।

সৃষ্টির অধিকর্তা সৃষ্টির প্রয়োজনে নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছিলেন। সমাজ নিজের প্রয়োজনে নারীকে কমজোরি ও গৌণ করে রেখেছে। সভ্যতার শুরুতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকার থাকলেও যেদিন থেকে পিতৃতন্ত্রের শাসন শুরু হয়েছে সেদিন থেকে নারী আস্তে আস্তে ‘মেয়েমানুষ’ হয়ে উঠেছে, আর সেখান থেকেই নারী পুরুষের ভোগের অন্যতম সামগ্রী হয়ে উঠেছে। বিধাতার বিরুদ্ধে নারীদের জেহাদ হল, নারী-পুরুষের দৈহিক মিলনে নারী গর্ভবতী হয়, আর সেই গর্ভ যদি বৈধ স্বামী-স্ত্রীর মিলনে না ঘটে তাহলে তার দায়ভাগ নিতে হয় সেই নারীকেই। হ্যাঁ, ‘সেই নারীকেই’ শব্দবন্ধ সচেতন ভাবেই ব্যবহার করলাম কারণ অনেকক্ষেত্রেই মেয়েটির পরিবারও সেই দায় নিতে ভয় পায় বা অস্বীকার করে। যুগ যুগ ধরে প্রতিশোধ বা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার অন্যতম সহজ উপায় হল শত্রুপক্ষের মা-বোনেদের ধর্ষণের হুমকি দেওয়া এবং সত্যিসত্যিই ধর্ষণ করা।

বিখ্যাত সাইকো-অ্যানালিস্ট সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মতে, মানুষের মন তিনটি সত্তার দ্বারা পরিচালিত হয়- ইড, ইগো আর সুপার ইগো। ইড হল মানুষের মনের আদিম প্রবৃত্তি যার সিংহভাগ দখল করে থাকে যৌনতা, হিংসা, বৈরিতা, ভোগ-লালসা আর জিঘাংসা। ইগো ইড আর সুপার ইগো’র মধ্যে রেফারির ভূমিকা পালন করে। ইড হল মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক পশু, যার প্ররোচনায় মানুষ খুন, জখম, ধর্ষণের মত বর্বর কাজগুলো করতে দুবার ভাবে না। ইগো কাজের ভালোমন্দ বিচার করে, অনৈতিক কাজের জন্য নিজের মত করে একটা কারণ খাড়া করে, আবার কখনও কখনও কোনও কাজের বিপজ্জনক পরিণতির কথা ভেবে মানুষকে সেই কর্মে বিরত করে। একমাত্র সুপার ইগো হল সম্পূর্ণভাবে মানবিকতার দ্যোতক। সুপার ইগো মানুষকে মানবিক হতে শেখায়, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের পাঠ দেয়। তবে সুপার ইগো কাকে কতটা মানবিক করবে সেটা নির্ভর করে তার পারিবারিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও নৈতিক শিক্ষা এবং অর্জিত মূল্যবোধের উপর।

ধর্ষণকারীদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করে আসছেন মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ ডেভিড লাইজ্যাক। তাঁর মতে, যৌন নির্যাতনের ঘটনার পিছনে ক্ষমতা জাহির করার চেয়েও বড় কারণ হল, রাগ-একটা উৎকট, ধ্বংসাত্মক রাগ। ক্ষমতার দম্ভ, রাগ, প্রতিশোধ, আক্রমণ, হঠাৎ যৌন উত্তেজনা বা ‘জাস্ট মস্তি’ যে ব্যাপারটিই ধর্ষককে ধর্ষণে প্ররোচিত করুকনা কেন, ডেভিড লাইজ্যাকের বিশ্বাস যে মানুষটা ধর্ষণ করে সে আসলে মেয়েদের ঘৃণা করে। আর এই ঘৃণার জন্ম হয় ধর্ষকের নিজস্ব পরিসরে। বাবার হাতে মায়ের নির্যাতন, পরিবারে নারীদের মানুষ বলে গণ্য না করা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের প্রতিনিধিত্ব করতে না দেওয়া, যখন-তখন, যেখানে-সেখানে মেয়েদের উত্যক্ত করা, সর্বোপরি নারীদের ভোগের সামগ্রী হিসেবে দেখতে শেখার মধ্যে দিয়ে একটা ছেলেশিশু তার শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য পেরিয়ে যখন যুবা বয়সে পৌঁছায় তখন তার কাছে ধর্ষণ ব্যাপারটি তার মাত্রা হারায়।

ধর্ষণ পুরুষ প্রকৃতির অনিবার্যতা নয়, এটি হল পুরুষ ক্ষমতায়নের এক অবশ্যম্ভাবী ফলাফল। গবেষণায় দেখা গেছে ধর্ষণ জৈবিক নয়, এটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্রয়ে নারীর বিরুদ্ধে পুরুষের সহিংস অপরাধ। পেনসিলভানিয়ার এমিরেটাস অধ্যাপক প্যাগি স্যান্ডের ১৯৬৯ সালে পৃথিবীর ১৫৬টি সমাজে ধর্ষণ প্রবণতার ওপর গবেষণার ফল জানাচ্ছে ধর্ষণ কখনোই অবশ্যম্ভাবী বিষয় নয়। তিনি দেখিয়েছেন, তাঁর গবেষণাধীন ৪৭ শতাংশ সমাজে ধর্ষণ নেই, আর সেই সমাজগুলি হল হয় মাতৃতান্ত্রিক বা আদিবাসী সমাজ।

আধুনিক সমাজে ধর্ষণ যতটা শারীরিক ঠিক ততটাই শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে নিজেদের ক্ষমতা জাহির করার এক মাধ্যম। তাই কুকি সম্প্রদায়ের দুই মহিলাকে নগ্ন করে রাস্তা হাঁটানো, বলাৎকার এবং খুন, বেশিরভাগটাই নিজেদের ক্ষমতার পরিধিটা চিনিয়ে দিয়ে বিপক্ষকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার খেলা। সাহিত্য, সিনেমা, চিত্রকল্প সব জায়গাতেই সচেতন ভাবে নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে কামনা করা হয়েছে। টেলিফিল্ম, সিনেমা, কমার্শিয়াল, নাটক, চারুকলা, ললিতকলা সব জায়গায় এই বিষয়টি বারংবার প্রতিফলিত হয়েছে। বানিজ্যিক চলচ্চিত্রের সাফল্য নির্ভর করে ধর্ষণ, হত্যা ও আত্মহত্যার ওপর। এখানে যিনি ধর্ষিত হয়েছেন পরিচালক তাঁর মুখ দিয়ে স্বীকার করান, তিনি এখন চূড়ান্ত অশুচি এবং সামাজিকভাবে অচ্ছুৎ, তাই আত্মহত্যা ছাড়া তার আর কোনও গতি নেই। আপনি সকালবেলা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে জেনে যান যাকে ধর্ষণ করা হয়েছে সে ষোড়শী না অষ্টাদশী, তার বাড়ি কোন রাস্তার মোড়ে, সে দক্ষিণ কোলকাতার কোন কলেজে পড়ে বা ডালহৌসিতে কোন অফিসে কাজ করে। এগুলো কেন বলা হয়! সাধারণ মানুষ কি টিকিট কেটে চিড়িয়াখানার জন্তু দেখার মত ধর্ষিত মহিলার বাড়ি তাকে দেখতে যাবে। যেসব দেশে ধর্ষণকে ভয়ানক অপরাধ হিসেবে দেখা হয়, শাস্তিস্বরুপ প্রকাশ্যে শিরোচ্ছেদ, গুলি করে কিংবা ঢিল মেরে হত্যা, ফাঁসি ইত্যাদি চালু আছে, সেই সমস্ত দেশে ধর্ষণ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল না হলেও, অন্যায় করার আগে মানুষ দুবার ভাবে। সেজন্য অপরাধের সংখ্যা অনেক কম আর একবার অপরাধ সংঘটিত হলে অপরাধীকে দ্রুত বিচার ব্যবস্থার মধ্যে এনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শাস্তি নিশ্চিত করা হয়। তবে আমাদের মত বেশিরভাগ দেশেই ব্যাপারটি সেইভাবে ঘটেনা। এখানে ধর্ষিতার পাশে কেউ না দাঁড়ালেও ধর্ষককে বাঁচানোর জন্য শুভাকাঙ্ক্ষীর অভাব হয়না। ধর্ষকের জামিন নেওয়া থেকে শুরু করে বিচারে অসহযোগিতা, তার সঙ্গে যোগ হয় বিচারের দীর্ঘসূত্রতা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং ক্ষমতার অপব্যবহার। যার সম্মিলিত ফল আমাদের দেশে ধর্ষণের বিচার প্রায় হয়না বললেই চলে। যেগুলো হয়, সেগুলোর জন্য ১৫-২০ বছর অপেক্ষা করতে হয়। কাগজে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে ধর্ষণে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস পেয়েছেন। আবার কখনও কখনও ২০ বছর পর বিচারের ফলাফল যখন দোষী ব্যক্তিকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিচ্ছে তখন ওই ব্যক্তি হয়তো পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে অন্য লোকে পাড়ি দিয়েছেন।

আইনের শাসন ধর্ষণ নামক সামাজিক ব্যাধি কতটা কমাতে পারবে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হওয়া শক্ত, তবে মানুষের মানসিকতার বদলই পারে এই অপমান থেকে নারীসমাজকে উদ্ধার করতে। তার জন্যে সবচেয়ে আগে দরকার নারী-পুরুষের সাম্য। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে নারীদের প্রতিপক্ষ নয়, নারীকে পুরুষের পরিপূরক হিসাবে ভাবতে পারলে তবেই এই সামাজিক অভিশাপ থেকে মুক্তি মিলবে।

লেখক: অর্থনীতির সহযোগী অধ্যাপক
তথ্যসূত্র: সংবাদপত্র ও ইন্টারনেট

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আরামবাগের দুয়ারে সরকার ক্যাম্প ঘুরে দেখলেন রাজ্যের স্পেশ্যাল সেক্রেটারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আবারও দুয়ারে সরকার ক্যাম্প চলছে সারা রাজ্য জুড়ে। দুয়ারে সরকার ক্যাম্প সঠিক ভাবে হচ্ছে কিনা, এলাকার মানুষ সঠিক ভাবে সরকারি পরিষেবা পাচ্ছে কিনা, সরকারি অফিসারা সঠিকভাবে কাজ করছেন কিনা তা খতিয়ে দেখতে নবান্ন থেকে স্পেশ্যাল সেক্রেটারি এলেন আরামবাগে। এদিন আরামবাগের তিরোল অঞ্চলে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প হয়। সেই ক্যাম্পের সামগ্রিক পরিকাঠামো ও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা এলাকার মানুষ পাচ্ছেন কিনা তা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করলেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ ও উন্নয়ন দপ্তের স্পেশ্যাল সেক্রেটারি জয়সি দাশগুপ্ত। উল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে সকল নাগরিকদের কাছে সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য দুয়ারে সরকার ২০২৩ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় প্রতিটি পঞ্চায়েত ও পুরসভায়। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গোটা রাজ্য জুড়ে এই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। তবে ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে এই প্রকল্পটি চালু হয়। প্রকল্পটির উদ্দেশ্যে জনসাধারণের সমস্যার কথা সরকারের প্রতিনিধিরা শুনবেন এবং তার সমাধানের চেষ্টা করবেন। পাশাপাশি সমস্ত সরকারি প্রকল্পগুলিতে আবেদনের জন্য পাড়ায় পাড়ায় ক্যাম্প গঠন করা হবে। যার মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিককে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার জন্য করা হবে রেজিস্টার। অফলাইনের মাধ্যমে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প থেকেই প্রকল্পের জন্য আবেদন করা যাবে। নাগরিক জীবনের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান অথবা যেকোনো ধরনের প্রশাসনিক জটিলতা থেকে সাধারণ মানুষের সমাধান বের করে দেওয়াই দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যগুলি আরামবাগে অনুষ্ঠিত দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে সঠিক রূপায়িত হচ্ছে কিনা তা দেখেন রাজ্যের স্পেশ্যাল সেক্রেটারি। এদিন ক্যাম্পের মধ্যে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় আধিকারিক জয়সি দাশগুপ্তকে। এই বিষয়ে আরামবাগের বিডিও কৌশিক ব্যানার্জি বলেন, নবান্ন থেকে সেক্রেটারি এসেছিলেন। তিনি দুয়ারে সরকার ক্যাম্প ঘুরে দেখেন। অপরদিকে আরামবাগের তিরোল অঞ্চলের প্রধান বিলকিস বেগম বলেন, নবান্ন থেকে প্রতিনিধি দল এসেছিলেন। দুয়ারে সরকার ক্যাম্প খতিয়ে দেখেন। আমরা রাজ্য সরকারের প্রতিটি সরকারি প্রকল্প সঠিক ভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। অন্যদিকে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের জন্য আবেদন করতে এসেছিলাম। দুয়ার সরকারে জমা দিয়েছি। সবমিলিয়ে এদিন আরামবাগে রাজ্য সরকারের স্পেশ্যাল সেক্রেটারি আসায় ব্লক প্রশাসনের বিডিও থেকে শুরু করে সকল আধিকারিককে ক্যাম্পে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।

ডানকুনি ফুরফরা রেল প্রকল্পে টাকা বরাদ্দ না হওয়ায় থমকে রয়েছে : পরিবহণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ডানকুনি ফুরফরা রেল প্রকল্পে টাকা বরাদ্দ না হওয়ায় থমকে রয়েছে কাজ, এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। তাঁর দাবি, 'সবটাই যে জমিজটের কারণে আটকে, এটা সঠিক নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি বাংলার জন্য অজস্র প্রকল্প তৈরি করেছিলেন। প্রাথমিক স্তরে যে অর্থ দেওয়ার সেটা তিনি দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে তিনি রেলমন্ত্রিত্ব ছাড়ার পর যখন বাংলার দায়িত্ব চলে এলেন তারপরে যে সরকার এল, তারা যে অর্থ বরাদ্দ করা উচিত তা করেনি। ডানকুনি থেকে ফুরফুরা রেল প্রকল্প মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চালু করেছিলেন তার জন্য জমি কেনাও শুরু হয়েছিল। সেখানে যারা জমি দিয়েছিলেন, তাঁদের চাকরির ব্যবস্থা থেকে শুরু করে অর্থ প্রদান সবই শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০১৪ সাল থেকে যে বিজেপি সরকার চলছে, তারা একটা টাকাও এই প্রকল্পে বরাদ্দ করেনি।'

এখানেই শেষ নয়, তিনি বলেন, 'ওরা যে কথাগুলো বলছে পুরোটাই রাজনৈতিক ভাষণ দিয়ে চলেছে। প্রত্যেক বারের বাজেটে যে টাকা প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করতে হয়, সেই টাকা বরাদ্দ হয়নি বলে প্রকল্পগুলো থমকে রয়েছে। বিজেপি সরকার আসার পরে ডানকুনি ফুরফুরা শরিফের রেল প্রকল্পে কত টাকা বরাদ্দ করেছে, যেখানে কাজ হয়নি টাকা ফেরত গিয়েছে সেরকম কিছু আমাদের দেখাক! ওরা রাজনৈতিক বক্তব্য রাখছে বাইরে। একটা টাকাও বিজেপি সরকার এই সব প্রকল্পে দেয় না। বাজেটে টাকা দিন, সেই অর্থ দিয়ে কাজ করতে গিয়ে কোনও বাধা এলে সেই জট রাজ্য সরকার নিশ্চয়ই ছাড়ানোর চেষ্টা করবে।'

যদিও মন্ত্রীর বক্তব্যের পালটা শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি মোহন আদক দাবি করেন, 'পশ্চিমবঙ্গের একাধিক প্রকল্প আটকে রয়েছে। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী বারবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চিঠি দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমি অধিগ্রহণ করে রেলকে দিচ্ছে না। ফুরফুরা থেকে ডানকুনি পর্যন্ত যে রেল ব্যবস্থা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করেছিলেন, তা আটকে রয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জমির ব্যবস্থা করে সাধারণ মানুষের পাশে থাকুন। ডানকুনি থেকে ফুরফুরা যাতায়াত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও ব্যবস্থা নেই। বিভিন্ন সময়ে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের ওপর দোষারোপ করে, বর্তমানে ৫০ হাজার কোটি টাকার রেল প্রকল্প ভারত সরকার করতে উদ্যোগী হলেও, রাজ্য সরকার কোনও সহযোগিতা করছে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমিজট কাটিয়ে প্রকল্পের কাজের জন্য কেন্দ্রের হাতে জমি তুলে দিক।'

গ্রেপ্তার ৯ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: চোরাপথে ভারতে প্রবেশ করার অভিযোগে বাগদা পুলিশের জালে ধৃত আট বাংলাদেশি ও এক দালাল। আউলডাঙা বাজার থেকে এঁদের গ্রেপ্তার করল বাগদা থানার পুলিশ। ঘটনায় এক দালালকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম কাবিল শেখ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তারা খবর পায় কয়েকজনকে আউলডাঙা বাজারে ঘোরাঘুরি করতে লক্ষ্য করা গিয়েছে। পুলিশ সেখানে গিয়ে তাদের কাছ থেকে জানতে পারে যে, তাঁরা বাংলাদেশের নাগরিক চোরাপথে ভারতে প্রবেশ করেছেন। এরপর তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত বাংলাদেশিদের নাম সানোয়ার হোসেন, সঞ্জীব হোসেন, আমিন শরিফ, ফাতেমা আখতার, রেখা বেগম, বিলকিস বেগম, রেকসনা বেগম ও রেখা। শুক্রবার তাঁদের বনগাঁ মহাকুমা আদালতে পাঠিয়েছে করে পুলিশ।

অস্বাভাবিক মৃত্যু আইসিডিএস কর্মীর, চুরি করতে আসা দুষ্কৃতীকে চেনায় খুন!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নিজের বাড়িতেই এক আইসিডিএস কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল বাঁকুড়ার তালডাংরা থানার খড়খড়ি গ্রামে। আজ সকালে স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে বাড়ির বাথরুম থেকে ওই আইসিডিএস কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতের নাম অপর্ণা কুন্ডু। স্থানীয়দের দাবি, বাড়িতে চুরি করতে আসা চোরকে চিনে ফেলাতেই ওই আইসিডিএস কর্মীকে খুন করে ফেলা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, স্বামী অনেকদিন আগে মারা গিয়েছেন। একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় তিনিও শ্বশুরবাড়িতে থাকেন। এমতাবস্থায় বাঁকুড়ার খড়খড়ি গ্রামে নিজের বাড়িতে একাই থাকতেন স্থানীয় লেউকিডাঙা গ্রামের আইসিডিএস কেন্দ্রের কর্মী অপর্ণা কুন্ডু। অপর্ণার মা থাকতেন গ্রামেই থাকা অন্য মেয়ের কাছে। আজ সকালে অপর্ণা বাড়ির দরজা না খোলায় সন্দেহ হয় মায়ের। পরে মায়ের ডাকে প্রতিবেশীরা অপর্ণার বাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখেন, তিনি বাথরুমের মধ্যে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। এরপর তালডাংরা থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ ওই বাড়িতে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়।

স্থানীয়দের দাবি, অপর্ণার বাড়ির জিনিসপত্র তছনছ হয়ে পড়ে রয়েছে। তাতেই সন্দেহ গতকাল রাতে ওই বাড়িতে হানা দিয়েছিল চোরের দল। চুরি করার সময় অপর্ণা সম্ভবত কোনও চোরকে চিনে ফেলেছিলেন। এই অবস্থায় ধরা পড়ার ভয়ে দষকৃতীরা অপর্ণাকে খুন করে বাথরুমে ফেলে চম্পট দেয়। গোটা ঘটনার তদন্ত করে দ্রুত দোষীদের চিহ্নিত করার দাবিতে সরব হয়েছেন মৃতার আত্মীয় ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

মালদার দুয়ারে সরকার প্রকল্পে শ্রমিকদের স্বাবলম্বী করতে রেজিস্ট্রেশন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মিজোরামের মতো দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই মালদার কালিয়াচকের গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে দুয়ারে সরকার কর্মসূচির মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বাবলম্বী করতে রেজিস্ট্রেশন করার উদ্যোগ নেওয়া হল। শুক্রবার কালিয়াচক ১ ব্লকের গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে সপ্তম দুয়ারে সরকার কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পে দুঃস্থ শ্রেণির মানুষ থেকে দিনমজুর পরিবারগুলির আবেদন পত্র গ্রহণ করার কাজ চলে। সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন সদ্য গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের দায়িত্ব পাওয়া রহিমা হোসেন সহ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের সদস্যরা। এই দুয়ারে সরকার কর্মসূচির মাধ্যমে দিনমজুর পরিবারগুলিকে বিশেষ করে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রহিমা হোসেন নিজে উপস্থিত থেকে অনেক উপভোক্তাদের আবেদন পত্র পূরণ করে দেন। উল্লেখ্য, এবারে ত্রিস্তর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতটি একক সংখ্যায় বোর্ড গঠন করে তৃণমূল কংগ্রেস। নতুন প্রধান হয়েছেন রহিমা হোসেন। আর এই গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের বোর্ড গঠন করার পর এই প্রথম ওই এলাকায় সপ্তম দুয়ারে

সরকার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। যেখানে এদিন কয়েক হাজার মানুষ নানান সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে আবেদন পত্র জমা দিয়েছেন উপস্থিত পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের কর্তাদের কাছে।

গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রহিমা হোসেন জানিয়েছেন, বিগত দিনে আমরা দেখেছি অনেকেই ভিন্ন রাজ্যে কাজের জন্য যান। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দিনমজুর পরিবার গুলির জন্য অনেক প্রকল্প এনে দিয়েছেন। সেই সব প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে এর আগেও আমরা বাড়ি বাড়ি প্রচার চালিয়েছি। এদিন দুয়ারে সরকার কর্মসূচির মাধ্যমে এলাকার দিনমজুর শ্রমিক পরিবারগুলিকে নানান সরকারি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে আবেদন পত্র পূরণ করে জমা দেওয়ার কাজ করানো হয়েছে। এছাড়াও বয়স্ক এবং বিধবা মহিলাদের যারা ভাতা পাওয়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন তাদেরকেও দুয়ারে সরকার কর্মসূচির মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আরো জানিয়েছেন, কিছুদিন আগে মিজোরামে নির্মীয়মাণ রেল ব্রিজ ভেঙে মালদার বেশ কয়েকটি এলাকার ২৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল। ঘটনাটি দুঃখজনক হলেও আমরা চাই এর যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়। তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি শ্রমিকদের জন্য যে সব সরকারি কর্মসূচি উদ্যোগ নিয়েছেন তা পূরণ করার ক্ষেত্রেও এদিন প্রচার করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

IN THE CITY CIVIL COURT AT CALCUTTA
BEFORE THE LEARNED JUDGE 7TH BENCH
MONEY SUIT NO. 608 OF 2019

STATE BANK OF INDIA, a body corporate constituted under the State Bank of India Act, 1955 having its Local Head Office at Samriddhi Bhawan, 1, Strand Road, Kolkata - 700001 and carrying on their Banking Business inter alia amongst others at their Branch at State Bank of India Esplanade Branch 9B, Esplanade Row (East) P.S. Hare Street, Kolkata-700069 and also at Stressed Assets Recovery Branch, 2/1, Russell Street, 3rd floor, Kolkata- 700071 within the Jurisdiction of this Learned Court.

...Plaintiff.

-Versus-

Sri Shubhopam Krishna Deb, son of Kanak Krishna Deb residing at RD-25, Raghunathpur Baguiati, Kolkata-700059 and also of PA-82, Arjunpur, Rajarhat Gopalpur Baguiati Kolkata - 700059

.... Defendants

To,
Sri Shubhopam Krishna Deb.
son of Kanak Krishna Deb residing at RD-25, Raghunathpur Baguiati, Kolkata-700059 and also of PA-82, Arjunpur, Rajarhat Gopalpur Baguiati Kolkata - 700059

WHEREAS the abovenamed plaintiff has instituted a suit against you for recovery of sum of Rs. 13,32,883.00 and other reliefs. You are hereby summoned to appear in this Court in person or by a pleader duly instructed and able to answer all material question relating to the suit or who shall be accompanied by some person able to answer all such question on the 17th day of October, 2023 at 10.30 A.M. and further you are hereby directed to file on that day a written statement of your defence and to produce on the said day all the documents in your possession or power upon which you base your defence, you shall enter such documents in a list to be annexed to the written statement.
Take notice that in default of your appearance on the day before mentioned the suit will be heard or determined exparte in your absence.

Date: 06.09.2023 **By order**

Sd/-
Chief Administrative Officer
City Civil Court at Calcutta

NOTICE

In the 1st Court of the Civil Judge, Sr. Div., Paschim Medinipur
O.S. No. 351/2015
Nikhil Ch. Karmakar….. Pltf.
-VS-
Arun Kr. Roy & 2 others
……Defdts.

To,
Arun Kr. Roy D/F-13.10.2023
S/O Late Abani Roy, R/O Dineshanagar, P.O. Talbagicha - 721306, P.S. Kharagpur (L). Dist. Paschim Medinipur
Take notice that the pltf. has filed the above Suit for specific performance and damages. The Ld. Court has been pleased to pass an Order of Substituted service by an advertisement in a Newspaper. So, appear either in person or through Advocate within 30 days from the date hereof and to file written objection, if any, and in default the Suit will be heard and determined ex parte.

SCHEDULE
Dist. Paschim Medinipur, P.S. Kharagpur (L), Mouza-Andharkuli, J.L. No. 146, Khatian No. 2, LOP No. 355, C.S. Plot No. 431(P), Area 3 cottahs 4.95 dec. Bastu. Bounded By: On the North Road, On the South Maya Nath, On the East Arun Roy, On the West Sankar Das.

Ayan Chakraborty
Sheristadar In- Charge
Civil Judge, Sr. Div., 1st Court
Paschim Medinipur, Pin-721101,
West Bengal, 06/09/2023

IN THE CITY CIVIL COURT AT CALCUTTA
BEFORE THE LEARNED JUDGE 2ND BENCH
TITLE SUIT NO. 1004 OF 2011

State Bank of India, a Banking Institution and a body corporate Constituted, Incorporated and formed by and under the provisions of the State Bank of India Act, 1955 and carrying on their Banking Business inter alia amongst others at their Beadon Street Branch at 58B, Beadon Street, P.S. Burtolla Kolkata- 700006, within the jurisdiction of this Learned Court and also at Stressed Assets Recovery Branch, being Recovery Cell commonly known as "SARB" Esplanade Branch at Premises no. 9B, Esplanade Row (East), 2nd Floor P.S. Hare Street, Kolkata - 700069 within the jurisdiction of this Learned Court.

...Plaintiff.

-Versus-

1. **Smt. Nita Sen,** wife of Late Kajol Kanti Sen, sole proprietor of M/s. Maa Tara Traders, carrying on business at 33A, Ram Mohon Saha Lane, Kolkata - 700004 and residing at 22/B, Nayan Chand Dutta Street, Kolkata - 700006.
2. **Soumita Sen**, daughter of Late Kajol Kanti Sen, residing at 22/B, Nayan Chand Dutta Street, Kolkata - 700006.
3. **Lakshmi Sen,** daughter of Late Kajol Kanti Sen, residing at 22/B. Nayan Chand Dutta Street, Kolkata - 700006.
4. **Sri Ranjan Kumar Sen,** father's name not known, residing at 11B, Mahendra Bose Lane, Kolkata - 700003.

.... Defendants

To,

1. **Smt. Nita Sen,** wife of Late Kajol Kanti Sen, sole proprietor of M/s. Maa Tara Traders, carrying on business at 33A, Ram Mohon Saha Lane, Kolkata - 700004 and residing at 22/B, Nayan Chand Dutta Street, Kolkata - 700006.
2. **Soumita Sen**, daughter of Late Kajol Kanti Sen, residing at 22/B, Nayan Chand Dutta Street, Kolkata - 700006.
3. **Lakshmi Sen,** daughter of Late Kajol Kanti Sen, residing at 22/B. Nayan Chand Dutta Street, Kolkata - 700006.
4. **Sri Ranjan Kumar Sen,** father's name not known, residing at 11B, Mahendra Bose Lane, Kolkata - 700003.

WHEREAS the abovenamed plaintiff has instituted a suit against you for recovery of sum of Rs. 1,14,147.77 and other reliefs. You are hereby summoned to appear in this Court in person or by a pleader duly instructed and able to answer all material question relating to the suit or who shall be accompanied by some person able to answer all such question on the 30th day of September 2023 at 10.30 A.M. and further you are hereby directed to file on that day a written statement of your defence and to produce on the said day all the documents in your possession or power upon which you base your defence, you shall enter such documents in a list to be annexed to the written statement.
Take notice that in default of your appearance on the day before mentioned the suit will be heard or determined ex-parte in your absence.

Date: 06.09.2023 **By order**

Sd/-
Chief Administrative Officer
City Civil Court at Calcutta

মেসার্স প্রগ্রেস কাল্টিভেশন লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্থ)
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশের সংশোধনী

মেসার্স প্রগ্রেস কাল্টিভেশন লিমিটেড-এর উল্লেখ্য ১৬.০৯.২০২৩ তারিখে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে ই-নিলাম মাধ্যমে জমি ও ভবন বিক্রির নোটিশ ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি যা ২১.০৮.২০২৩ তারিখে এই পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পর্কিত।
এই সংশোধনী বিজ্ঞপ্তিতে ই-নিলামের তারিখ, দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ, যোগ্য দরদাতাদের জানানোর তারিখ, ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ সংশোধন করা হয়েছে, যা নিম্নে উল্লিখিত :

নিলামের তারিখ এবং সময়	**রবিবার, ২৪.০৯.২০২৩ তারিখ (১৬.০৯.২০২৩ তারিখের পরিবর্তে) সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত (প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)**
আগ্রহ প্রকাশক ডাক দাখিলের শেষ তারিখ	মঙ্গলবার, ১২.০৯.২০২৩ (০৪.০৯.২০২৩ তারিখের পরিবর্তে) বিকেল ৫টার পূর্বে
সম্ভাব্য ডাকদাতার সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য	বৃহস্পতিবার, ১৪.০৯.২০২৩ (০৬.০৯.২০২৩ তারিখের পরিবর্তে)
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	বৃহস্পতিবার ২১.০৯.২০২৩ (১৩.০৯.২০২৩ তারিখের পরিবর্তে)
পর্যবেক্ষণের তারিখ	বৃহস্পতিবার, ১৪.০৯.২০২৩ থেকে বৃহস্পতিবার ২১.০৯.২০২৩ পর্যন্ত (০৬.০৯.২০২৩ - ১৩.০৯.২০২৩ তারিখের পরিবর্তে)

অন্যান্য বিস্তারিত একই থাকবে
তারিখ : ০৯.০৯.২০২৩ পঙ্কজ কুমার কেডিয়া
স্থান : কলকাতা প্রগ্রেস কাল্টিভেশন লিমিটেড'এর লিকুইডেটর (দেউলিয়াগ্রস্থ)
আইপি রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P01037/2017-18/11710 এএফএ বৈধ ৩০.১০.২০২৩ পর্যন্ত

যুনিয়ন বঁক Union Bank of India (A Govt. of India Undertaking)
রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩,
সিটি সেন্টার-৭১৩২১৬, ফোন : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে **০২.০৫.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা **অরুণ বোস এবং শ্রী মণীশ কিশোর নাগ (জামিনদাতা)** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৮,০৮,৮৮৪.০০ টাকা (আট লাখ আট হাজার আটশো চুরাশি টাকা) টাকা ০২.০৫.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **০৫.০৯.২০২৩** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বাঁকুড়া কলেজ রোড ব্রাঞ্চ** নিকট বকেয়া **৮,০৮,৮৮৪.০০ টাকা (আট লাখ আট হাজার আটশো চুরাশি টাকা) টাকা ০২.০৫.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ

জেএল নং ২১১, আরএস প্লট নং ৪৪৬, এলআর প্লট নং ৪৪৬, এলআর খতিয়ান নং ১৫৭৭৫, হোল্ডিং নং ২০৮/৬, ওয়ার্ড নং ১০, স্কুল ডাঙ্গা মাঠপাড়া, জেলা - বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২২১০১ ঠিকানায় অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির সকল অংশ, চৌহদ্দি - উত্তরে - ৬ ফুট চওড়া পিসিসি সড়ক, দক্ষিণে - শিব নারায়ণ বোসের বাড়ি, পূর্বে - বিপ্রদাস মিদ্দার বাড়ি, পশ্চিমে - শিব নারায়ণ বোসের বাড়ি সমন্বিত।

তারিখ - ০৫.০৯.২০২৩ অনুমোদিত অফিসার
স্থান - বাঁকুড়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (১০২৬৩)
রিটেল অ্যাসেট সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার-কাম-স্ট্রেসড অ্যাসেটস রেজলিউশন সেন্টার, হাওড়া, ২৩৯এ,পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-৭১১১০১, ই-মেল - sbi.10263@sbi.co.in

সংশ্লিষ্টের প্রতি
ল্যামিনেটেড দলিল

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, দলিল নং ১১৮৬ -২০০১ সালের তারিখ ১৪.০২.২০০১ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর রানিহাটি, হাওড়া, শ্রীমতি রিনা শাউ, স্বামী প্রয়াত সুকান্ত শাউ, গ্রাম এবং পো-সাঁকরাইল, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩১৩, ল্যামিনেটেড। বর্তমানে শ্রীমতি রিনা শাউ স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া (১০২৬৩) থেকে সংশ্লিষ্ট ল্যামিনেটেড দলিল বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক। উক্ত দলিল সম্পর্কে কোনও ব্যক্তির কোনও দাবি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার শাখায় দাবি পেশ করতে পারেন।
সম্পত্তির শিডিউল :সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ২ কাঠা এবং তদস্থিত নির্মাণ, দাগ নং ৬০৮, নতুন দাগ নং ৬৩৪, পুরানো খতিয়ান নং ১৭৭০, নতুন খতিয়ান নং ২৪৪৮, মৌজা- সাঁকরাইল, জেএল নং ২০, থানা- সাঁকরাইল,এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি : উত্তরে : দাগ নং ৬০৮ এর অংশ, দক্ষিণে : কাঁচা ড্রেন, পূর্বে : কাঁচা ড্রেন, পশ্চিমে : দাগ নং ৬০৮ অংশ এবং ৫ ফুট সাধারণের চলার পথ সমন্বিত।

তারিখ : ০৮.০৯.২০২৩ অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
স্থান : হাওড়া স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
আরএসিপিসি হাওড়া

ইন্ডিয়ান বঁক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১
শাখা : বড়িশা

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ
এ/সি : শ্রী প্রেম প্রতাপ রায়
শাখা : বড়িশা শাখা - কলকাতা সাউথ জোন

প্রতি
১. **প্রেম প্রতাপ রায়, (ঋণগ্রহীতা) ,২১৩/৩,সেক্টর-২, সল্ট লেক সিটি, বিধান নগর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০০৯১**

প্রিয় মহাশয়,
ঋণগ্রহীতার অনুরোধক্রমে , **বড়িশা শাখার** মাধ্যমে ব্যাঙ্ক, ০.৭৫ কোটি টাকা গৃহ ঋণ হিসেবে প্রেম প্রতাপ রায়কে ১ম ঋণগ্রহীতা হিসেবে মঞ্জুর করে এবং নথি/চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট চুক্তি মোতাবেক ব্যাঙ্কের নিকট পেমেন্ট/পরিশোধ পেমেন্টএর দায় সম্পাদণে ব্যর্থ হয়। আমাদের সকল প্রয়াস সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টটি নিয়মিত করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ইচ্ছাকৃভাবে আরবিআই নির্দেশাবলি মোতাবেক উক্ত অ্যাকাউন্ট নন-পারফর্মিং অ্যাসেট শ্রেণিভুক্ত হয় ৩১.০৩.২০২১ তারিখে এবং তা কার্যকর হয় ২৮.০৯.২০২০ তারিখ থেকে।
ব্যাঙ্ক কর্তৃক আরও পর্যবেক্ষণ করা হয় অ্যাকাউন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা অসঙ্গতি এবং ঋণ মঞ্জুরের চুক্তির নিয়ম এবং শর্তাদির অমান্য করা এবং আরও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ঘোষণা মোতাবেক চারটি কাজ ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসেবে ঘোষণায় বাধ্য করা হয়।

ইউনিট/ কোম্পানি এর কাজ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া কর্তৃক ইস্যুকৃত চারটি কাজের মধ্যে থেকে ইচ্ছাকৃত ঋণখোলাপি হিসেবে ঘোষণা করার ক্ষেত্রে :	**কারণ এবং প্রমাণ ইউনিট/ কোম্পনির কাজের যা ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসেবে ঘোষণার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হিসেবে গণ্য।**
সংশ্লিষ্ট আইনের ক্লজ ২.১.৩(এ) অধীনে - পরিশোধের ক্ষমতাধারী কিন্তু আদায়ে অনিচ্ছুক : সংশ্লিষ্ট ইউনিট ঋণপ্রদানকারীর বকেয়া প্রদানে/পরিশোধে অনীহা, যদিও তার পরিশোধের ক্ষমতা রয়েছে।	ঋণগ্রহীতার মোট সম্পদ পরিমাণ ১২.৫১ কোটি টাকা ০৬.০১.২০১৮ তারিখের আমানত হিসেব অনুযায়ী পাওয়া যায়। উপরন্তু ঋণগ্রহীতার আইটিআর মোতাবেক ২০১৭-১৮ সালের মূল্যায়ন বর্ষ অনুযায়ী তার মোট আয় ১.০১ কোটি টাকা। সংশ্লিষ্ট প্রামাণ্য তথ্যগুলি তার ঋণপরিশোধের পক্ষে যথেষ্ট সামর্থ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করে কিন্তু তিনি ব্যাঙ্কের বকেয়া ইচ্ছাকৃতভাবে বাকি রেখেছেন।

ঋণগ্রহীতার উক্ত ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির প্রমাণ একজন নির্বাহী নির্দেশকের নেতৃত্বে ব্যাঙ্কের ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি কমিটি কর্তৃক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কমিটি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির বিষয়টি ঘোষণা করেছে।
আরবিআই নির্দেশাবলি অনুযায়ী অবগত করা হচ্ছে ঋণগ্রহীতার নাম, শ্রী প্রেম প্রতাপ রায় উক্ত কারণে একজন ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব করেছে।
কোনও কারণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপনি কোন প্রস্তাব/বক্তব্য দাখিল করতে চাইলে পত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কের নিকট জানাতে পারেন। উপরন্তু, আপনি মনে করলে, ব্যক্তিগতভাবে মতপ্রকাশ করতে চাইলে তার ব্যবস্থা করা হবে। অনুগ্রহ করে অবগত হোন সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপনার পক্ষে কোনও প্রতিনিধিত্ব এবং/বা অনুরোধ ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের জন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃক গৃহীত না হলে বা ব্যাঙ্ক আপনার প্রতিনিধিত্ব /বক্তব্য দাখিলে সন্তুষ্ট না হলে, ব্যাঙ্ক আরবিআই, সিআইবিআইএল এবং অন্যান্য ঋণদানকারী প্রচার সংস্থাগুলিকে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসেবে জানাতে বাধ্য হবে এবং যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

তারিখ : ০৯.০৯.২০২৩ জোনাল ম্যানেজার
স্থান : কলকাতা ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি পর্যবেক্ষণ কমিটির (ডব্লুডিএসসি) পক্ষে

ইন্ডিয়ান বঁক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১
শাখা : কাকদ্বীপ

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ
এ/সি : শ্রী শোভন পান্ডা এবং শ্রীমতি জয়ন্তী পান্ডা (জানা)
শাখা : কাকদ্বীপ শাখা - কলকাতা সাউথ জোন

প্রতি
১. **শ্রী শোভন পান্ডা এবং শ্রীমতি জয়ন্তী পান্ডা (জানা) (ঋণগ্রহীতা)**
গ্রাম এবং পো - রুদ্রনগর, থানা-সাগর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৩৫৬

প্রিয় মহাশয়,
ঋণগ্রহীতার অনুরোধক্রমে, **কাকদ্বীপ শাখার** মাধ্যমে ব্যাঙ্ক, ০.২৯ কোটি টাকা গৃহ ঋণ হিসেবে শ্রী শোভন পান্ডা এবং শ্রীমতি জয়ন্তী পান্ডা (জানা)কে ১ম এবং যৌথ ঋণগ্রহীতাগণ হিসেবে মঞ্জুর করে এবং নথি/চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট চুক্তি মোতাবেক ব্যাঙ্কের নিকট পেমেন্ট/পরিশোধ পেমেন্টএর দায় সম্পাদণে ব্যর্থ হয়। আমাদের সকল প্রয়াস সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টটি নিয়মিত করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ইচ্ছাকৃভাবে আরবিআই নির্দেশাবলি মোতাবেক উক্ত অ্যাকাউন্ট নন-পারফর্মিং অ্যাসেট শ্রেণিভুক্ত হয় ১২.০৮.২০১৬ তারিখে এবং তা কার্যকর হয় ২৮.০৬.২০১৬ তারিখ থেকে।
ব্যাঙ্ক কর্তৃক আরও পর্যবেক্ষণ করা হয় অ্যাকাউন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা অসঙ্গতি এবং ঋণ মঞ্জুরের চুক্তির নিয়ম এবং শর্তাদির অমান্য করা এবং আরও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ঘোষণা মোতাবেক চারটি কাজ ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসেবে ঘোষণায় বাধ্য করা হয়।

ইউনিট/ কোম্পানি এর কাজ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া কর্তৃক ইস্যুকৃত চারটি কাজের মধ্যে থেকে ইচ্ছাকৃত ঋণখোলাপি হিসেবে ঘোষণা করার ক্ষেত্রে :	**কারণ এবং প্রমাণ ইউনিট/ কোম্পনির কাজের যা ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসেবে ঘোষণার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হিসেবে গণ্য।**
সংশ্লিষ্ট আইনের ক্লজ ২.১.৩(এ) অধীনে - পরিশোধের ক্ষমতাধারী কিন্তু আদায়ে অনিচ্ছুক : সংশ্লিষ্ট ইউনিট ঋণপ্রদানকারীর বকেয়া প্রদানে/পরিশোধে অনীহা, যদিও তার পরিশোধের ক্ষমতা রয়েছে।	শ্রী শোভন পান্ডা রামদেবপুর হাই স্কুল, জেলা -২৪ পরগনা এর স্থায়ী সহকারী শিক্ষক এবং শ্রীমতি জয়ন্তী পান্ডা (জানা) সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালের স্টাফ নার্স । ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার মোট সম্পদ নিম্নরূপ :

নাম	মোট সম্পদ
শোভন পান্ডা	০.৫৮ কোটি টাকা ২৯.০৬.২০১২ তারিখে আমানত প্রতিবেদন অনুযায়ী।
জয়ন্তী পান্ডা (জানা)	০.১০ কোটি টাকা ২৯.০৬.২০১২ তারিখে আমানত প্রতিবেদন অনুযায়ী।
মোট	০.৬৮ কোটি টাকা

ফলে তাদের ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধের ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে বকেয়া প্রদান করেননি।

ঋণগ্রহীতার উক্ত ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির প্রমাণ একজন নির্বাহী নির্দেশকের নেতৃত্বে ব্যাঙ্কের ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি কমিটি কর্তৃক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কমিটি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির বিষয়টি ঘোষণা করেছে।
আরবিআই নির্দেশাবলি অনুযায়ী অবগত করা হচ্ছে ঋণগ্রহীতার নাম, শ্রী প্রেম প্রতাপ রায় উক্ত কারণে একজন ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব করেছে।
কোনও কারণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপনি কোন প্রস্তাব/বক্তব্য দাখিল করতে চাইলে পত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কের নিকট জানাতে পারেন। উপরন্তু, আপনি মনে করলে, ব্যক্তিগতভাবে মতপ্রকাশ করতে চাইলে তার ব্যবস্থা করা হবে। অনুগ্রহ করে অবগত হোন সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপনার পক্ষে কোনও প্রতিনিধিত্ব এবং/বা অনুরোধ ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের জন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃক গৃহীত না হলে বা ব্যাঙ্ক আপনার প্রতিনিধিত্ব /বক্তব্য দাখিলে সন্তুষ্ট না হলে, ব্যাঙ্ক আরবিআই, সিআইবিআইএল এবং অন্যান্য ঋণদানকারী প্রচার সংস্থাগুলিকে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসেবে জানাতে বাধ্য হবে এবং যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

তারিখ : ০৯.০৯.২০২৩ জোনাল ম্যানেজার
স্থান : কলকাতা ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি পর্যবেক্ষণ কমিটির (ডব্লুডিএসসি) পক্ষে

ইন্ডিয়ান বঁক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস: কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১
শাখা : কালিকাপুর

পরিশিষ্ট-৪-এ"
[রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে"**, এবং **"সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে"**, আগামী **১০.১০.২০২৩ তারিখে সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা পর্যন্ত,** উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য,যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা-র প্রাপ্য।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম / শাখা	সম্পত্তির বিশদ	ক) দখলের ধরণ খ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা গ) সম্পত্তি আইডি নং	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) বকেয়া পরিমাণ
১.	মেসার্স মধুবন বস্ত্রালয় (স্বত্বাধিকারী: শ্রী সোমনাথ নস্কর) শাখা : কালিকাপুর	কমবেশি ১.৩৩ ডেসিমেল জমিতে নির্মিত দোতলা বিল্ডিংয়ের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা - চম্পাহাটি -তে অবস্থিত, খতিয়ান নং আরএস- ৩৩৮/১, এলআর খতিয়ান নং - ২৩৩৭, আরএস দাগ নং ১৭৫৭ এবং এলআর দাগ নং -১৮৪৩, জেএল নং ২৪, তৌজি নং- ২৫০, আরএস নং ২১৩, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৭৪৩৩৩০ পরগনা , মদনমল্ল, চম্পাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, ২২.০২.২০১৭ তারিখের দলিল নং ১৬১১০১১১৪ দ্বারা নিবন্ধিত, বই নং -১, ভলিউম নং ১৬১১-২০১৭, পৃষ্ঠা ১৮১৭৩ থেকে ১৮১৮৮ জেলা - দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এডিএসআর বারুইপুরে নিবন্ধিত এবং ১৩.০২.২০১৭ তারিখের দলিল নং ১৬১১০০০৮৯৫ দ্বারা নিবন্ধিত, বই নং ১, ভলিউম নং ১৬১১-২০১৭, পৃষ্ঠা ১৩২৯৯ থেকে ১৩৩১৩ জেলা - দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এডিএসআর বারুইপুরে নিবন্ধিত - শ্রী সোমনাথ নস্করের নামে । **সীমানা: উত্তর-** দোকান ঘর (বিদ্যুত টেইলার্স), **দক্ষিণ-** দোকান ঘর (মনোরমা পাদুকালয়) দ্বারা, **পূর্ব-** বাজার (চম্পাহাটি বাজার) দ্বারা, **পশ্চিম-** পিডব্লিউডি রোড (চম্পাহাটি মেইন রোড) দ্বারা।	ক) প্রতীকী দখল খ) না ঘ) IDIB50379082298	ক) ৪১৪৯০০০.০০ টাকা খ) ৪১৫০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০/- টাকা ঘ) ৮১৪০৩২১.০০ টাকা (একাশি লক্ষ চল্লিশ হাজার তিনশত একুশ টাকা মাত্র) ০৬.১২.২০২২ অনুযায়ী

ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং** ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাসের জন্য, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত **সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।**

তারিখ: ০৯.০৯.২০২৩, স্থান : কলকাতা স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

যাদবপুরের ঘটনায় শিক্ষা

র‍্যাগিং ঠেকাতে সতর্কতা কলেজগুলিতেও, বাঁকুড়া খ্রিষ্টানে অ্যান্টি র‍্যাগিং মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনার পর র‍্যাগিং নিয়ে আর কোনও রকম ঝুঁকি নিতে নারাজ সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলিও। র‍্যাগিং ঠেকাতে হস্টেল ও কলেজগুলিতে নজরদারির পাশাপাশি আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটিকে। র‍্যাগিং ঠেকানোর আবেদন নিয়ে আজ বাঁকুড়া খ্রিষ্টান কলেজে অ্যান্টি র‍্যাগিং মিছিল সংগঠিত করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। ইন্ট্রোডাকশনের নামে যাতে কোনও ভাবে নবাগত পড়ুয়াদের র‍্যাগিং করা না হয়, তার জন্য আবেদন জানানো হয়।

বাঁকুড়া জেলার অন্যতম নামী ডিগ্রি কলেজ খ্রিষ্টান। এই কলেজের একাধিক হস্টেলে কয়েকশো আবাসিক পড়ুয়া রয়েছে। অতীতে মাঝেমধ্যে এই কলেজেও ইন্ট্রোডাকশনের নামে নবাগত পড়ুয়াদের ডেকে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠেছে। সেকথা মাথায় রেখে যাদবপুর কাণ্ডের পর আরও সতর্কতামূলক পদক্ষেপ করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। হস্টেলগুলিতে ওয়ার্ডেন ও সুপারিনটেনডেন্টদের নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাস কার্যত মুড়ে ফেলা হয়েছে সিসি ক্যামেরায়। ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে কলেজের অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটিরও। তারপরও হাত গুটিয়ে বসে থাকতে নারাজ কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজের পড়ুয়াদের মধ্যে র‍্যাগিংয়ের কুফল তুলে ধরে সচেতনা বৃদ্ধিতে জোর দিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। আর সেই উদ্দেশ্যে শুক্রবার কলেজের পড়ুয়াদের নিয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে অ্যান্টি র‍্যাগিং মিছিল সংগঠিত করল কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি, অতীতে ইন্ট্রোডাকশনের নামে নবাগত পড়ুয়াদের ডেকে সিনিয়র পড়ুয়ারা কিছুটা অপ্রস্তুতে ফেলার চেষ্টা করে। অতীতে দু'-একটি র‍্যাগিংয়ের অভিযোগও সামনে এসেছে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে। আর তার জেরেই সম্প্রতি এমন অভিযোগ আর আসেনি বলেই দাবি। তা সত্ত্বেও র‍্যাগিং বন্ধ নিশ্চিত করতেই এই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের এমন উদ্যোগে খুশি পড়ুয়ারাও।

ঝরনা ধারায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর রাতে মায়াপুর ইসকনে।

SBI এসবিআই বানিতবলা শাখা (০৬৭৮৭)
পোস্ট - যদুবেরিয়া, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা - হাওড়া-৭১১৩১৬
ফোন - ০৩৩-২৬৬১০২২৭, প.ব., ইমেল : sbi.06787@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - IV (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c No. - 40255437554 (CC), A/c No. - 40255474007 (WCTL), A/c No. - 40255437554 (FITL), A/c No. - 34841984369 (HBL), A/c No. - 39141604866 (TOP UP)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৩.০৭.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী অরূপ রায়,** পিতা শ্রী গোপাল চন্দ্র রায়, জগদীশপুর সিং পাড়া, জগদীশপুর, পো. এবং থানা - উলুবেড়িয়া, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১৩১৫, কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫০,৯৮,০৬৭ টাকা (পঞ্চাশ লাখ আটানব্বই হাজার সাতষট্টি টাকা) টাকা ০৩.০৭.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বানিতবলা শাখা, ৫০,৯৮,০৬৭ টাকা (পঞ্চাশ লাখ আটানব্বই হাজার সাতষট্টি টাকা) টাকা ০৩.০৭.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

ব্যবসায়িক ঋণের সঙ্গে সম্পত্তি দায়বদ্ধ :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ১৪ ডেসিমেল, দাগ নং ৩২২ , খতিয়ান নং ৮২৯ এবং এলআর খতিয়ান নং ৯৭৩/১, মৌজা - জগদীশপুর, থানা - উলুবেড়িয়া, দলিল নং ১১৮২ তারিখ ২২.০২.১৯৭৩।
গৃহ ঋণের সঙ্গে সম্পত্তি দায়বদ্ধ :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২০২ (উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম) পাঁচতলা ভবনে (জি-৪) অ্যাপার্টমেন্ট নাম : 'অনিতা এনক্লেভ' পরিমাণ আনুমানিক ৮৬৩ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া এবম ১০৩৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দ্বিতীয় তলে, মৌজা- ফুলেশ্বর, জেএল নং ১০৮, এলআর দাগ নং ১৭৭২, এলআর খতিয়ান নং ৪৪৪১,উলুবেড়িয়া পুরসভা অধীন, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা- হাওড়া, দলিল নং ১-০৫০৫০২৫৩০/২০১৫ ক্রম নং -১-০৫০৫০০২৬১২/২০১৫, সিডি ভল্যুম নং -০৫০৫-২০১৫, পৃষ্ঠা ১৪১২৮ থেকে ১৪১৫০। -২০১৫ সালের -উলুবেড়িয়া।
সম্পত্তি **শ্রী অরূপ রায় এবং রিনা রায় স্বামী অরুণ রায়** এর নামে।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০৬.০৯.২০২৩
স্থান - উলুবেড়িয়া
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪ আইন) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২০.০৭.২০১৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স কমপিটেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার, স্বত্বাধিকারী - শ্রীমতি রুনা চট্টোপাধ্যায়, শ্রী ননী গোপাল চক্রবর্তী (জামিনদাতা), শ্রী চিরন্তন চট্টোপাধ্যায় (জামিনদাতা)**, কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪৬,০১,৭৫৬.৭২ টাকা (ছেচল্লিশ লাখ এক হাজার সাতশো ছাপান্ন টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা) টাকা আরও ৭৭,১৪,৩৮৫.৬৯ টাকা (সাতাত্তর লাখ চৌদ্দ হাজার তিনশো পঁচাশি টাকা এবং উনসত্তর পয়সা) টাকা ০১.০৩.২০০৮ থেকে ৩০.০৬.২০১৫ পর্যন্ত জমাকৃত সুদ। মোট ১,২৩, ১৬,১৪২.৪১ টাকা (এক কোটি তেইশ লাখ ষোলো হাজার একশো বিয়াল্লিশ টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা) টাকা**। চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য আইনসম্মতভাবে আদায়যোগ্য বকেয়া লোনের নিয়ম এবং চুক্তি অনুযায়ী এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/কর্পোরেট জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/কর্পোরেট জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/কর্পোরেট জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া পরিমাণ **৪৬,০১,৭৫৬.৭২ টাকা (ছেচল্লিশ লাখ এক হাজার সাতশো ছাপান্ন টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা) টাকা আরও ৭৭,১৪,৩৮৫.৬৯ টাকা (সাতাত্তর লাখ চৌদ্দ হাজার তিনশো পঁচাশি টাকা এবং উনসত্তর পয়সা) টাকা ০১.০৩.২০০৮ থেকে ৩০.০৬.২০১৫ পর্যন্ত জমাকৃত সুদ। মোট ১,২৩, ১৬,১৪২.৪১ টাকা (এক কোটি তেইশ লাখ ষোলো হাজার একশো বিয়াল্লিশ টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা) টাকা**। চুক্তি মতে উপরোক্ত পরিমাণ সহ পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক এবং চার্জ সহ আদায় দিতে দায়বদ্ধ।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/কর্পোরেট জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি প্লট নং ৪ পরিমাণ ০২ কাঠা এবং ১০ বর্গ ফুট কমবেশি দাগ নং-২১০/৩৬১ এর অংশ, এবং ২৯০/৩৭৯ খতিয়ান নং-১৯৪ এবং ১৮৩, মৌজা-গঙ্গারামপুর, থানা-বেহালা, এস আর-আলিপুর, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
চৌহদ্দি : উত্তরে : প্লট নং ২, দক্ষিণে : প্লট নং ৬, পূর্বে : ১০ সাধারণ চলার পথ এবং পরবর্তীতে প্লট নং ৩, পশ্চিমে : বারিণ মুন্সীর ভবন সমন্বিত।
সম্পত্তি শ্রী ননী গোপাল চক্রবর্তীর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ১-১৭৯৫৭-১৯৯০ সালের অনুযায়ী।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ : ০৭.০৯.২০২৩
স্থান : বেহালা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই এসএআরবি-সাউথ বেঙ্গল

জয়শ্রী নির্মাণ লিমিটেড
রেজি. অফিস ১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং #৫০৩, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯ **ফোন নং** (০৩৩) ২৪৪৫১০৫১/৫২,
ই-মেল আইডি : jayshreenirmanlimited@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.jayshreenirman.com
CIN NO.-L45202WB1992PLC054157

নোটিশ

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যগণের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ('ওএভিএম') সুবিধার মাধ্যমে শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত শনিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে বেলা ১২ টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে। ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য সংস্থান এবং ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এবং জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০,১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, এবং ০৩/২০২২ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারি ২০২১ এবং ৫ মে ২০২২ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ), ভারত সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত, এবং সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ তারিখ ১২ মে ২০২০ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি) কর্তৃক ইস্যুকৃত অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে।
২. এজিএম অন্তর্ভুক্ত নোটিশের কপি এবং সভায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় নির্দেশ সহ এবং রিমোট ই ভোটিং এর নোটিশ ইমেল মারফত পাঠানো হয়েছে সদস্যগণকে ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সিকিউরিটিজ (ইন্ডিয়া)লিমিটেডের নিকট নথিভুক্ত আছে।
৩. যোগাযোগের এবং সংশ্লিষ্ট সভার নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.jayshreenirmanlimited.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com থেকে পাওয়া যাবে।
৪. আরও অবগত করা হচ্ছে কোম্পানি সদস্যগণকে উক্ত এজিএম উল্লিখিত বিষয়ে এবং প্রস্তাব সমূহের জন্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদান করবে। সদস্যগণ সিডিএসএল এর ব্যবস্থিত বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যেকোনও স্থান থেকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন ('রিমোট ই-ভোটিং')। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট দানের সুবিধা এজিএম চলাকালীন সময়েও সদস্যগণের উপস্থিতি সাপেক্ষে পাবেন, যদি তারা রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদান না করে থাকেন। রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা বুধবার ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ সকাল ৯টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং শেষ হবে শুক্রবার ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ বিকাল ৫টায় (আইএসটি)। উক্ত নির্দিষ্ট সময় ও তারিখের পর ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়া যাবে না। যে সকল ব্যক্তির নাম শেষ তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ অনুযায়ী কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টারে/সুবিধাভোগী মালিক হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে তারাই কেবল এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং বা ভোটদানের সুবিধা পাবেন। যে সকল সদস্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমে, নথিভুক্তের মাধ্যমে শেয়ার অধিকার করেন এবং যারা এজিএম নোটিশে উল্লিখিত মতে তাদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি তারাই সুবিধা পাবেন। যারা কোম্পানির শেয়ার অধিকার করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন নোটিশ পাঠানোর পর এবং শেয়ার অধিকার করেন সংশ্লিষ্ট শেষ তারিখ অনুযায়ী তারা লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন helpdesk.evoting@cdsl.com অনুরোধ পাঠিয়ে।
যাহোক, কোনও সদস্য ইতিমধ্যেই সিডিএসএল নথিভুক্ত করে থাকেন রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য তিনি বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে তিনি পাসওয়ার্ড পুনরায় সেট করতে পারেন 'ফরগট ইউজার ডিটেলস/পাসওয়ার্ড' বা 'ফিজিক্যাল ইউজার রিসেট পাসওয়ার্ড' বিকল্প ব্যবহার মাধ্যম যা পাওয়া যাবে https://www.evoting.cdsl.com থেকে। ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড জানার বিস্তারিত প্রক্রিয়া এজিএম নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, যা কোম্পানির এবং সিএসডিএল-এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।
৫. যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তারা ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এজিএম-এ অংশ নিতে পারেন কিন্তু উক্ত এজিএম-এ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না। যে সকল সদস্য ডিমেটেরিয়ালাইজড উক্ত এজিএম-এ শেয়ার অধিকার করেন এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি তারা অনুরোধ করছেন মাধ্যমে অ্যাপডেট/রেজিস্টার করার জন্য সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টি সিপেন্টস এবং যারা নথিভুক্তের আকারে শেয়ার অধিকার করেন তাদের অ্যাপডেট/রেজিস্টার করতে তাদের ইমেল ঠিকানা ফোলিও নম্বর সহ। শেয়ারহোল্ডারের এবং স্ব প্রত্যয়িত প্যান কার্ডের কপি, কোম্পানির ইমেল ঠিকানা jayshreenirmanlimited@gmail.com অথবা নিচ টেকনোলজিস প্রা. লিমিটেড-এর ইমেল ঠিকানা nichetechpl@nichetechpl.com পাঠিয়ে।
৬. ই-ভোটিং সম্পর্কে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়েল যা পাওয়া যাবে www.evotingindia.com থেকে এবং helpdesk.evoting@cdslindia.com থেকে। সদস্যগণ কোম্পানির ওয়েবসাইট jayshreenirmanlimited@gmail.com সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন।

জয়শ্রী নির্মাণ লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
সৌরভ ব্যানার্জি
মেম্বারশিপ নং ৩৭১৪৩
কোম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ : ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
স্থান : কলকাতা

ইদায়ার জিঙ্ক লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর **U27204WB2000PLC091214**
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩৭/২, চিনার পার্ক, নিউ টাউন, রাজারহাট মেইন রোড, পো. হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০১৫৭ টেলিফোন +৯১ ৯৯৩০২৮৯৯৮৩
কর্পোরেট অফিস : মার্কেন্টাইল চেম্বারস, ১২, জে.এন. হেরেদিয়া মার্গ, বালার্ড এস্টেট, মুম্বই : ৪০০০০১ টেলিফোন : ০২২-৪১২৬৩০০০/০১/০২
ইমেল আইডি : **greenpanelllp@gmail.com**

তেইশতম বার্ষিক সাধারণ সভা-রিমোট ই-ভোটিং তথ্য এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে **ইদায়ার জিঙ্ক লিমিটেডের** সদস্যদের তেইশতম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম") মাধ্যমে শুক্রবার ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ দুপুর ১২টায় অনুষ্ঠিত হবে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে, এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলি এবং ০৮/০৪/২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩/ ০৪/২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ০৫/০৫/২০২০ এবং সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২১ তারিখ ১৩/০১/২০২১ এবং ০২/২০২২ তারিখ ০৫/০৫/২০২২ এবং ২৮/১২/২০২২ এর কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা হয়েছে এজিএম আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে সেট করা ব্যবসা লেনদেন করার জন্য। ভিসি/ওএভিএম ব্যবসায়িক সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৩-এর অধীনে কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে। প্রাসঙ্গিক সার্কুলার, ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের জন্য এজিএম-এর বার্ষিক প্রতিবেদন এবং নোটিশের সাথে সম্মতিতে ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ শুধুমাত্র কোম্পানির সেই সদস্যদের ইমেল করা হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা(গুলি) কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত। উল্লিখিত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে https://edayarzinc.in-এও পাওয়া যায়। ২৩তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত নথিগুলি সদস্যদের দ্বারা পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ করা হবে কোনো ফি ছাড়াই, শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডে, এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রচারের তারিখ থেকে এজিএমের তারিখ পর্যন্ত। সদস্যরা যারা এই ধরনের নথি পরীক্ষা করতে চান তারা greenpanelllp@gmail. com-এ একটি ই-মেইল পাঠাতে পারেন।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে শুক্রবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত এজিএমের উদ্দেশ্যে বন্ধ থাকবে৷
যে সদস্যরা মিটিং চলাকালীন তাদের মতামত প্রকাশ করতে/প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চান তারা তাদের নাম, ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট নম্বর/ফোলিও নম্বর, ইমেল আইডি, মোবাইল নম্বর উল্লেখ করে একটি স্পিকার হিসাবে নিজেকে নিবন্ধন করতে পারেন greenpaenelllp@gmail.com-এ মঙ্গলবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে। যে সদস্যরা স্পিকার হিসাবে নিজেদের নিবন্ধিত করেছেন তাদের শুধুমাত্র মিটিং চলাকালীন তাদের মতামত প্রকাশ করতে/প্রশ্ন করার অনুমতি দেওয়া হবে। কোম্পানি এজিএমের জন্য সময়ের প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে স্পিকারের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮-এর পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০-এর সাথে পঠিত, সংশোধিত এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিং (এসএস-২) হিসাবে ভারতের কোম্পানি সেক্রেটারিদের ইনস্টিটিউট দ্বারা জারি করা হয়েছে, কোম্পানি লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা প্রদত্ত 'রিমোট ই-ভোটিং' এর সুবিধাটি তার সদস্যদের অফার করতে পেরে আনন্দিত হয় যাতে তারা উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে সেট করা সমস্ত রেজোলিউশনে ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোট দিতে সক্ষম হয়। সকল সদস্যদের আরও জানানো যাচ্ছে যে :
ক. এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত ব্যবসাটি ইলেকট্রনিক উপায়ে লেনদেন করা যেতে পারে।
খ. ইলেকট্রনিক মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে মঙ্গলবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ সকাল ৯টায় (আইএসটি) এবং বৃহস্পতিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ বিকাল ৫টায় (আইএসটি) শেষ হবে।
গ. এজিএমের সময় দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং দ্বারা ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হল শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।
ঘ. যে কোনো ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির ২৩তম এজিএম-এর নোটিশ ইমেলের মাধ্যমে পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন enotices@linkintime.co.in-এ বা কোম্পানির ইমেল ঠিকানায় greenpanelllp@gmail.com-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে।
ঙ. এছাড়াও, ই-ভোটিংয়ের সুবিধাটি ২৩তম এজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে এবং ২৩তম এজিএম-এ উপস্থিত সদস্যরা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম-এ ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।
চ. যে সদস্যরা এজিএমের আগে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে যোগ দিতে পারেন কিন্তু এজিএম-এ তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
ছ. সদস্যরা মনে রাখবেন যে দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা বিকাল ৫টায় নিষ্ক্রিয় করা হবে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে একবার সদস্য দ্বারা একটি রেজোলিউশনের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
জ. একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তিনি সেই সময়ে দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং সেইসাথে ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন এজিএম এর
ঝ. দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির জন্য, সদস্যরা এজিএম আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তিতে নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে পারেন এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যার ক্ষেত্রে সদস্যরা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) উল্লেখ করতে পারেন এবং ইনস্টাভোট ই-ভোটিং ম্যানুয়াল https://instavote.linkintime.co.in-এ উপলব্ধ, সহায়তা বিভাগের অধীনে enotices@linkintime.co.in-এ একটি ইমেল লিখুন বা আমাদের কল করুন- টেলিফোন ০২২-৪৯১৮৬০০০ নম্বরে। ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ারের ক্ষেত্রে সদস্যদের তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এবং কোম্পানি এবং/বা আরটিএ (লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) শেয়ারের ক্ষেত্রে শেয়ারের জন্য ফিজিক্যাল আকারে ধারণ করুন। ভবিষ্যতে কোম্পানি থেকে ইমেলের মাধ্যমে বার্ষিক প্রতিবেদন, বিজ্ঞপ্তি, সার্কুলার ইত্যাদি পাওয়ার জন্য। এছাড়াও সদস্যদের এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত নোট এবং বিশেষ করে এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী, দূরবর্তী ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ইদায়ার জিঙ্ক লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
মহ. বিসমিথ আলিঙ্গাল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিএফও
ডিন : ০৮২২৭১৭০
স্থান : মুম্বই
তারিখ : ০৭.০৯.২০২৩

पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কেল সস্ত্র সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১, ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক /সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকী/ চার্জযোগ্য ঠিকানা, যার বাস্তবিক/গঠনমূলক/প্রতীকী দখল নিয়েছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে"** এবং **"যেখানে যা-কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কাছে বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পত্তির তফসিল

লট. নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-র বন্ধকদাতা)	ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ই-অকশনের তারিখ ও সময়
১.	ক) শাখা: দক্ষিণ শহরতলি বেহালা (০৭১৭২০) খ) ১. দেবাশিস ভট্টাচার্য ২. কৌশিক ভট্টাচার্য গ) ১. দেবাশিস ভট্টাচার্য ২. কৌশিক ভট্টাচার্য দেবযানী এপার্টমেন্ট, ৪র্থ তলায় রুম নং ৪০২, ৫৭/১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০ ০৩৪। এছাড়াও দেবযানী এপার্টমেন্ট, ২য় তলা, রুম নং ২০২, ৫৭/১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৩৪। অ্যাকা. নং : ০৭১৭৩০০০০৮১০৫ সম্পত্তি আইডি : PUNBDEBASHISBH	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২০২ এর সকল যার আছে ২ (দুই) বেড রুম, ১ (এক) ডাইনিং-কাম-হল রুম, ১ (এক) রান্নাঘর, একটি টয়লেট এবং দ্বিতীয় তলায় কমবেশি ৭২০ বর্গফুট পরিমাপের সুপার বিল্ট আপ এলাকা এবং প্রথমতলায় কমবেশি ১২০ বর্গফুট এলাকা পরিমাপের একটি গাড়ি পার্কিং স্পেস এবং সেই সমস্ত অংশে অবস্থিত "দেবযানী অ্যাপার্টমেন্ট" নামে বিল্ডিংয়ের ৬ (ছয়) কাঠা ১ (এক) ছটাক ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বর্গফুট জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের আনুপাতিক শেয়ার বা ইন্টারেস্ট সহ এবং বিল্ডিং এর প্লট নং এ, সিএস খতিয়ান নং ১৮১৮ এর অধীনে সিএস দাগ নং ৩৯৬৩ এর অংশ হওয়ায় আর.এস. দাগ নং ১৩৬২৮ এর অধীনে আরএস খতিয়ান নং ৬৩৬৫ বেহালা মৌজায়, জে.এল. নং ২, এখন প্রেমিসেস নং ৫৭/১এ, পঞ্চাননতলা লেন হিসাবে পরিচিত এবং নম্বর দেওয়া হয়েছে, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১৩১ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত থানা পূর্বে বেহালা বর্তমান পরশ্রী, কলকাতা-৭০০০৩৪ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায়। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত : উত্তরে - বেহালা ইয়ংস ক্লাব, দক্ষিণে - শ্রী হরিপদ চক্রবর্তী এবং অন্যান্যদের বাড়ি, পূর্বে শ্রী ডি.পি. ব্যানার্জির বাড়ি এবং ১২ ফুট সাধারণ প্রবেশ পথ, পশ্চিমে - চন্দন ঘোষের বাড়ি। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান: ২২.৫০৩১৯, ৮৮.৩১৬১৩ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ০১.০৬.২০২৩ খ) ২০,২২,৪৯৬.২৬.০০ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ৩১.০৮.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৭.৯০ লক্ষ টাকা খ) ১.৮০ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
২.	ক) শাখা : বড়িষা (০৮৮৩২০) খ) মেসার্স ড্রিম রিয়েলিটি অ্যান্ড কনসালটেন্ট স্বত্বাধিকারী- মনোদীপ ব্যানার্জি ২৬ ইয়েনি সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১০৪। গ) জামিনদার : ১. শ্রীমতী শুভ্রা মুখার্জি ২. শ্রী অশোক কুমার মুখার্জি ২০এ, পল্লী মঙ্গল কলোনি, পশ্চিম বড়িষা, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৬৩। অ্যাকা. নং : ০৮৮৩২৫০০০৩২০৯ এবং ০৮৮৩২০আইবি০০০০০০৬০ সম্পত্তি আইডি: PUNBDREAMREALTY	জি+৩ তলা বিল্ডিংয়ের সমগ্র তৃতীয় তলায় স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, ফ্ল্যাটটির পরিমাপ ১০০০ বর্গফুট এবং ১৪০ বর্গফুট যার আছে তিনটি শয়নকক্ষ, বাথরুম, একটি ড্রয়িং রুম, একটি রান্নাঘর এবং একটি গ্যারেজ সেইসঙ্গে জমির আনুপাতিক শেয়ার এবং সাধারণ সুযোগ-সুবিধা; ভবনটি মৌজা- পশ্চিম বড়িষা, জেএল নং ১৯, ইপিতে নং ২০এ, এসপি নং ২২/১সি, এস. প্লট নং ৩৪০৬, ৩৪০৭ এবং ৩৮৮৪, থানা- ঠাকুরপুকুর পল্লীমঙ্গল কলোনীর মধ্যে বর্তমানে কেএমসি প্রেমিসেস নং ৬৬, কেএমসি এর ওয়ার্ড নং ১২৫ এ অবস্থিত। স্থাবর সম্পত্তি : সম্পত্তিটি যথাযথভাবে **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত নিম্নরূপ:** উত্তরে - শ্রী চক্রবর্তীর সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণে - ১৫' প্রশস্ত রাস্তা দ্বারা, পূর্বে - ১৫' প্রশস্ত রাস্তা দ্বারা, পশ্চিমে -শ্রী ভানু কুমারের সম্পত্তি দ্বারা । **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী শুভ্রা মুখার্জি এবং শ্রী অশোক কুমার মুখার্জি।** **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : ২২.৪৯৮৭, ৮৮.৩৬৭১২ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ১৫.০৯.২০২২ খ) ১০,৭৭,৯৯৯.০০ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ১৯.০১.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৩১.২৩ লক্ষ টাকা খ) ৩.১৩ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৩.	ক) শাখা : গার্ডেন রিচ (০৭১৮২০) খ) মেসার্স স্টার মার্চেন্টস (স্বত্বাধিকারী : শ্রী তন্ময় সেনগুপ্ত) ৫১ডি, কালীচরণ দত্ত রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৬১। গ) শ্রীমতী অনিন্দিতা সেনগুপ্ত (জামিনদার), স্বামী- শ্রী তন্ময় সেনগুপ্ত (স্বত্বাধিকারী) ৫১ডি, কালী চরণ দত্ত রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৬১। অ্যাকা. নং : ০৭১৮২৫০৩০২৫৮৬ সম্পত্তি আইডি: PUNBSTARMERCHANT	জি+৩ তলা মল্লিকা অ্যাপার্টমেন্ট নামক বিল্ডিং -এর ৪র্থ তলায় স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, উত্তরমুখী, সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৫৩৬ বর্গফুট। একটি বেড রুম, লিভিং কাম এন্ট্রান্স রুম সহ জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ অন্যান্য সুবিধা সহ কেএমসি প্রেমিসেস নং ৫১ডি, কালী চরণ দত্ত রোড, মৌজা - সরকেলাট, থানা - ঠাকুরপুকুর, জেএল-১৪, তৌজি-৪১১, আরএস নং ১৮৩, খতিয়ান- ১০৭, দাগ নং ১০৯ ও ১১০, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২৬, কলকাতা- ৭০০ ০৩৪-এ অবস্থিত, **শ্রীমতী অনিন্দিতা সেনগুপ্তের নামে** ডিড অফ কনভেয়েন্সের দলিল আই-০০৩৩৬ সাল- ২০১০, ১৩.০১.২০১০ তারিখে নিবন্ধিত। জমির প্রেমিসেসটি দলিল অনুসারে যথাযথভাবে **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - ১২ ফুট কমন প্যাসেজ, দক্ষিণ - সিএস দাগ নং ১০৭ এবং ১১০ এর অংশ, পূর্ব - মিস্টার বড়ুয়ার জমি এবং বাড়ি, পশ্চিম - ১২ ফুট কমন প্যাসেজ। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান: ২২.৪৮২৮০৪, ৮৮.৩০৭৫৯০ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ১৪.০৭.২০১৫ খ) ৪১,১২,৫৯৭.৫০ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ০২.০৬.২০১৬ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৬.৪৮ লক্ষ টাকা খ) ১.৬৫ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৪.	ক) শাখা : নাকতলা (১৪০৭২০) খ) মেসার্স শিবম এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী : অরূপ নন্দী ১৯/১/১এ, ডি.পি.পি. রোড, নাকতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৪৭। গ) জামিনদারগণ : ১. মিঠু নন্দী ২. অরিত্র নন্দী ১৯/১/১এ, ডি.পি.পি. রোড, নাকতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৪৭। অ্যাকা. নং : ১৪০৭২৫০২০১৩৯১ সম্পত্তি আইডি : PUNBSHIVAMENT	গ্রাউন্ড প্লাস তিনতলা ভবন এর সম্পূর্ণ দোকান ঘরের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, উত্তর পশ্চিমের সামনের দিকের সিমেন্টের মেঝে বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন অনুসারে ২০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা। সম্পত্তিটি ৩ কাঠা ৮ ছটাক এবং ৩৫ বর্গফুট একটি জমিতে অবস্থিত সেইসঙ্গে গ্রাউন্ড প্লাস তিন তলা ভবন এবং মৌজা - নাকতলা, আরএস নং ২৪, জেএল নং ৩২, তৌজি নং ৫৬ খতিয়ান নং ১০১-এর দাগ নং ৪৪২-এ রেকর্ড করা হয়েছে, প্রেমিসেস নং ১৯/১/১এ, দুর্গা প্রসন্ন পরমহংস রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭, অ্যাসেসি নং- ২১-১০০ ০৪-০৩৮৫-৮ এবং কেএমসি এর ১০০ নং ওয়ার্ডের মধ্যে অবস্থিত, থানা - পাটুলি এখন নেতাজি নগর, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস এডিএসআর- আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণায়, দলিল নং আই-০০৮৯৩/২০১৬। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী অরূপ নন্দী (ঋণগ্রহীতা), শ্রীমতী মিঠু নন্দী এবং মাস্টার অরিত্র নন্দী (জামিনদার), চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - সিএস প্লট নং ৩০৭ এবং ৪৪১, পূর্ব দিকে - প্লট নং ৪৪২ এর অংশ, দক্ষিণে - ১২ ফুট (কমবেশি) প্রশস্ত নাকতলা লেন, পশ্চিমে - প্লট নং ৪৪২ এর অংশ। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান: ২২.৪৭৩০৩৪, ৮৮.৩৭১২৪৭ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ০৫.০৪.২০২৩ খ) ১১,৮৪,৭৭৩.৭৯ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ২০.০৭.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১০.৫৫ লক্ষ টাকা খ) ১.০৬ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৫.	ক) শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০) খ) মেসার্স এস. কে. লেদার স্বত্বাধিকারী- শ্রী সাধন কর পুলিশ পাড়া, পোস্ট - পাঁচপোতা, থানা সোনারপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১৫২। গ) জামিনদার : ১. শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ মাইতি ২. শ্রীমতী রাখি মাইতি পুলিশ পাড়া, পোস্ট - পাঁচপোতা, থানা - সোনারপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১৫২। অ্যাকা. নং: ০১৪৩২৫০০১১০২৪ সম্পত্তি আইডি : PUNBSKLEATHER001	১ কাঠা ০৬ ছটাক ৩০ বর্গফুট জমির প্লটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং দ্বিতল বিল্ডিং যার আরএস দাগ নং ৪৩০, আরএস খতিয়ান নং ২৯, মৌজা - সন্তোষপুর, কেএমসি প্রেমিসেস নং ১৮২, কালী কুমার মজুমদার রোড (মেলিং ঠিকানা- ৩এ, কালীবাড়ি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৭৫) থানা - পূর্ব যাদবপুর এখন সার্ভে পার্ক কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০৪, কেএমসি অ্যাসেসি নং ৩১১০৪২৭০১৮২১ কলকাতা- ৭০০০৩৪, **শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ মাইতি এবং শ্রীমতীর রাখি মাইতির নামে** ২০১২ সালের ডিড অফ কনভেয়েন্স আই-০৩৮৫৫, ০৪.০৫.২০১২ তারিখে নিবন্ধিত, বুক-আই, সিডি ভলিউম নং ০৯, পৃষ্ঠা ১৬২-১৯৩-এ নিবন্ধিত। **জমির জায়গাটি দলিল অনুসারে যথাযথভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- প্রেমিসেস নং ০৩ কালিবাড়ি রোড, দক্ষিণ- প্রেমিসেস নং ২৪৫, কে কে মজুমদার রোড, পূর্ব - প্রায় ৯ ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ এবং আংশিকভাবে প্রেমিসেস নং ৩ কালিবাড়ি রোড, পশ্চিম- শ্রী পীযূষ সাহার বাড়ি। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান: ২২.৪৯৪০৮৩, ৮৮.৩৮০৫৭৯ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ০৫.০৭.২০১৯ খ) ২৩,৫১,০৮৪.০০ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ০৯.০৯.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৩৩.৪০ লক্ষ টাকা খ) ৩.৩৪ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৬.	ক) শাখা: বোসপুকুর রাজডাঙ্গা (০৯৫৫২০) খ) মলয় মন্ডল পিতা- প্রয়াত জেগেরনাথ মন্ডল ৭৭, বি. বি. চ্যাটার্জি রোড, কসবা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৪২। অ্যাকা. নং : ০০৭৪৩০০০২২২৩৩ সম্পত্তি আইডি : PUNBMALAYMONDAL	স্বতন্ত্র স্বাধীন আবাসিক ফ্ল্যাট নং এ-ও এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, প্রথমতলায় অবস্থিত, বিল্ডিংয়ের পশ্চিম দিকে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৯০০ বর্গফুট পরিমাপ। দুটি বেড রুম, একটি লিভিং-কাম-ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট, একটি ডব্লিউসি এবং একটি বারান্দার সাথে সিঁড়ি সমন্বিত এবং জি+৩ তলা ভবনের নীচের অংশের অবিচ্ছেদ্য আনুপাতিক শেয়ার সহ, প্রেমিসেস নং- ২বি, নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী রোড, কলকাতা - ৭০০০৪২, আরএস দাগ নং ৪৬১ এবং ৪৬২ খতিয়ান নং ১৯০ এর অধীনে, মৌজা - গদশা, কসবা, জেএল নং ১৭, থানা- কসবা, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ৯১ এর সীমার মধ্যে, জেলা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), সেইসঙ্গে সমস্ত সুবিধার অধিকার সহ। এবং **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে :** দক্ষিণে- প্রেমিসেস নং ২সি, এন.সি. চৌধুরী রোড; উত্তরে- প্রেমিসেস নং ২এ, এন.সি. চৌধুরী রোড; পূর্ব দিকে- ১২' ফুট চওড়া কেএমসি রোড; পশ্চিমে- এস. সামন্তের বাড়ি। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী মলয় মন্ডল, পিতা- প্রয়াত জেগেরনাথ মন্ডল। সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান: ২২.৫১৫৬৮, ৮৮.৩৭৬৯৩ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ০৫.০৬.২০২৩ খ) ৩২,১৫,০৮২.১০ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ০৫.০৯.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৩২.৯৮ লক্ষ টাকা খ) ৩.৩০ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৭.	ক) শাখা- কলকাতা লেক এলাকা (১৪৪৯০০) খ) সুরজিৎ ঘোষ ২৯১, উজ্জল পার্ক, ব্রহ্মপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৯৬। অ্যাকা. নং : ১৪৪৯০০৯৯০০০০০০৫৫, ১৪৪৯০০আরএফ০০০০০১৩ এবং ১৭৭১০০এনসি২০০৩১১৮৬ সম্পত্তি আইডি: PUNBSURAJITGH	কমবেশি প্রায় ১ কাঠা, ৮ ছটাক বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং দোতলা ভবন "আশা" - ব্রহ্মপুর মৌজায় অবস্থিত জেএল-৪৮, আরএস নং ১৬৯, তৌজি নং ৬০, আরএস. খতিয়ান ৩৩৪, আরএস দাগ নং ৫১৮ থানা রিজেন্ট পার্ক এর অধীনে এখন বাঁশদ্রোনি, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১১১, পোস্ট - ব্রহ্মপুর উজ্জ্বল পার্কের কাছে, এবং ব্রহ্মপুর- বাদামতলা অটো স্ট্যান্ড কলকাতা - ৭০০ ০৯৬, ২০০৩ সালের দলিল নং ০৫৬১১, বই নং-আই, ভলিউম নং ৩৭৩, পৃষ্ঠা ৯৬ থেকে ১১৮ পর্যন্ত **শ্রী সুরজিৎ ঘোষ এর নামে,** পিতা-নির্মল কুমার ঘোষ। **জমির প্রেমিসেসটি যথাযথভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - আরএস দাগ ৫১৭ এর জমি, দক্ষিণ - আরএস দাগ ৫১৮ এর জমি, পূর্ব- ১২ ফুট কমন প্যাসেজ, পশ্চিম - আরএস দাগ ৫১৮ এর জমি। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান: ২২.৪৫৯৭৪৩, ৮৮.৩৬০৬৩০ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ২৫.০৪.২০২৩ খ) ৩০,৫০,৫৩১.০০ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ২২.০৭.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৩৬.৫৫ লক্ষ টাকা খ) ৩.৬৬ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা

সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : ব্যাঙ্কের কাছে অজানা

-: নিয়ম ও শর্তাবলী :-
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও
১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে **'যেখানে যেমন ঠিকানা ভিত্তিতে'** এবং **'যেখানে যা ঠিকানা ভিত্তিতে'** এবং **'যেমন ঠিকানা ভিত্তিতে'**।
২. উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী কিন্তু সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসার কোনও ত্রুটি, ভুল তথ্য অথবা তথ্য বাদ দেওয়া সম্পর্কে দায়ী হবেন না।
৩. ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jspon -এ প্রদত্ত ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয় করা হবে **১৯.১০.২০২৩ তারিখ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা পর্যন্ত।**
৪. সংশ্লিষ্ট বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন: **www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app** এবং **www.pnbindia.in**
৫. সম্পত্তি পরিদর্শন করা যেতে পারে **১৫.১০.২০২৩ থেকে ১৮.১০.২০২৩ তারিখে।**
৬. সম্পত্তির অবস্থানের জন্য, গুগল ম্যাপ খুলুন এবং সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থানে প্রদত্ত স্থানাঙ্কগুলি টাইপ করুন : উদাহরণস্বরূপ, ২২.৪৮২৮০৪, ৮৮.৩০৭৫৯০

তারিখ : ০৮.০৯.২০২৩
স্থান: কলকাতা
চিফ ম্যানেজার/অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

বিমানবন্দরে নেমেই লোকগানের তালে পা মেলালেন আইএমএফ প্রধান

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর: শুক্রবার আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার তথা ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড (আইএমএফ)-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্রিস্টিনা জর্জিয়েভা পদার্পণ করলেন ভারতে। আর দিল্লি বিমানবন্দরে নেমেই দিলখুশ হয়ে গেল তাঁর। ক্রিস্টিনাকে দেখা গেল ভারতের লোকগানের তালে পা মেলাতে।

ভারতে আয়োজিত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের সম্মাননীয় অতিথি ক্রিস্টিনা। শনি এবং রবিবার তিনি যোগ দেবেন জি-২০ অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির বৈঠকে। তবে ক্রিস্টিনা তার একদিন আগেই চলে এসেছেন ভারতে। শুক্রবার দুপুরে দিল্লি বিমানবন্দরে নামেন তিনি। সেখানেই আইএমএফ প্রধানকে স্বাগত জানাতে সম্বলপুরী লোকগানের তালে নাচছিলেন ওড়িশার শিল্পীরা। ক্রিস্টিনা তাঁদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন। তার পরেই তাঁকে দেখা যায় সম্বলপুরী গানের তালে নেচে উঠতে। উত্তেজিত ক্রিস্টিনা দু'হাত তুলে প্রশংসাও করেন নর্তকীদের। তার পরেই তাঁকে নাচে যোগ দিতে অনুরোধ করেন ভারতীয় আয়োজকেরা।

অনুরোধ ফেরাননি ক্রিস্টিনা। নর্তকীরা তাঁকে হেসে স্বাগত জানাতেই তিনি তাঁদের অনুকরণ করে পা মেলান মঞ্চের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে। সেই মুহূর্তের ভিডিও রেকর্ড করেছিল সংবাদ সংস্থা এএনআই। ভিডিয়োটি পরে এক্স হ্যান্ডলে (সাবেক টুইটার) পোস্ট করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। মন্ত্রী লেখেন, 'সম্বলপুরী তালকে এড়িয়া যাওয়া কঠিন। আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্রিস্টিনাকে ভারত স্বাগত জানাল সম্বলপুরী নাচ এবং লোকগানের তালে।' অর্থ ভান্ডারের প্রধানের ভাবভঙ্গীতেও স্পষ্ট তিনি সন্তুষ্ট ভারতের আতিথ্যে।

নাম বিতর্কে এবার মোদি সরকারকে খোঁচা চিনের

বেজিং, ৮ সেপ্টেম্বর: 'ইন্ডিয়া' না 'ভারত', দেশের নাম কী হবে তা নিয়ে উত্তাল জাতীয় রাজনীতি। এবার নাম বিতর্কে মোদি সরকারকে খোঁচা দেওয়ার সুযোগ ছাড়ল না চিন। জিনপিং প্রশাসনের পরামর্শ, আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। 'ইন্ডিয়া-ভারত' না করে জি-২০ মঞ্চের সদ্ব্যবহার করুন।

উল্লেখ্য, দেশের নামবদল। এই মুহূর্তে জাতীয় রাজনীতির সবচেয়ে চর্চিত বিষয়। অথচ সেই নামবদল নিয়ে বিজেপির শীর্ষস্তরের নেতাদের এবং মন্ত্রীদের মুখ খোলার উপায় নেই। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মন্ত্রীদের নির্দেশ দিয়েছেন, এ নিয়ে সবার মুখ খোলার দরকার নেই। শুধু যারা এ সংক্রান্ত বিবৃতি দেওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তাঁরা মন্তব্য করবেন।

চিনের সরকারি মুখপত্র গ্লোবাল টাইমসে বলা হয়েছে, 'ভারতের অর্থনীতির ইতিহাস ১৯৪৭ সালেরও আগের। স্বাধীনতার পর এই মুহূর্তে তাদের উচিৎ দেশের অর্থনীতিকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যে কাজ করা। দেশের নাম বিতর্কে মাথা না ঘামিয়ে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা উচিৎ। এই মুহূর্তে জি-২০ সামিট নিয়ে গোটা বিশ্বের নজর রয়েছে ভারতের উপরে। ফলে নয়াদিল্লির এই মঞ্চের সদ্ব্যবহার করা উচিৎ। নিজেদের অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও বিদেশিলগ্নি, মুক্তবাণিজ্যের জন্য গোটা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।'

বিশ্লেষকদের মতে, ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলা জি-২০ সামিটের আগে নিজেদের মুখপত্রে জিনপিং প্রশাসন যেভাবে মোদি সরকারকে বিঁধেছে তাতে আগামিকাল চিন আন্তর্জাতিক মঞ্চেও এ নিয়ে সরাসরি আক্রমণ করতে পারে। এমনিতেই চিনা প্রেসিডেন্টের ভারতে না আসা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন নতুন ম্যাপ প্রকাশ করে চিন যে বিতর্ক তৈরি করেছে তার কারণেই জিনপিং ভারতের পথ এড়িয়ে যাচ্ছেন। এর মাঝেই চিনের মুখপত্রের খোঁচা ভারত-চিন দ্বৈরথকে আরও তীব্র করবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

নতুন রেকর্ড পাকিস্তানি কিশোরীর ৩৪টি বিষয়ে সর্বোচ্চ গ্রেড পেয়েছে মাহনূর চিমা

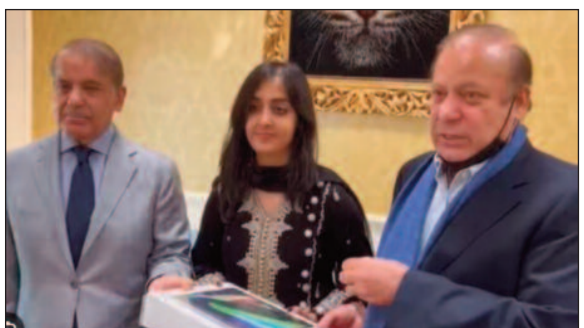

লন্ডন, ৮ সেপ্টেম্বর: ৩৪টি বিষয়ে সর্বোচ্চ গ্রেড পেয়ে নতুন রেকর্ড গড়ল ১৬ বছরের ব্রিটিশ-পাকিস্তানি কিশোরী। লন্ডনে জেনারাল সার্টিফিকেট অব সেকেন্ডারি এডুকেশন (জিসিএসই) স্তরের পরীক্ষায় এই সাফল্য পেয়েছে ওই কিশোরী। এই সাফল্যের পর মাহনূর চিমা নামের পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ওই কিশোরীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ এবং শাহবাজ শরিফ।

মাহনূরের সাফল্য নিয়ে শাহবাজ শরিফ এক্স-এ লিখেছেন, 'মাহনূর চিমার মতো উজ্জ্বল মনের যুবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সবসময়ই আনন্দের। বিভিন্ন বিষয়ে এ গ্রেড পেয়ে মাহনূর কেবল আমাদেরই গর্বিত করেনি। পড়ুয়াদের কাছে নতুন উদাহরণ তৈরি করেছে।' পাকিস্তানির প্রচুর শিশু-কিশোরদের এই সাফল্য অনুপ্রাণিত করবে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। পাক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, লন্ডনে মাহনূরের বাড়িতে গিয়ে নওয়াজ শরিফ ও শাহবাজ শরিফ তার সঙ্গে দেখা করেন এবং তাকে অ্যাপলের ম্যাকবুক প্রো উপহার দেন।

নোবেলজয়ী সমাজকর্মী মালালা ইউসুফজাইও মাহনূরের সঙ্গে দেখা করেছেন। একসঙ্গে নৈশভোজও করেছেন মামলা ও মাহনূর। সেই ছবি নিজের টুইটার হ্যান্ডল থেকে পোস্ট করেছেন মাহনূর। সেই পোস্টে ১৬ বছরের কিশোরীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মালালা।

জি-২০ বৈঠকের আঁচ প্রধানমন্ত্রীর এক্স প্রোফাইলে

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর: জি-২০ সম্মেলনে বিদেশি রাষ্ট্রনেতাদের স্বাগত জানাতে তৈরি হয়েছে ২৮ ফুট লম্বা নটরাজের মূর্তি। এবার সেই মূর্তির ছবিটিই এক্স-এ নিজের প্রোফাইল পিকচার বানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার থেকে শুরু হবে জি-২০ সম্মেলন। ইতিমধ্যেই ভারতে পৌঁছে গিয়েছেন বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রনেতা। শুক্রবার থেকেই বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে বৈঠকও শুরু করবেন প্রধানমন্ত্রী।

দিল্লির ভারত মণ্ডপমে সম্মেলনে যোগ দেবেন নানা দেশের প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রীরা। সেই ভবনের সামনেই বসানো হয়েছে বিশাল নটরাজ মূর্তি। ২৮ ফুট লম্বা মূর্তিটি ইতিমধ্যেই উদ্বোধন করা হয়েছে। তবে দিল্লির প্রগতি ময়দানে অবস্থিত এই ভারত মণ্ডপম কমপ্লেক্সটির উদ্বোধন হয়েছিল আগেই। চলতি বছরের জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী এই কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করেন। তবে একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চলছিল নটরাজ মূর্তির কাজ। মনে করা হচ্ছে, এই মূর্তিটিই বিশ্বের দীর্ঘতম নটরাজ মূর্তি।

শুক্রবার দুপুর নাগাদ দেখা যায়, এক্স-এ নিজের প্রোফাইল পিকচার পালটে ফেলেছেন মোদি। ভারত মণ্ডপম ও নটরাজ মূর্তিতে সেজে ওঠা এলাকার ছবিই প্রোফাইল পিকচারে বসান তিনি। এর আগে প্রোফাইল পিকচারে নিজের ছবিই রেখেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। লোকসভা ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ছবিটি ছিল তাঁর প্রোফাইল পিকচার।

জানা গিয়েছে, ১৮ জন কর্মী কাজ করছেন নটরাজের মূর্তি স্থাপনের কাজে। তামিলনাড়ুর শিল্পী এস দেবসেনাথিপ্যাথির নেতৃত্বে তৈরি হয়েছে ১৯ টন ওজনের মূর্তিটি। এছাড়াও অভ্যাগতদের স্বাগত জানাবে এআই নির্মিত অবতারও। 'মাদার অফ ডেমোক্র্যাসি' নামের এক প্রদর্শনী চলবে ভারত মণ্ডপমে। সেখানে ভারতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হবে। একেবারে বৈদিক আমল থেকে আধুনিক যুগ, সবটাই ধরা থাকবে ওই প্রদর্শনীতে। ১৬টি ভাষা ব্যবহৃত হবে প্রদর্শনীর অডিওয়। এর মধ্যে ইংরেজি ছাড়াও রয়েছে ফরাসি, ইতালিয়ান, কোরিয়ান ও জাপানি প্রভৃতি।

e-TENDER NOTICE
Office of the Khandaghosh Panchayat Samity
Sagrai, Purba Bardhaman

e-NIT No, BWN BWN/EO/KHANDA/NIET-02 & 03/2023-24 Dt. 08-09-2023 Tender Id: 2023_DMB_566045_1& 2023_DMB_566058_1
Bid submission start Dt. & Time (online): **08/09/2023 from 06:00pm** onwards Bid submission closing Dt. & Time (online): **22/09/2023 up to 05:00pm**
For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in**

Chakdaha Municipality

NOTICE
Chakdaha Municipality invites quotation vide N.I.Q. **no.02/Three Computer Set/ C.M/ 2023-2024, Dt-08.09.2023** for supplying Computer set. For further information please visit **www.chakdahamunicipality.in**

WRI&DD. e-NIT
On behalf of the Governor of West Bengal the Executive Engineer (A-I), Burdwan (A-I) Division, Purta Bhaban 2nd Floor, Burdwan-713103, Dist. Purba Bardhaman invite 01 (one) no. e-nit consisting of 02 (two) nos. groups in e-Tender from the experienced and bonafide resourceful agencies for Annual maintenance of Departmental Inspection Bungalow under Maintenance fund of Burdwan (A-I) Division against Tender Id: 2023_WRDD_564577_1 & 2023_WRDD_564634_1 with amount put to tender Rs. 4,83,237.00 & Rs. 4,88,149.00 respectively. Last Date of Online submission: 15.09.2023 up to 12.00 Noon. Details may be seen in the website **http://wbtender.gov.in** & office Notice Board.
Sd/-
Executive Engineer (A-I)
Burdwan (A-I) Division.

NOTICE
My clients **(1) Manabendra Singh (2) Abhisekh Kumar Singh** both Son of Ajoy Singh of Village- & P.O. Khampur, Tehsil Bhatpar Rani, District Deoria, Uttarpradesh executed a Power of Attorney on 22/1/2007 in favour of Gopal Seth, Son of Lt. Jiban Krishna Sett (2) Nilmoni Dey, Son of Lt. Sudhir Kumar Dey and (3) Satyanarayan Seth, Son of Lt. Lakshminarayan Set all residing at Buroshibtala, P.O. & P.S. Chinsurah, Dist. Hooghly to perform certain acts. **On 26/8/2023 Manabendra Singh and Abhisekh Singh revoked the power of Attorney dated 22/1/2007** through execution of a Notarial Power of Attorney before the Notary Public, Anirudhya Mukherjee, Judges Court, Hooghly. As such, further Gopal Seth, Nilmoni Dey and Satyanarayan Seth are not entitled do any act by dint of Power of Attorney dated 22/1/2007
Santanu Chatterjee
Advocate
Judges' Court, Hooghly

পূর্ব রেলওয়ে
জিইএম বিড নং ঃ ইসি/জিইএম/২০২৩/বি/৩৯১৩১৭৩/২৩-২৪, তারিখ ০৪.০৯.২০২৩। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, ২৪-পরগনা (উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য জিইএম ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ও তার অবস্থান ঃ** শপ ২৯, ২৯বি, ২৯বি অ্যাপ্টস ১ ও ২, ১৫.২৬.৩১ ও অ্যালায়েড অফিসগুলিতে এবং ডেপুটি সিইই(ডব্লু)/কাঁচরাপাড়ার অফিসে স্ক্র্যাপ রাবিশ ক্লিনিং স্ক্র্যাপিং স্যুইপিং ও সেগ্রিগেশন এবং মনোনীত জায়গাতে ট্রাক ডাম্পারে করে নন-সেলেব্ল রাবিশ গারবেজ ও অন্যান্য শপ ওয়েস্ট পরিবহন এবং স্যুইয়ারিং ড্রেনস পরিষ্কার তার কবওয়েব ওয়াল পরিষ্কার করা এবং ব্লকেজ দূর করার কাজ যার প্রস্তাবিত ব্যয় জিএসটি সমেত ১৫,২৯,২১৪.৬৪ টাকা। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১৫,২৯,২১৪.৬৪ টাকা (জিএসটি সহ)। **জমা-যোগ্য বায়নামূল্য ঃ** ৩০,৬০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** ০। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ২৪ মাস। **বিজ্ঞাপনের সময়সীমা ঃ** ০৪.০৯.২০২৩ থেকে ১৪.০৯.২০২৩-এ বিকাল ৫টা পর্যন্ত। **অফার জমার সময়সীমা ঃ** ০৪.০৯.২০২৩ থেকে ১৪.০৯.২০২৩ এ বিকাল ৫টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০৯.২০২৩-এ বিকাল ৫টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০৯.২০২৩-এ বিকাল ৫.৩০টায় বা তার পরে টেন্ডার খোলা হবে। **ওয়েবসাইট যেখান থেকে টেন্ডার নথিপত্র পাওয়া যাবে ঃ** টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েব সাইট www.gem.gov.in-এ ০৪.০৯.২০২৩ থেকে ১৪.০৯.২০২৩-এ বিকাল ৫টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে। (MISC-133/2023-24)
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মণিপুরে ভয়াবহ গুলির লড়াইয়ে নিহত ২ জন

ইম্ফল, ৮ সেপ্টেম্বর: ফের গুলির লড়াইয়ে কাঁপল মণিপুর। সূত্রের খবর, সশস্ত্র স্থানীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষ চলছে সেনাবাহিনীর। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। আহত অন্তত ২০ জন। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল ৬টা নাগাদ টেংনোপল জেলার পাল্লেল এলাকায় স্থানীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয় সেনাবাহিনীর। এখনও তা চলছে। সেনার পাশাপাশি এলাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে র‍্যাফ, মণিপুর পুলিশ ও অসম রাইফেলসের বিশাল বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বলে রাখা ভাল, মণিপুরের ১৬টি জেলার মধ্যে ৫টিতে কুকিরা সংখ্যাগুরু। তারমধ্যে অন্যতম হচ্ছে টেংনোপল। এখানে ইউনাইটেড পিপলস ফ্রন্ট ও কুকি ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলির জোরাল উপস্থিতি রয়েছে। স্থানীয়দের কাছেও রয়েছে প্রচুর হাতিয়ার। মেতেই গ্রামগুলিতে হামলার জন্য তা ব্যবহার করা হয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কুকি ও মেতেই দুই সম্প্রদায়ের জঙ্গি সংগঠনের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে সেনাবাহিনী। স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে হাতিয়ার জমা নেওয়ার প্রক্রিয়াও চলছে। তবে সন্ত্রাসদমন প্রক্রিয়ায় বাধা দিচ্ছে মেইরা পাইবির মতো সংগঠনগুলি। সাধারণ মানুষ বা 'ভূমিপুত্র'রা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জঙ্গিদের আড়াল করছে। সবমিলিয়ে পরিস্থিতি অত্যন্ত ঘোরাল। উল্লেখ্য, ৩ মে 'ট্রাইবাল সলিডারিটি মার্চ' শুরু করে 'অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ মণিপুর'। মেতেইদের তপসিলি উপজাতির তকমা না দেওয়ার দাবিতেই ছিল এই মিছিল। ক্রমেই তা হিংসাত্মক আকার ধারণ করে। মেতেই সংখ্যাগুরু ইম্ফল উপত্যকায় বেশকিছু বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। আর এর প্রতিক্রিয়াও হয় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে হিংসা। এপর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে প্রায় দুশো জনের। পাঁচ মাস ধরে জাতিদাঙ্গায় পুড়ছে মণিপুর। হাজার হাজার সেনা মোতায়েন করার পরও থেকে থেকেই জ্বলে উঠছে হিংসার আগুন।

e-Tender Notice
NIT No.- This office Memo No. - 646, Date: 08/09/2023, Duly filled Tender are invited for Construction of **(i) Supply and delivery of Eco-Rickshaw for carrying garbage for different Gram Panchayat. (3 nos/GP, total 15 units each Rs. 1,40,000.00 and (ii) Construction of Community Toilet at BL & LRO Office at Satgachia (Rs. 3,00,000.00)** from bonafide, eligible resourceful contractor/agency for the work under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) up to **15.09.2023** for detail information please contact with Memari-II P.S. office notice board/SAE Section.
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman

OFFICE OF
THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER JALANGI DEVELOPMENT BLOCK
MURSHIDABAD
No. NIT No & Sl No, 1. NIET NO. 02/JAL /E.O/ SWM/2023-24 Sl. No 01 TO 04. 2. NIET NO. 03/JAL /E.O/ MNB/2023-24 Sl. No 01 TO 11
BDO, Jalangi Block invites tender/ NIQ form bonafide contractors, Agencies, Institution, individuals for mentioned works. Detailed information is available at the undersigned office on any working days
Block Development Officer
Jalangi, Murshidabad.

Kuchut Gram Panchayat
Vill+P.O.- Paharhati, Dist.- Purba Bardhaman, 713146
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development works vide **NIT No.: KGP/04, Date: 08.09.2023. Fund: 15th CFC + SBM.** Bid Submission Closing Date (Online): **15.09.2023 up to 06:00 PM.** Bid Opening Date (Online): **18.09.2023 at 02:00 PM.** For more details please visit **http://wbtenders.gov.in** & **Contact: +91 8388012053**
Sd/-
Prodhan
Kuchut Gram Panchayat

Tender Notice
Sealed TENDER invited by the Prodhan Natidanga-II Gram Panchayat, under Karimpur-II Dev. Block, Nadia. NIT No: 01/SBM (GWM)/2023-24. Memo No: Nati-II/479(15)/2023.NIT No: 02/SBM (SWM)/2023-24. Memo No: Nati-II/480 (15)/2023.Dated: 07/09/2023.Last date of application : 15/09/2023 upto 2 PM. Sealed Tender dropping & Tender opening date: 21/09/2023. For more details please contact to the G.P office.
Sd/-Prodhan
Natidanga-II Gram Panchayat, Under Karimpur-II Dev. Block, Nadia.

NOTICE INVITING TENDER
Undersigned **NIeT No.: 35/EO Kh-II/2023-24, Date: 08.09.2023** for Supply of Testing and Commissioning Cabin Mounted E-Cart Vehicle under Khanakul-II PS area. Last Date of Closing of uploading bids ends on **22.09.2023 up to 06.00 PM.** For detail visit **wbtenders.gov.in**
Sd/-
EO
Khanakul-II Panchayat Samity, Hooghly

GANGASAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Gangasagar, P.S.: Gangasagar Coastal ,Dist.: 24 pgs (S)
ABRIDGE NIT
On behalf of Gangasagar Gram Panchayat of Sagar Block under S 24 Pgs dist. invites bids for Re- sinking of Tube well (NIT no.- 03, Sl 1-33) within the GP area. The Estimated Cost of each scheme excluding GST & L. Cess are Rs. 81530.00 respectively. The last bid submission date is **14.09.2023 till 2:00 pm.** Visit to our GP Office for details.
Sd/- Pradhan
Gangasagar Gram Panchayat

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 53/MF/I.T./T/23-24 Dated 08.09.2023.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Supply, Upgradation and Installation of Local Area Network. Last date of submission of tender: **25.09.2023 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

Bijur-II Gram Panchayat
Vill.- Jotram, P.O.- Satgachia, Dist.- Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender (NIT No.: 03)
e-Tender are invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide **Memo No.: 402/Bijur-II/2023, Date: 08.09.2023** for 01 nos. schemes such as **Construction of Community Sanitary Complex (CSC) at Ghoshpur Natun Pukur Par** under **SBM (G) & 15th FC (Tide) Fund.** Bid Submission Start Date: **09.09.2023 from 11:00 AM.** Bid Submission End Date: **15.09.2023 up to 11:00 AM.** Bid Opening Date (Technical & Financial): **18.09.2023 at 11:00 AM & 03:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Bijur-II Gram Panchayat

Office OF THE COUNCILLORS OF THE
GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Ghatal, Paschim Medinipur for the work:- Supply and delivery at site of **10 nos. of Two Wheeled Stainless Steel Water Tank Trailer of 2000 litre capacity** for Ghatal Municipality under available of Govt. Fund, as mentioned in the **NIT No.: WBMAD/GHATAL/NIT-9e/2023-24, Date: 08.09.2023, Tender ID: 2023_MAD_565466_1.** Details of the tender may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**
Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

Sapuipara Basukati Gram Panchayat
Sapuipara, Nischinda, Howrah – 711 227
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different development work(s) vide **Memo No.: 93/ 2023-24 & NIT No.: WB/HOW/BJ/SBGP/NIT-08/2023-24 (Sl. 1 to 4), Date: 08.09.2023.** Documents Download/Sale & Bid Submission Start Date (Online): **08.09.2023 at 06:00 PM.** Bid Submission End Date (Online): **15.09.2023 up to 06:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **18.09.2023 at 11:00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Sapuipara Basukati Gram Panchayat

ইভিএমে কারচুপি হয় না, জানাল জাতীয় নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর: ইভিএমে কারচুপি হয় না বা হ্যাক করা যায় না। সুপ্রিম কোর্টে এক হলফনামায় জানিয়ে দিল ভারতের নির্বাচন কমিশন। একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই সাড়ে চারশো পৃষ্ঠার ওই হলফনামায় কমিশন জানিয়েছে যে, ইভিএম সম্পূর্ণরূপে একক একটি মেশিন। ওই মেশিনে এককালীন প্রোগ্রামেবল চিপ রয়েছে।

হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে, প্রযুক্তিগত সুরক্ষা ব্যবস্থায় মেশিনগুলিকে ট্যাম্পার বা ম্যানিপুলেট করা যাবে না। একই সঙ্গে ভিভিপ্যাট-এর নকশা নতুন করে করা যাবে না বলেও জানিয়েছে কমিশন।

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT,
NORTH 24 PARGANAS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/ E-06 of 2023-24 (1st Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for Estimate of Proposed Ground, First & Second floor out of G+IV storied office Building for Basirhat Municipality is at Sarat Biswas Road, Basirhat on Mouza- Basirhat, J.L. No.-43, Khatian No. 03, Plot No. - 2017 & 7003/7021, Ward No.-07 under Basirhat Municipality,P.S.-Basirhat, Distt.- North 24 Parganas. e-Tende start date: **09/09/2023 at 9.00 A.M.** and Closing Date: **26/09/2023 upto 6.00 PM.** For more information, visit : **www.wbtenders. gov.in** and **www.basirhatmunici pality.in**
Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

TENDER NOTICE
Architectural firms are hereby invited to submit the quotation for the architectural job (drawing, designing and sanctioning, supervision of the building plan) in respect of Plot No. AA-IID-2743, Premises no. 01-0700, New Town, Kolkata, having 8700 Sq.ft. of area of Kolkata Police Co-operative Housing Society with 8 Nos flats. The last date of submission of the Quotation is (7 days gap from the dateof-publication) at **Box no T0909/2023-24** .of newspaper EKDIN PATRIKA, Narasingha Broadcasting Pvt. Ltd. 1, Old Court, House Corner, Tobacco House, 3" Floor, Room no 306(S) Kolkata-700001., The Selection Process is the discretionary part of the society.
(Kavita Kumari Samanta)
Chairperson

e-Tender Notice
Chairperson Board of Councillors, Dankuni Municipality, invites Tender for Construction of Surface Drain in Ward No- 01 & 18 (2 Nos. Tender under UD&MA Dept. Works) for **E-N.I.T No.- WBMAD/DKM/CP/e-NIT- 113/2023-24 and WBMAD/DKM/CP/e-NIT- 114/2023-24.** Bid Submission closing date (Online)- **25/09/2023.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-Tender.
Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

Rishi Bankimchandra Gram Panchyet
Under Kakdwip Dev. Block
Gobindarampur, Kakdwip, South 24 Pgs
Notice Inviting e-Tender
Nit No.- 174/9(e)/RBCGP/ SBM(G) / 23 last bid submission date is **17/09/2023 till 05:00 pm.** For more information Visit to **www.wbtenders.gov.in.**
S/D Pradhan,
Rishi Bankimchandra
Gram Panchayat

NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ No.	Name of Work
230/RSM/23-24 Dt.-08.09.2023	Supply of various stationary (printed) items for Rajpur-Sonarpur Municipality for the financial year 2023-2024.
231/RSM/23-24 Dt.-08.09.2023	Supply of various stationary (non-printed) items for Rajpur-Sonarpur Municipality for the financial year 2023-2024.

Last date of application : **18.09.2023 upto 14.00 noon.**, Last date of submission of Quotations : **21.09.2023 upto 12-00 Noon.** Information regarding eligibility and other criteria will be available at the Municipal Head Office, Rajpur-Sonarpur Municipality, Harinavi, Kolkata-700148 between 12 noon. to 4 p.m. (except on any public holiday).
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
আসানসোল ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশন/অবস্থান থেকে স্টেশন ক্যাশ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথিপত্র সংগ্রহ
নং ঃ সিসি-এএসএন-ক্যাশপিকআপ-২৩, তারিখ ০৭.০৯.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** আইআরইপিএস পোর্টালের ওয়েব-সাইট নং **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে "২ বছরের সময়সীমার জন্য পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খন্ড রাজ্যে ছড়ানো পূর্ব রেলওয়ের অধিক্ষেত্রে আসানসোল ডিভিশনের ৫৩টি স্টেশন/অবস্থান থেকে স্টেশন ক্যাশ ও অন্যান্য নথিপত্র সংগ্রহ করা এবং 'এফএ অ্যান্ড সিএও, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা'র অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করার জন্য ব্যাঙ্কে জমা করা।" এই টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ এবং এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে অংশগ্রহণের জন্য সকল সম্ভাব্য বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ হল ০৪.১০.২০২৩-এ দুপুর ৩টা।** (ASN-112/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT 81 (2nd Call), 91, 92 & e-EOI/23-24 Dated. 08-09-2023
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at, N24PGS, Alipurduar, Uddar Dinajpur District and e-EOI for empanelment of Nurseries / Firms/ Companies involved in Supply of Saplings & Agri-Inputs under different Government Schemes invited for all districts of West Bengal. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **09-09-2023 after 9.00 am.** Bid submission end date- **22-09-2023 before 6.00 pm** as per NIeT.
Dater: 08.09.2023 **Sd/- Executive Engiueer**

IRRIGATION AND WATERWAYS DIRECTORATE
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
BURDWAN IRRIGATION DIVISION
KANAINATSAL, D.V.C COLONY, P.O. - SRIPALLY, DIST.- PURBA BARDHAMAN
Electronic mail address: bidivisionwbmifmp@gmail.com
NATIONAL COMPETITIVE BIDDING THROUGH e-Procurement
Procurement Notice for India - P162679 West Bengal Major Irrigation & Flood Management Project
Name of Work: - Real Time Computation of velocity and discharge of irrigation canals at the upstream and/or down stream of regulator structures at different locations in the district of Bankura, Pashchim & Purba Bardhaman by using ADCP method across the canal for the purpose of calibration of gate opening vs discharge through a single gate at different U/S and D/S canal flow condition. **RFQ No: WBMIFMP/NCS/23-24/ADCP/BIDVN** for details please visit **https://wbtenders.gov.in**.
Sd/-
Executive Engineer
Burdwan Irrigation Division, Kanainatsal, Burdwan

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF EGRA MUNICIPALITY
Egra: Purba Medinipur
Notice inviting e-tender
e-Tender are invited by The Chairman, Egra Municipality from the eligible tenderers, Vide **NI(e)Q No. 10/Drum Roller & Excavator (SWM)/23-24, Date- 07/09/2023.** Others details can be seen from the **https://wbtenders.gov.in** & Notice Board of the undersigned or website **www.egramunicipality.org.in**
Sd/-
Chairman,
Egra Municipality

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে থাকছে 'রিজার্ভ ডে'

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়া কাপের সুপার ফোরে রোববার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে রিজার্ভ ডে যোগ করা হয়েছে। এই টুর্নামেন্টে ফাইনাল ছাড়া এটাই একমাত্র ম্যাচ, যেখানে রিজার্ভ ডে (অতিরিক্ত একটি দিন) যোগ করা হলো। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) এখনো বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেনি বলে জানিয়েছে ক্রিকইনফো।

ক্রিকইনফো আরও জানিয়েছে, এ দুটি ম্যাচে রিজার্ভ ডে যোগ করা হলেও ম্যাচের নির্ধারিত দিনেই খেলা শেষ করার চেষ্টা করা হবে। প্রয়োজনে ম্যাচের দৈর্ঘ্যও কমানো হবে। বৃষ্টি কিংবা অন্য কারণে রিজার্ভ ডে-তে ম্যাচ নেওয়া হলেও ম্যাচের দৈর্ঘ্য একই থাকবে এবং নির্ধারিত দিনে ম্যাচ যেখানে অসমাপ্ত রাখা হয়েছিল, রিজার্ভ ডে-তে খেলা সেখান থেকেই শুরু হবে। এশিয়া কাপে এবার গ্রুপ পর্যায়ে পাল্লেকেল্লেতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচটি বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়। একই ভেন্যুতে নেপাল-ভারত ম্যাচেও বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছিল। এবার এশিয়া কাপের সহ-আয়োজক দেশ শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এশিয়া কাপের অফিশিয়াল আয়োজক পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) চেয়েছিল কলম্বো থেকে ম্যাচগুলো সরিয়ে হাম্বানতোতায় নিয়ে যেতে। কিন্তু এশিয়া কাপ-সংশ্লিষ্ট সবাইকে ইসিসি

মেইলে জানিয়ে দিয়েছে, পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী কলম্বোতেই ম্যাচগুলো আয়োজন করা হবে।

কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে সুপার ফোরের ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী ক্রিকইনফো জানিয়েছে, এ ম্যাচে বৃষ্টির সম্ভাবনা ৯০ শতাংশ। আর এ ম্যাচ দিয়েই ভারতের একাদশে ফিরতে পারেন তারকা পেসার যশপ্রীত বুমরা। পারিবারিক কারণে নেপালের বিপক্ষে ম্যাচটি খেলতে পারেননি বুমরা। পাকিস্তানের বিপক্ষে দলে থাকলেও বোলিং করতে পারেননি। বৃষ্টির কারণে ব্যাটিংয়ে নামতে পারেনি পাকিস্তান।

ক্রিস গেইলের ছক্কার বিশ্বরেকর্ড ভাঙতে চান ভারতীয় অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রিস গেইলের সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক ছয়ের রেকর্ড ভাঙাটা লক্ষ্য। যিনি এই লক্ষ্য সামনে রেখে এগোচ্ছেন, তিনি আপাতত ব্যস্ত এশিয়া কাপ খেলতে। রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুপার ফোরের ম্যাচ। তার আগে তিনি খানিকটা চাপেও রয়েছেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গ্রুপ লিগের ম্যাচে শাহিন শাহ আফ্রিদির বলে বোল্ড হয়ে ফিরেছিলেন। যার জন্য সমালোচনা কম হয়নি। সে সব মিটিয়ে এই পাক ম্যাচে কি হিটম্যানকে পুরনো ছন্দে দেখা যাবে? ভারতের ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা বেশ কিছু বিষয় নিয়ে খুলেছেন মুখ। যার মধ্যে রয়েছে গেইলের ছয়ের রেকর্ডও।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫৫৩টা ছয় রয়েছে গেইলের। রোহিত ১৪টা ছয় পিছনে। ৫৩৯টা ছয় মেরেছেন যিনি, তিনি দ্রুত যে ১৪টা ছয় রানের খাতায় তুলে ফেলতে চান, তাতে আর সন্দেহ কি! রোহিত বলছেন, 'আমি ক্রিস গেইলের ছয়ের বিশ্বরেকর্ড ভেঙে দিতে চাই। আমি নিজের কেরিয়ারে কখনও ভাবিনি গেইলের ছয়ের রেকর্ড ভেঙে দিতে পারি। এটা বেশ মজার ব্যাপার হবে। আমার খুব একটা পেশি নেই। কিন্তু ছয় মারতে খুব ভালো লাগে। যখন ক্রিকেট খেলতে শুরু করেছিলাম, আমাকে কোচ বলতেন, টাইমিংটাই আসল। আমকে বলা হত, তুলে খেলতে পারো, কিন্তু বেসিকটাই হল। মাথাটা সোজা রাখা, শরীরে কাছে ব্যাট এনে খেলা আর মাটিতে বল খেলতে হবে। আমরা যদি তুলে খেলতাম, কোচ মাঠ থেকে বের করে দিতেন।'

ভারতীয় টিমের কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুবই ভালো। কোচ হওয়ার পর সেই সম্পর্ক আরও জমজমাট হয়েছে। রোহিতের কথায়, 'রাহুল দ্রাবিড়কে আমি ভীষণ সম্মান করি। মানুষ হিসেবে প্রথমে, তারপর ক্রিকেটার হিসেবে। তার কারণ, আগে মানুষ তারপর ক্রিকেটার কিংবা ফুটবলার বা ডাক্তার। রাহুল ভাই খুব ভালো মানুষ। ওর সঙ্গে খুব বেশি খেলার সুযোগ আমি পাইনি। কিন্তু ওর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ এসেছে অনেক বেশি। শেষ দু'বছর ধরে ওকে সামনে থেকে দেখছি। কোনও সম্পর্কের ক্ষেত্রেই ও দূরত্ব রাখে না। সে প্লেয়ার হোক আর সাপোর্ট স্টাফ। সবাইকে নিয়ে চলতে পারে। আমাদের মধ্যে খোলাখুলি সম্পর্ক। রাহুল ভাইয়ের সঙ্গে সময় কাটানোটা উপভোগ করি। ক্রিকেট নিয়ে ওর যা অভিজ্ঞতা, সবার সঙ্গে ভাগ করে নেয়।'

গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ক্রিকেট থেকে বেশ কিছু দিন বাইরে ঋষভ পন্থ। কিপার-ব্যাটারকে নিয়ে রোহিতের বক্তব্য, 'আমি চাই ও যেন আগ্রাসী ক্রিকেটই খেলে। ঝুঁকি নিয়ে খেলতে পন্থ ভালোবাসে। ও সব সময় বলেও, আমি পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলি। এটা ঠিক যে, ও ম্যাচের পরিস্থিতি ভালো বুঝতে পারে।'

বিশ্বকাপের পরেই অস্ত্রোপচার ভারতের বিরুদ্ধে অনিশ্চিত বেন স্টোকস

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুধুমাত্র দেশকে পরপর বিশ্বকাপ এনে দেওয়ার জন্যই তিনি ভারতে আসবেন। তবে এবারের বিশ্বকাপ শেষ হলেই বেন স্টোকস উড়ে যাবেন নিজের দেশে। ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের অধিনায়ককে পাওয়া যাবে না। বিলেতের একাধিক সংবাদ মাধ্যমে এমনই বক্তব্য রেখেছেন স্টোকস। বেশ কয়েক বছর ধরেই হাঁটুর চোটে জর্জরিত ইংল্যান্ডের তারকা অলরাউন্ডার। এবার নিজের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে অস্ত্রোপচার করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইংল্যান্ডকে ৫০ ওভার এবং টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতানো স্টোকস। আর তেমনটা হলে যে ইংল্যান্ডের কাছে বড় ধাক্কা হবে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ খেলতে নামার আগে স্টোকস সাংবাদিকদের বলেছেন, তআমি তো অলরাউন্ডার হিসেবেই ইংল্যান্ডকে সার্ভিস দিতে চাই। তবে হাঁটুর চোট গত কয়েক বছর ধরেই ভুগিয়ে যাচ্ছে। যদি এমন অবস্থা চলতে থাকে তাহলে

বিশ্বকাপে হয়তো আমাকে শুধু ব্যাটার হিসেবেই দেখতে পাওয়া যাবে। দেখা যাক হাঁটুর অবস্থা কোন জায়গায় থাকে। তেমন ভাবেই সব সিদ্ধান্ত নেব। যদি দেখি বিশ্বকাপের পর বিশ্রামের প্রয়োজন। তাহলে বিশ্বকাপ শেষ হলেই অস্ত্রোপচার করাতে পারি।দ

আগামী বছর ২৫ জানুয়ারি থেকে ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে নামবেন জো রুট-জনি বেয়ারস্টোরা। সেখানে কি তাহলে স্টোকসকে দেখা যাবে না? বিশ্বকাপের পর যদি স্টোকস শেষ পর্যন্ত অস্ত্রোপচার করান, তাহলে তাঁর পক্ষে সেই হাই ভোল্টেজ টেস্ট সিরিজ খেলা সম্ভব নয়। কারণ শল্য চিকিৎসকদের মতে হাঁটুর বড় অস্ত্রোপচার হলে মাঠে ফিরে আসতে অন্তত ৮-১২ সপ্তাহ সময় লেগে যায়। এবার অস্ত্রোপচারের পর স্টোকসকে আইপিএল-এ চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলতে দেখা যাবে কিনা সেটাই দেখার। হাঁটুর এই চোটের জন্যই গত অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টের পর থেকে স্টোকসকে ব্যাটার হিসেবে দেখা গিয়েছিল। ক্রিকেট পণ্ডিতদের মতে নিউজিল্যান্ড সিরিজের পর বিশ্বকাপেও স্টোকসকে ব্যাটার হিসেবেই দেখা যেতে পারে। এবার তিনি শেষ পর্যন্ত অস্ত্রোপচার করান কিনা সেই দিকে তাকিয়ে রয়েছে ক্রিকেট দুনিয়া। তেমনটা হলে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আর সেটা হলে যে ইংল্যান্ডের কাছে বড় ধাক্কা হবে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইডেনে বিশ্বকাপ ট্রফি প্রদর্শনীতে উপস্থিত ঝুলন গোস্বামী, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, লিয়েন্ডার পেজ-সহ অন্যান্যরা।

শেষ হতে চলেছে মারিয়া রূপকথা, আর্জেন্টিনার জার্সিতে অবসরের দিনক্ষণ জানিয়ে দিলেন তারকা উইঙ্গার

নিজস্ব প্রতিনিধি: বুট জোড়া তুলে রাখার সময় জানিয়ে দিলেন আর্জেন্টিনার চ্যাম্পিয়ন উইঙ্গার অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া। ২০২৪ সালের কোপা আমেরিকার পরে ডি মারিয়াকে দেশের জার্সিতে আর খেলতে দেখা যাবে না। ২০০৮ সালে আর্জেন্টিনার হয়ে অভিষেক ঘটেছিল মারিয়ার। নীল-সাদা জার্সিতে ১৩২টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। ৩৫ বছর বয়সি মারিয়া আর্জেন্টিনার হয়ে ২৯টি গোল করেন।

নীল-সাদা জার্সিতে দীর্ঘসময় খেলেছেন ডি মারিয়া। চারটি বিশ্বকাপ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ২০২২ সালে এসে বিশ্বজয় করেন মারিয়া। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ফাইনালে গোল করেন এই বাঁ পায়ের উইঙ্গার। মারিয়ার নামের পাশে আরও একটি রেকর্ডও রয়েছে। বড় বড় ফাইনালে গোল করেন তিনি।

বড় মঞ্চের খেলোয়াড় মারিয়া। ২০০৮ অলিম্পিক গেমসের ফাইনালে গোল ছিল তাঁর। ২০২১ সালের কোপা আমেরিকার ফাইনালে মারিয়ার গোলেই জিতেছিল আর্জেন্টিনা। ফাইনালিসিমা-তেও মারিয়ার নাম ছিল স্কোরলাইনে। ২০২৩ সালে বেনফিকায় ফিরে গিয়েছেন এই উইঙ্গার। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ২০১৩-১৪ সালে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতেন রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে। ফ্রান্সের ক্লাবের হয়ে পাঁচ বার লিগ খেতাব জেতেন তিনি। ২০২৪ সালের কোপা আমেরিকা হবে পরের বছরের জুনে। শেষটাও রাঙিয়ে দিয়ে যেতে চাইবেন মারিয়া।

ফের মেসির অবিশ্বাস্য গোলে জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে জয় দিয়ে শুরু করল আর্জেন্টিনা। গত বারের চ্যাম্পিয়নেরা খেলতে নেমেছিল ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে গোল করলেন লিয়োনেল মেসি। ১-০ গোলেই জিতল আর্জেন্টিনা।

গত বছর ডিসেম্বরে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জিতিয়ে মেসি বলেছিলেন যে, বিশ্বজয়ী হিসাবে আর্জেন্টিনার জার্সি পরে আরও কিছু দিন খেলতে চান। এখন সেটাই করছেন মেসি। এর আগে প্রীতি ম্যাচ খেললেও এই প্রথম আর্জেন্টিনার জার্সিতে কোনও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেললেন তিনি। সেই ম্যাচে দলের ত্রাতাও হলেন। ৭৮ মিনিটে মেসির করা একমাত্র গোলেই জিতল আর্জেন্টিনা।

৩৬ বছর পর বিশ্বকাপ জিতেছে আর্জেন্টিনা। এ বার লড়াই বিশ্বকাপ ধরে রাখার। সেই লড়াইয়ে নেমে শুক্রবার ভোরে। বল দখলের লড়াই

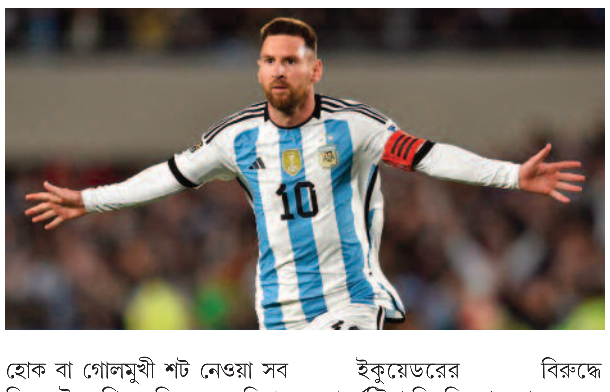

হোক বা গোলমুখী শট নেওয়া সব কিছুতেই এগিয়ে ছিলেন মেসিরা। কিন্তু গোল আসছিল না। প্রথমার্ধে একাধিক সুযোগ তৈরি করলেও গোল করতে পারেনি আর্জেন্টিনা। দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রি কিক থেকে গোল করেন মেসি। ডি বক্সের ঠিক বাইরে থেকে ফ্রি কিক নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। বাঁপায়ের ভাসানো শটে বল জালে জড়িয়ে দেন মেসি। গোলরক্ষক নড়ার সময়ও পাননি।

ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনা ফিরতি ম্যাচ খেলবে ১৪ সেপ্টেম্বর।

বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে দক্ষিণ আমেরিকার দলগুলির লড়াইয়ে এখনও পর্যন্ত তিনটি ম্যাচ হয়েছে। এর মধ্যে আর্জেন্টিনা ছাড়াও জিতেছে কলোম্বিয়া। ভেনেজুয়েলাকে ১-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে তারা। প্যারাগুয়ে এবং পেরুর ম্যাচ গোলশূন্য ভাবে ড্র হয়ে গিয়েছে।

বিপদ বাড়ল রুবিয়ালেসের, চুমু-কাণ্ডে এবার মামলা করলেন হেরামোসো

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিপদ যেন পিছু ছাড়ছে না লুই রুবিয়ালেসের! স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি লুই রুবিয়ালেসের জন্য যতদিন যাচ্ছে বিপদ যেন ততই বাড়ছে।একের পর এক সমস্যায় জড়িয়ে পড়ছেন তিনি। মহিলা বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনালে স্পেনের একের পর এক ফুটবলারকে পুরস্কার মঞ্চেই তিনি চুমু খেয়ে বসেন। আর সেই বিতর্কের ঝড় যেন থামছেই না। এবার সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে বসলেন মহিলা ফুটবল দলের মিডফিল্ডার হেনি হেরামোসো!

স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি লুই রুবিয়ালেসের বিরুদ্ধে বিতর্কিত 'চুমু-কান্ডে'র ঘটনায় মামলা করেছেন বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার হেনি হেরমোসো। তিনি যে বলপূর্বক তাঁর চোটে সভাপতি চুমু খাওয়াতে একেবারেই খুশি ছিলেন না তা তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। আর এবার স্প্যানিশ অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসে উপস্থিত হয়ে এই মর্মে অভিযোগ করেছেন তিনি। স্পেনীয় আইনজ্ঞদের মতে এই অভিযোগের অর্থ ৪৬ বছর বয়সী রুবিয়ালেস ফৌজদারি মামলার ঝামেলাতে এবার ফাঁসতে পারেন। স্পেনের কৌঁসুলি অফিস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, কৌঁসুলিদের তরফে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি লুই রুবিয়ালেসের বিপক্ষে খুব তাড়াতাড়ি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করবেন। মহিলা ফুটবল বিশ্বকাপ ফাইনালের অনুষ্ঠানমঞ্চে হেরমোসোর ঠোঁটে বলপূর্বকভাবে চুমু খেয়েছিলেন রুবিয়ালেস। মিডফিল্ডারের ঘাড় ধরে তাঁর ঠোঁটে একেবারে আবেগঘন চুমু খেতে গিয়ে তিনি ধরা পড়েন ক্যামেরাতে।

হেরামোসো এই ঘটনায় যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন কি না, তা নিয়ে ও গত ২৯ আগস্ট কৌঁসুলিরা প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছেন। কৌঁসুলি অফিসের এক মুখপাত্র সংবাদ সংস্থা এএফপিকে জানিয়েছেন, কারো অসম্মতিতে চুমু খাওয়া দন্ডনীয় অপরাধ। রুবিয়ালেসের এই অপরাধের কারণে তাঁর জরিমানা তো হতেই পারে। পাশাপাশি তাঁর ৪ বছরের জেল ও হতে পারে। উল্লেখ্য গত ২০ অগস্ট মহিলা বিশ্বকাপ জয়ের পর অনুষ্ঠানমঞ্চে স্পেনের মিডফিল্ডার হেরামোসো যখন পদক নিচ্ছিলেন তখন দেশের ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান রুবিয়ালেসের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে যান তিনি। আর সেই সময়েই তাঁর ঘাড় ধরে তাঁর ঠোঁটে চুমু খেতে দেখা গিয়েছিল রুবিয়ালেসকে।

এই নিয়ে তীব্র সমালোচনা হয় বিভিন্ন মহলে। ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রুবিয়ালেস জানিয়েছিলেন চুমুর বিষয়টি ছিল পারস্পরিক, স্বতঃস্ফূর্ত এবং তাৎক্ষণিক উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। তখন হেরমোসো বিষয়টি অস্বীকার করে জানিয়েছিলেন, 'আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই, লুই রুবিয়ালেস তাঁর বক্তব্যে যা যা দাবি করেছেন, বিশেষ করে সম্মতিসূচক চুমুর ব্যাপারটি;তাঁর সঙ্গে এমন কোনও কথাবার্তাই হয়নি। এগুলো মিথ্যা। নিজের সুবিধার জন্য কাউকে নিয়ন্ত্রণ করার যে সংস্কৃতি তিনি গড়ে তুলেছেন, সেটারই অংশ এই মিথ্যা দাবি ।' রুবিয়ালেস অবশ্য বিষয়টি নিয়ে পরে ক্ষমা চেয়েছিলেন। তবে বরফ যে তাতে গলেনি তা ফের একবার স্পষ্ট হয়ে গেল।

ইউএস ওপেনের ফাইনালে গফ বনাম সাবালেঙ্কা

নিউ ইয়র্ক: নাটকীয় ভাবে ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে জিতলেন কোকো গফ ও আরিনা সাবালেঙ্কা। ছেলেদের টেনিসে প্রতিদ্বন্দিতা অনেক বেশি। কিন্তু মেয়েদের টেনিসও যে আগের এতে বেশি উত্তেজক হয়ে উঠছে, ফ্লাশিং মিডোয় চোখ রাখলেই বোঝা যাচ্ছে। সেরেনা উইলিয়ামসের পর গফ দ্বিতীয় টেনিস প্লেয়ার যিনি ১৯ বছর বয়সেই চমকে দেখাতে শুরু করেছেন। রোলাঁ গারোর ফাইনালে ওঠার পর আবার ইউএস ওপেনের খেতাবের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছেন। মেয়েদের অন্য সেমিফাইনালে ফেভারিট ছিলেন মার্কিন তারকা ম্যাডিসন কিজ। হয়তো তিনি জিতেও যেতেন। যদি না সাবালেঙ্কার দুরন্ত প্রত্যাবর্তন হত। প্রথম সেট হেরেও অবিশ্বাস্য ফিরে এসেছেন সাবালেঙ্কা। শেষ পর্যন্ত অবাক করে দিয়ে জিতে নিয়েছেন সেমিফাইনাল।

প্রথম সেট গফ ৬-৪ জিতেছিলেন। তবে ক্যারোলিনা মুকোভা যে বিব্রত করেননি তা নয়। কিন্তু দ্বিতীয় সেটে চমকের বাকি ছিল। গফ দ্বিতীয় সেটে ৫-৩ এগিয়ে

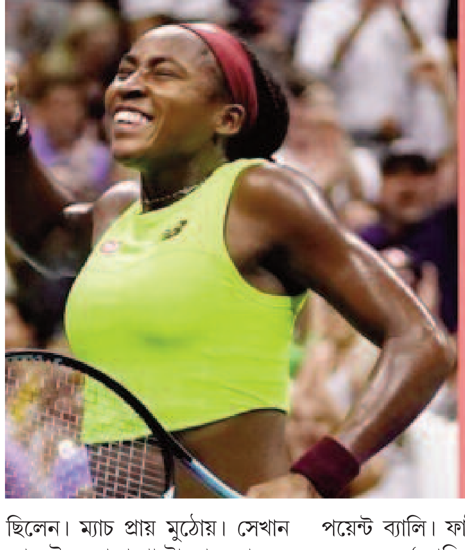

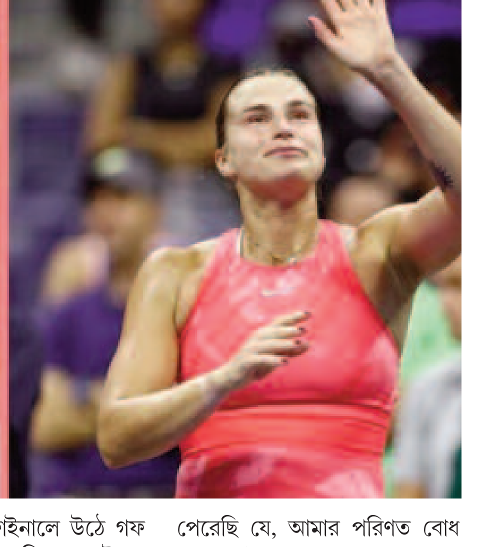

ছিলেন। ম্যাচ প্রায় মুঠোয়। সেখান থেকেই মুকোভা পাল্টা আক্রমণ শুরু করেন। একটা সময় সমানে সমানে চলছিল ম্যাচ। মনে হচ্ছিল তৃতীয় সেটের দিকে গড়াতে চলেছে সেমিফাইনাল। ষষ্ঠ ম্যাচ পয়েন্ট ৪০-বল ব্যালিতে জেতেন গফ। যা টুর্নামেন্টের সবচেয়ে লম্বা ম্যাচ পয়েন্ট ব্যালি। ফাইনালে উঠে গফ বলছেন, 'আমি নিজের উপর ফোকাস করেছিলাম। নিজে কী চাই, আমার প্রত্যাশা কী, তাতেই জোর দিয়েছিলাম। সোশ্যাল মিডিয়ায় লোকে কী বলছে, লোকে কী বিশ্বাস করে, তাতে নজর দিইনি। এই ম্যাচটার পর বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছি যে, আমার পরিণত বোধ এসেছে।'

সাবালেঙ্কার ম্যাচ আরও বেশি নায়কীয়। প্রথম সেট হারের পর দ্বিতীয় সেটও খোয়াতে বসেছিলেন। ৩-৫ পিছিয়েও ছিলেন। সেখান থেকে দুরন্ত ফিরে আসেন। একটা ম্যাচ জেতার জন্য যা যা দরকার পড়ে, দ্বিতীয় সেট থেকেই তাই করতে শুরু করেন। তৃতীয় সেটেও সাময়িক ভাবে পিছিয়ে পড়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে আসতে অসুবিধা হয়নি। ০-৬, ৭-৬ (১), ৭-৬ (৫)এ শেষ পর্যন্ত জিতে যান। ম্যাডিসনের বিরুদ্ধে সাবালেঙ্কার এই জয় দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে টেনিস দুনিয়া। সাবালেঙ্কার কথায়, 'ম্যাডিসন অবিশ্বাস্য খেলছিল। মনে হচ্ছিল, সবই যেন ধংস্ব করে দেবে। ওর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারছিলাম না। সেই অর্থে কোনও নিয়ন্ত্রণই ছিল না আমার। নিজেকে জিজ্ঞেস করছিলাম, এ ভাবেই কি চলবে? অনেক সময় নিজেকে জোর করতে হয়। ধৈর্য রাখতে হয়। হয়তো তখনই একটা ম্যাচ ঘোরানো সম্ভব হয়। কী ভাবে পারলাম জানি না। বোধহয় ম্যাজিকই হয়েছিল। কিন্তু ম্যাচটা আমি ঘোরাতে পেরেছি, জিততে পেরেছি।' ফাইনালে গফের আগ্রাসন বনাম সাবালেঙ্কার অভিজ্ঞতা চাক্ষুস করার জন্য মুখিয়ে রয়েছে টেনিস দুনিয়া। ফ্লাশিং মিডোয় মেয়েদের টেনিসে খেতাব জেতার জন্য তৈরি গফ, সাবালেঙ্কা।

পাক ম্যাচের আগে শক্তি বাড়ল টিম ইন্ডিয়ার, দলে ফিরলেন জসপ্রীত বুমরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়া কাপের মাঝে হঠাৎ ছুটি নিয়েছিলেন ভারতীয় তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরা। শ্রীলঙ্কা থেকে তড়িঘড়ি ভারতে ফিরে এসেছিলেন বুমরা। কারণ, বুমরা দম্পতির কোল আলো করে এসেছে তাঁদের প্রথম সন্তান। এক ফুটফুটে পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন জসপ্রীত বুমরার স্ত্রী সঞ্জনা গণেশন। ২ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম ম্যাচের পরই বুমরা শ্রীলঙ্কা ছেড়ে ভারতে ফেরেন। তাই ৪ সেপ্টেম্বর নেপালের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে অংশ নিতে পারেননি বুমরা। তবে এ বার ভারতের সুপার ফোর পর্ব শুরু হওয়ার আগে দলে ফিরলেন বুমরা। যার ফলে ক্রিকেট মহলে অনেকেই বলছেন, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে শক্তি বাড়ল টিম ইন্ডিয়ার।

এ বারের এশিয়া কাপের মাঝে বুমরা ও তাঁর স্ত্রী সঞ্জনা গণেশন তাঁদের প্রথম পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। তার নাম রেখেছেন অঙ্গদ। বুমরা এবং সঞ্জনা তাঁদের সোশ্যাল মিডিয়ায় সদ্যোজাতর হাতের ছবি শেয়ার করে এই সুখবর জানিয়েছিলেন। যদিও ছেলের সঙ্গে আপাতত বেশি সময় কাটানোর সুযোগ পেলেন না জসপ্রীত বুমরা। সদ্যোজাতকে রেখে জাতীয় দলের দায়িত্ব পালনে চলে এসেছেন তিনি। রবিবার ১০ সেপ্টেম্বর ভারত সুপার ফোরের ম্যাচে নামবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালেই কলম্বো পৌঁছে গিয়েছেন ভারতীয় পেসার বুমরা। শুক্রবার সন্ধ্যায় আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে দলের সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দেবেন বুমরা। উল্লেখ্য, ভারত-পাক ম্যাচের আগে ইন্ডোর অনুশীলন করেছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। বৃহস্পতিবারের (৭ সেপ্টেম্বর) মতো শুক্রবারও কলম্বোর আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বৃষ্টির সম্ভবনা রয়েছে। তাই আজ আবহাওয়া ভালো না থাকলে, মেন ইন ব্লুকে বৃহস্পতিবারের মতো ইন্ডোর অনুশীলন করতে হতে পারে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**